মোস্‌লেম জাহান সিরিজ—৩

তুরস্কের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

আবদুল কাদের বি-এ, বি-সি-এস্‌

সোব্‌হান স্মরণে

বড় আশা ছিল ভাই, মানুষ করিব তোরে ;
সকলি তোমার সাথে রাখিতে হইল গোরে ।
তুচ্ছ মানবের আশা, খোদার ইচ্ছাই সার ।
লভুক তোমার আত্মা অনন্ত রহম তাঁর ॥

সূচী

তুর্ক-সম্রাট সোলাইমান

সহিত তুগ্রুলের পরিচয় ছিল না ; শুধু বীরের শৌর্য্য ও দুর্ব্বলের প্রতি যোদ্ধার স্বাভাবিক সহানুভূতির বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি তাঁহার সাহায্য করেন। এই শৌর্য্য প্রদর্শনের ফলে যে এক বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা ভ্রমেও তাঁহার মনে হয় নাই। কিন্তু 'আল্লাহ্ জ্ঞানী, আর মানুষ অজ্ঞান।' অর্-তুগ্রুলের বংশধরেরা তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বৃহদংশের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন। পূর্ব্ব রোমান সাম্রাজ্য তাঁহাদের হস্তগত হয়, তাঁহারা পবিত্র রোমান সম্রাটের গৃহ-দ্বারে হানা দেন। তাঁহাদের ভয়ে কোন খৃষ্টান জাহাজ বহু বৎসর পর্য্যন্ত ভূ-মধ্য সাগরে দাড় টানিতে সাহস করিত না। বিগত সাড়ে ছয় শত বৎসরের মধ্যে বহু সুসমৃদ্ধ জনপদ তুরস্কের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে ; তথাপি অদ্যাপি বহু বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক উহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেছে। অর্-তুগ্রুল হইতে আব্দুল মজীদ (২য়) পর্য্যন্ত মূল বংশের ৩৭ জন সোলতান নিরবচ্ছিন্নভাবে ওস্মানিয়া সাম্রাজ্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের বা অপর কোন দেশের ইতিহাসে কোন জাতিরই একটীমাত্র পরিবারের এরূপ অভগ্ন প্রভুত্বের দৃষ্টান্ত আর নাই।

রুমের সোলতান অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। নবাগতদের ন্যায় তিনিও তুর্ক। পারস্যের বিখ্যাত সেলজুক সোলতানেরা ছিলেন তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ। অর্-তুগ্রুল কায়কোবাদের রাজ্যে জায়গীর পাইলেন। সঙ্গার নদী-তীরস্থ সুগুত নগরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দলে দলে সাহসী তুর্ক আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিতে লাগিল। আলাউদ্দীনের পতাকা ছিল অর্দ্ধ-চন্দ্র ; অর্-তুগ্রুলও তাহা গ্রহণ করিলেন। শত শত বৎসর পর্য্যন্ত উহা খৃষ্টান জগতের ভীতির কারণ ছিল।

এরূপ একজন স্বজাতীয় রাজভক্ত সর্দ্দারকে আশ্রয় দান করায় সেলজুক সোলতানের শক্তিবৃদ্ধি হইল। ব্রুসার নিকটে ক্রমাগত তিন দিন তিন রাত্র পর্য্যন্ত সোলতানের প্রতিনিধিরূপে গ্রীক ও মোগলদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এই সৌভাগ্যবান বীর-পুরুষ অচিরে তাঁহার সুনাম আরও বর্দ্ধিত করিলেন। তাঁহার কৌশল ছিল সুবহু অস্ত্রধারী অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া শত্রু পক্ষকে হয়রাণ করিয়া তোলা। ফলে মূল বাহিনী সতেজ রহিল। শেষে তিনি তাহাদের সাহায্যে বিপক্ষ বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরেরা এই কৌশলের অনুসরণ করিয়া সুফল লাভ করেন। সাহসী জায়গীরদারের বিজয়-বার্ত্তা অবগত হইয়া সোলতান তাঁহাকে কায়েমী স্বত্বে এস্কি শহর জেলা ছাড়িয়া দিলেন। এখন হইতে উহার নাম হইল সোলতানোনি বা 'সোলতানের সম্মুখ'।

বহু সংখ্যক গ্রাম ব্যতীত লেফ্কে, সৈয়দগড়ি, সুগুত, এস্কি শহর প্রভৃতি নগর ও ইনানি, বিলেজিক প্রভৃতি দুর্গ এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহার সীমানা প্রায় প্রাচীন ফ্রিজিয়া এপিক্টেটোসের অনুরূপ। উল্লিখিত দুর্গ ও নগরের অধিকাংশ সর্দ্দারই প্রায় অর্দ্ধ-স্বাধীন ছিলেন। তাঁহারা সোলতানের হস্তান্তরকে আদৌ গ্রাহ্য করিতেন না। কাজেই অর্-তুগ্রুলকে বহুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রভু-দত্ত রাজ্য দখলে আনিতে হইল। এইরূপে ভাবী ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করিয়া ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করিলেন। সুগুতের নিকটে তাঁহার শব সমাহিত হইল। তাঁহার কবর-মন্দির অদ্যাপি তুরস্ক সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশের লোকের তীর্থ-ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে।

কালা ওসমান

সুগুতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে অব-তুগ্রুলের পুত্র ওসমানের জন্ম। তাঁহার নাম হইতেই তুরস্কের সম্রাটেরা ওসমানলি বা ওসমানিয়া সোলতান নামে পরিচিত হন। ইউরোপীয় ওটোমান কথাটী এই ওসমানলি শব্দেরই অপভ্রংশ।

যুবকের প্রথম কাজ প্রেম। যৌবনে ওসমানও মাল খাতুন নামক এক পরমাসুন্দরী মহিলার প্রেমে পড়িলেন। তাঁহার পিতা শেখ আবেদালী একজন উচ্চ-শিক্ষিত দরবেশ ছিলেন। ওসমান মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। একদিন তিনি মালখাতুনের অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার পাণি-প্রার্থী হইলেন। কিন্তু অবস্থার পার্থক্য দৃষ্টে দরবেশ তাহাতে সম্মত হইলেন না। হতাশ প্রেমিক লোকের নিকট মাল খাতুনের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এস্কি শহরের সর্দ্দার তাহা শুনিয়াই এই সুন্দরী মহিলার প্রেমে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু আবেদালী তাঁহার প্রস্তাবও উড়াইয়া দিলেন। নিরাশ যুবক ওসমানকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী মনে করিতে লাগিলেন।

একদিন ওসমান তাঁহার ভ্রাতা সহ প্রতিবেশী ইনানির সর্দ্দারের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ যুবক দেখিলেন, এই ত সুযোগ। তিনি স্বীয় বন্ধু খিরেঙ্কিয়ার গ্রীক শাসনকর্ত্তা মাইকেলের সাহায্যে ইনানি দুর্গ বেষ্টন করিয়া ওসমানকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করার জন্য অধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কেল্লাদার বিশ্বাসঘাতকতা করিতে রাজী হইলেন না। ওসমান সুযোগ বুঝিয়া কয়েক জন অনুচর সহ হঠাৎ শত্রুদের ঘাড়ে পড়িয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। মাইকেল

ধরা পড়িয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হইলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া তুর্ক শক্তির একজন দৃঢ়তম সমর্থক হইয়া দাঁড়ান।

মিত্র লাভ ও প্রেমের কণ্টক দূর হইলেও ওস্‌মানের হৃদয়-রাণী লাভ ঘটিয়া উঠিল না। দরবেশ আরও দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার করুণ নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। শেষে ওস্‌মান এক রাত্রে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন, আবেদালীর বক্ষ হইতে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া তাঁহার বক্ষে প্রবেশ করিল। তৎপরে সেখান হইতে এক সুন্দর বৃক্ষ গজাইয়া উঠিয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হইল। ককেসাস, আট-লাস, তারাস ও হেমাস পর্ব্বত তাহার নিম্নে শোভা পাইতে লাগিল। বৃক্ষের মূল-দেশ হইতে তাইগ্রীস, ইউফ্রেতিজ, দানিয়ুব ও নীল নদী প্রবাহিত হইল। গিরি-শিখরে অর্দ্ধ-চন্দ্র উড়িতে লাগিল। নানা জাতীয় পাখী সেখানে গান আরম্ভ করিয়া দিল। মিনারে মিনারে মোয়াজ্জেনের আজান-ধ্বনি ভাসিয়া উঠিল। বৃক্ষের পত্রগুলি যেন তরবারির মত ছিল। হঠাৎ এক প্রবল ঝড় উঠিয়া সেগুলিকে বহু নগর, বিশেষতঃ কনষ্টান্টিনোপলের দিকে ফিরাইয়া দিল। এই স্বপ্নের মধ্যে আবেদালী ওস্‌মান ও মাল খাতুনের বংশধরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইলেন। অবশ্য যুবকের প্রেমের স্থিরতা ও গভীরতা দৃষ্টেও তাঁহার মন নরম হইল। কাজেই তিনি আর আপত্তি করিলেন না। তাহার শিষ্য দরবেশ তুরুদ ছিলেন এই শুভ বিবাহের মোল্লা। ওস্‌মান রাজা হইয়া তাঁহাকে একটী আশ্রম এবং অনেক গ্রাম ও জমি দান করেন। এগুলি বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরদের অধিকারে ছিল।

মাল খাতুনের সহিত এই অতি-আকাঙ্ক্ষিত বিবাহের ফলে ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে অর্খানের জন্ম। অর্-তুগ্রুল সে বৎসরই স্বর্গ গমন করিলেন।

ওস্মান এস্কি শহরের মালিক হইলেন। পর বৎসর সেলজুক সোলতান কারাজা হিসার জেলা তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া দিলেন। এস্কি শহরে একটী মস্জেদ নির্ম্মান করিয়া ওস্মান শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ১২৯১ হইতে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যুদ্ধে বিরত রহিলেন। দৃঢ় ও নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচারে তিনি সকলেরই ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন।

রণ-নীতিতেও নূতন ভূপতি তুল্য পারদর্শী ছিলেন। নেতা ও যোদ্ধা হিসাবে তিনি পিতার জীবন কালেই খ্যাতি লাভ করেন। একে একে চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র সর্দ্দারেরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন; একটীর পর একটী করিয়া গ্রীক সাম্রাজ্যের বহিঃ-দুর্গগুলি তাঁহার হাতে আসিল। 'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকোলি'র ফলে অচিরে জেনি শহরও তাঁহার হস্তগত হইল। এক বিবাহ উপলক্ষে ওস্মানের শত্রুরা তাঁহাকে জালে আটকাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। ওস্মান ইহা টের পাইয়া চল্লিশ জন বীর-পুরুষকে রমণীর বেশে সজ্জিত করিয়া পাল্কীতে পূরিয়া দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই যখন উৎসবে মত্ত, তখন তাহারা ছদ্ম-বেশ খুলিয়া ফেলিয়া দুর্গ ও ক'নে দুইই দখল করিয়া লইল।

এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বেই ওস্মান বিদ্যুতের ন্যায় এয়ার হিসারের উপর আপতিত হইয়া উহা অধিকার করিয়া লইলেন। ওদিকে তাঁহার আর এক দল সৈন্য আয়নেগোল হস্তগত করিল। এই রূপে ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ওস্মানিয়া রাজ্য আর্ম্মেনি গিরি-সঙ্কট হইতে অলিম্পাস পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। ওস্মান জেনি শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচার ও খোৎবা পাঠ করাইলেন (১২৯৯)। তাঁহার এই বর্দ্ধিত রাজ্য রুমের সতরটী প্রদেশের

একটীর সমান মাত্র ছিল। পরবর্ত্তীকালে মহামতি সোলতান সোলায়মানের বিশাল সাম্রাজ্য রুমের ন্যায় একুশটী প্রদেশ লইয়া গঠিত হয়।

তুর্ক রাজ্য গ্রীক সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাটের সহিত ওস্‌মানের সঙ্ঘর্ষ না বাধিয়া উপায় ছিল না। তিনি নিজেই গ্রীক সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। সর্দ্দারদের অভিমত জানিবার জন্য একটী পরামর্শ-সভা আহূত হইল। তাঁহার খুল্লতাত বৃদ্ধ দুন্দর তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি এই দুঃসাহসিক কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন। ওস্‌মান দেখিলেন, অন্যান্য সর্দ্দারেরও এই মত। তিনি নীরবে এক ধনুক উঠাইয়া লইয়া সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধের বুকে শর নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার প্রাণহীন দেহ ভূপতিত হইলে সকলেই বুঝিতে পারিলেন, এই কঠোর-প্রাণ লোকটীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ভিন্ন অপর কোন লাভ নাই।

সেই বৎসরই (১২৯৯) কোপ্রি হিসার আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল। একে একে নিসার নিকটবর্ত্তী আরও বহু গ্রীক দুর্গ ওস্‌মানের দখলে আসিল। ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট সেনাপতি মুজারোসকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। নিকোমেডিয়ার নিকটস্থ কোয়োন হিসার বা বেক্কোয়ামে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। গ্রীকেরা পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেল। ওস্‌মান সমগ্র বিথিনিয়া প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া লইলেন (১৩০১)। পরবর্ত্তী ছয় বৎসরে দুর্গের পর দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। ফলে ওস্‌মানিয়া রাজ্য কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। দুর্ভাগ্যের ন্যায় সৌভাগ্যও একা আসে না। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের শেষ বংশধরের মৃত্যুর পর রুম রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। উহার ধ্বংস-স্তুপের উপর কারাসি, তেক্কি, কার্ম্মিয়ান, সিবাস, হামীদ, শামসুন, আমাসিয়া, কাস্তেমোনি

সোলতানোনি ও কারামন নামে দশটী স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিল। তন্মধ্যে সোলতানোনি ও কারামন সর্ব্বপ্রধান। কাজেই সার্ব্বভৌম প্রাধান্যের জন্য উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কিছু সুবিধা লাভ করিলেও ওস্‌মান স্বজাতীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া গ্রীক সাম্রাজ্যের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন।

ওস্‌মানের অগ্র-গমন নিরোধে অসমর্থ হইয়া সম্রাট মোগলদিগকে তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণাংশ আক্রমণে প্ররোচিত করিলেন। কিন্তু আমীর-জাদা অর্খান তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কেরা গ্রীক সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী ব্রুসা অবরোধ করিল। গ্রীকেরা প্রাণপণে তাহাদিগকে বাধা দান করিতে লাগিল। নগর অধিকারে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে দেখিয়া ওস্‌মান উহার সম্মুখে দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে ইহা বেষ্টন করিবার মত পর্য্যাপ্ত লোকজন তাঁহার ছিল না। তজ্জন্য শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ করাই হইল তাঁহার প্রধান অস্ত্র। অচিরে ইহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। খাদ্যদ্রব্যের অনটন ও মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; ক্রমে লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইল। এদিকে ওস্‌মানের অশ্বারোহী সৈন্যেরা বস্ফোরাস ও কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ ও তাঁহার নৌ-বহর সমুদ্র-তীর লুণ্ঠন করিয়া লইল। দীর্ঘ দশ বৎসর অবরোধের পর অবশেষে ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রুসা অর্খানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল। ওস্‌মান তখন সুগুতে মরণ-শয্যায়। সুন্দরী মাল খাতুন অর্খান ব্যতীত আলাউদ্দীন নামক এক পুত্র রাখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। ব্রুসা জয়ের সুসংবাদ প্রাপ্তির পর ওস্‌মান নিজেও পত্নীর অনুগমন করিলেন। মৃত ভূপতির অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী নব-বিজিত নগরে তাঁহার শব সমাহিত

করা হইল। তাঁহার মহাড়ম্বর কবর-মন্দির ওস্‌মানিয়া সোলতানদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত ; বিগত শতাব্দীতে অগ্নিদাহের ফলে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার তরবারি অদ্যাপি কনষ্টান্টিনোপলে রক্ষিত আছে। প্রত্যেক পরবর্ত্তী নূতন সোলতানের রাজ্যাভিষেক-কালেই উহা ভক্তিভরে ব্যবহৃত হইত।

ওস্‌মান আমীর ভিন্ন অন্য উপাধি গ্রহণ না করিলেও তুর্কেরা ন্যায়তঃ তাঁহাকে তাহাদের প্রথম সোলতান বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে। অর্‌তুগ্রুল একজন ক্ষুদ্র সামন্ত মাত্র ছিলেন। স্বীয় গোত্রকে এসিয়া মাইনরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেও তিনি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ওস্‌মান স্বাধীন আমীর হিসাবে ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য-স্বপ্ন সম্পূর্ণ সফল না হইলেও তিনি হেলেস্‌পণ্ট্‌ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া পুত্রকে ব্রুসার সিংহাসনে বসাইয়া যান। তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হস্তে এই কল্পনা গৌরবের সহিত কার্য্যে পরিণত হয়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের (প্রথম চারি খলীফা) ন্যায় ওস্‌মানের রুচি ও আচার-ব্যবহার নিতান্ত সরল ও নিরাড়ম্বর ছিল। তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। মৃত্যুকালে একটী কোর্ত্তা, চামচ, নিমক-দান, শাদা পাগড়ী, কয়েক থানা পতাকা এবং এক পাল উৎকৃষ্ট অশ্ব ও মেষই ছিল তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি। অনমিত সাহস, কূট সতর্কতা, দৃঢ় সঙ্কল্প, অত্যধিক সাধারণ জ্ঞান, লোকের ভক্তি আকর্ষণ ও লোক-চালনার ক্ষমতা প্রভৃতি যে সকল গুণ সাধারণতঃ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতাদের থাকা দরকার, ওস্‌মান পূর্ণ মাত্রায় তাহার সমস্তেরই অধিকারী ছিলেন। উত্তেজনার বশে নিরর্থক পিতৃব্য হত্যার কথা বা'দ দিলে তাঁহাকে দয়ালু ও কোমল-হৃদয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

ব্যবস্থাপক ও ন্যায়-বিচারক বলিয়া তিনি যে সুখ্যাতি লাভ করেন, নব-বিজিত জনপদের প্রজাবর্গের চিত্ত জয়ের উহাই প্রধান কারণ। গ্রীক, তুর্ক, খৃষ্টান, মোসলমান সকলেই তাঁহার নিকট সমান আশ্রয় পাইত। * মৃত্যুকালে তিনি পুত্র অর্খানকে উপদেশ দিয়া যান, "ন্যায়বান হইও, ভদ্রতার আদর করিও, দয়া দেখাইও; সকল প্রজাকে সমানভাবে আশ্রয় দিও।" সদ্‌গুণের জন্য তাঁহার নাম প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়। প্রত্যেক পরবর্ত্তী সোলতানের রাজ্যলাভের সময় লোকে দোয়া করিত, "তিনি ওস্‌মানের মত ভাল হউন।"

নিপুণ অশ্বারোহী হিসাবে প্রথম স্বাধীন তুর্ক ভূপতির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। পারস্যের আর্টাক্সারক্সেস্ ও বঙ্গ-বিজেতা মোহাম্মদ ইব্‌নে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির ন্যায় ওস্‌মানের বাহু হাঁটুর নিম্নে ঝুলিয়া পড়িত। তাঁহার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূ, চুল ও শ্মশ্রু দেখিয়া লোকে তাঁহাকে কারা অর্থাৎ কালা ওস্‌মান বলিত। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যের অধিকারী, তুর্কি ভাষায় কারা শব্দটী তাঁহারই নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। ওস্‌মানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সোলতানদের সকলেরই তাঁহার ন্যায় জবরদস্ত চেহারা ছিল। অন্ততঃ তিন শত বৎসরের মধ্যে কোন দুর্ব্বল সোলতান তুরস্কের সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। সাহস ও বীরত্ব তুর্ক জাতির মৌরশী সম্পত্তি।

* "The effect of his arms in winning new subjects to his sway was materially aided by the reputation which he had honorably acquired as a just law-giver and judge, in whose dominions Greek and Turk, Christian and Mahomedan, enjoyed equal protection for property and person."—Sir Edward Creasy, Ottoman Turks, 8-9.

আলাউদ্দীনের সংস্কার

ওসমানের পর অর্খান সিংহাসনে বসিলেন। তিনি পিতার যোগ্য পুত্র। যে বৎসর ব্রুসার পতন হইল, সে বৎসরই নিকোমেডিয়া অর্খানের হাতে আসিল। ১৩২৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট এণ্ড্রোনিকাস তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে হতমান হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। তিনি নিজে আহত হইলেন ; তুর্কেরা তাঁহার শিবির পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইল। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে মহানগরী নিসা (Nicæa) অরখানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল। অধিবাসীরা ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরিবার ও ধনরত্ন লইয়া স্থানান্তর গমনের অনুমতি পাইল। এই সদাশয়তা প্রদর্শনের ফলে চতুর্দ্দিকে অর্খানের সুনাম বিস্তৃত হইয়া পড়িল। গ্রীকেরা তাঁহার নিকট আরও কয়েকটী যুদ্ধে পরাজিত হইল। ফলে বস্ফোরাস হইতে হেলেস্পণ্ট পর্য্যন্ত সমগ্র বিথিনিয়া রাজ্য অর্খানের হাতে আসিল। সার্দ্দিস, লেডোসিয়া, এফেসাস প্রভৃতি প্রাচীন নগরী এই প্রদেশেই অবস্থিত ছিল। দুইটী নগর তুর্ক সেনাপতি আয়দিন ও সারু খাঁর নামে পরিচিত হইল। কারাসি বা প্রাচীন মাইসিয়ার তুর্ক রাজা অর্খানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করায় ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার রাজ্য ও রাজধানী পার্গামোন বা পার্গামাস কাড়িয়া লইলেন। এইরূপে মাত্র দুই পুরুষের মধ্যে প্রায় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম এসিয়া মাইনর একটী ক্ষুদ্র মেষ-পালক দলের হাতে আসিল। ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষকে সেল্‌জুক সোলতান মেহেরবানী করিয়া স্বীয় রাজ্যে স্থান দান করেন মাত্র।

পার্গামাস জয়ের পর তুর্কেরা আপাততঃ যুদ্ধে বিরত হইল। বিজিত জনপদে সুশাসন প্রবর্ত্তন ও ভাবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে শান্তির

প্রয়োজন ছিল। ফলে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ রহিল। অপ্রত্যাশিতভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইয়া গ্রীক সম্রাটের আনন্দের সীমা রহিল না। অর্খান এই সময় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, শাসন ও সামরিক সংস্কার এবং মসজেদ, বিদ্যালয় ও বিরাট পূর্ত্ত-কার্য্য নির্ম্মাণে ব্যয় করিলেন। ব্রুসার মস্‌জেদ, কলেজ ও হাসপাতাল তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহার কলেজের অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া আরব ও পারস্যের প্রাচীন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেখানে ছুটিয়া আসিত। অর্খানের অনেক পূর্ত্তকার্য্য অদ্যাপি তাঁহার আড়ম্বর ও ধর্ম্ম-প্রাণতার সাক্ষ্য দান করিতেছে। এ কার্য্যে তিনি তাঁহার ভ্রাতা আলাউদ্দীনের নিকট আশাতীত সাহায্য পাইলেন। ইনিই তুরস্ক সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম উজীর আজম বা প্রধান মন্ত্রী ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

বড় বড় দিগ্বিজয়ী সাধারণতঃ বিজয়-মদে মত্ত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধের পর যুদ্ধ ও রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া যান। কিন্তু তুরস্কের প্রথম সোলতানেরা রাজ্য বিস্তারে যত উৎসুক ছিলেন, বিজিত জনপদের দৃঢ়তা সাধনের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল তদপেক্ষা অনেক বেশী। অন্যান্য বিজেতার সহিত তাঁহাদের চরিত্রের প্রধান পার্থক্যই এখানে। এই দূরদর্শী নীতিই এসিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক সাম্রাজ্যগুলির তুলনায় তুরস্ক সাম্রাজ্যের দীর্ঘ-স্থায়িত্বের মূল। অবশ্য এসিয়া মাইনরে তুর্ক জাতির সংখ্যাধিক্য ইহার অন্যতম কারণ।

অর্খান আলাউদ্দীনকে ধন ও রাজ্যাংশ গ্রহণের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন; কিন্তু পিতা তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যাওয়ায় আলাউদ্দীন তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ব্রুসার নিকটস্থ একটী গ্রামের রাজস্ব মাত্র গ্রহণ করিলেন। এরূপ নির্লোভ চরিত্র রাজবংশে

অতি দুর্লভ। অর্খান বলিলেন, "ভাই, তুমি যখন পশুপাল গ্রহণ করিলে না, তখন প্রজাপালক হও।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে উজীর নিযুক্ত করিলেন। তুর্ক ভাষায় উজীর শব্দের অর্থ ভারবাহী। আলাউদ্দীন বাস্তবিকই এই গুরুভার বহনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। উন্নত শাসন ও সামরিক সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি ওস্মানিয়া বংশের দিগ্বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া যান।

পূর্ব্বে তুর্কদের স্থায়ী সৈন্যদল ছিল না। যুদ্ধ আসন্ন হইলে দলপতির আদেশে যুদ্ধক্ষম পুরুষেরা আসিয়া অভিযানে বাহির হইত; যুদ্ধ-শেষে যাহারা জীবিত থাকিত, তাহারা স্বগৃহে ফিরিয়া যাইত। প্রত্যেক অভিযানেই এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইত। ইউরোপেও তখন একই নিয়ম প্রচলিত ছিল। রাজ্যবিস্তারের সহিত ইহা অচল হইয়া উঠিল। সাধারণতঃ আধুনিক ঐতিহাসিকদের ধারণা, ফ্রান্সের সপ্তম লুই গঠিত পনরটী যোদ্ধৃ-দলই প্রথম স্থায়ী বাহিনী। ইহা ঠিক নহে। তাঁহার পূর্ণ এক শতাব্দী পূর্ব্বে আলাউদ্দীন সর্ব্বপ্রথম আধুনিক প্রণালীতে সুগঠিত বেতনভোগী স্থায়ী পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠন করেন। *

খৃষ্টান জগতের কোন রাজারই তখন বেতনভোগী নিয়মিত পদাতিক বাহিনী ছিল না। † পদাতিক সৈন্যদলের নাম হইল পিয়াদা; গ্রীক, তুর্ক

* "He originated for the Turks a standing army of regularly paid and disciplined infantry and horse, a full century before Charles VII. of France..."—Creasy, 13.

† "...a regular body of infantry, in constant exercise and pay, was not maintained by any of the princes

উভয় জাতির লোকই ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হইত; যুদ্ধের জন্য তাহারা সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিত। তাহারা প্রথমে রাজকোষ হইতে প্রচুর বেতন পাইত; কিন্তু বিজিত জনপদ রক্ষায় যত্নবান করার জন্য পরে তাহাদিগকে ভূমি দান করা হয়। প্রয়োজনানুযায়ী যুদ্ধে যোগদান ও নিকটস্থ রাজপথ সংস্কার করা ছিল তাহাদের কর্ত্তব্য।

পিয়াদাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য অর্খান ও আলাউদ্দীন রাজ-আত্মীয় কারা খলীল এস্‌কান্দর আলীর পরামর্শে বিজিত খৃষ্টান পরিবার হইতে এক সহস্র সুশ্রী বালক লইয়া এক অভিনব সৈন্যদল গঠন করিলেন। তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এইরূপে সহস্র খৃষ্টান-সন্তান রাজ-সেবায় নিয়োজিত হইত। বন্দীতে না কুলাইলে সোলতান তাঁহার খৃষ্টান প্রজাদের মধ্য হইতে বাকী বালক সংগ্রহ করিতেন। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ মোহাম্মদের আমলে এই নিয়ম পরিত্যক্ত হয়। তখন হইতে সৈন্যদের সন্তানগণকেই সেনাদলে ভর্ত্তি করা হইত।

ইহাদিগকে অতি অল্প বয়সে ধর্ম্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতা-পিতার নিকট হইতে সরাইয়া নিয়া ইস্‌লামী নিয়মে ধর্ম্ম ও স্পার্টানদের ন্যায় কঠোর সংযমের সহিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। যাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ নিয়মানুবর্ত্তী হয় এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারে, তৎপ্রতি শিক্ষকদের প্রখর দৃষ্টি থাকিত। সাহস ও কার্য্য-দক্ষতা দেখাইতে পারিলে তাহাদের পুরস্কার লাভ ও পদোন্নতি স্থির-নিশ্চিত ছিল। দেশ, জাতি ও আত্মীয়-বান্ধবের সহিত সংস্রব না থাকায়

of Christendom."—Gibbon, Roman Empire (Chandos Classics), vol. iv. 386-7.

এবং মোটা মাহিনা ও নানাপ্রকার সুখ-সুবিধা লাভ করায় তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত হইত।

অর্থান তাঁহার সহস্র বালক-সৈন্যকে হাজী বেক্‌তাশ নামক এক বিখ্যাত দরবেশের নিকট লইয়া গিয়া তাহাদিগকে দোয়া করিতে ও তাহাদের নাম রাখিতে অনুরোধ করিলেন। দরবেশ আস্তিন গুটাইয়া সর্দ্দার-বালকের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "ইহাদের নাম হইবে জেনি সেরি। ইহাদের মুখ শ্বেত, বাহু দৃঢ়, তরবারি তীক্ষ্ণ ও বর্শা মারাত্মক হইবে। বিজয়ী না হইয়া কখনও ইহারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিবে না।" এইরূপে বিখ্যাত জেনিসেরি অর্থাৎ নব সৈন্যদল ও তাহাদের শাদা পশমী টুপীর উৎপত্তি। এই বিজ্ঞোচিত প্রতিষ্ঠান অনতিবিলম্বে সাম্রাজ্যের দৃঢ়তম ও বিশ্বস্ততম শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের জন্য জগতের আর কোন কূট রাজনীতিজ্ঞই অনুরূপ বাহিনী সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সে যুগের সামরিক বিদ্যায় তাহারা অবিসংবাদীরূপে শ্রেষ্ঠ ছিল।

পিয়াদা ও জেনিসেরি ব্যতীত তুর্ক বাহিনীতে একদল অনিয়মিত পদাতিক সৈন্য থাকিত। তাহাদের নাম ছিল আজব বা লঘু। শত্রুপক্ষের প্রথম আক্রমণ তাহারাই মাথা পাতিয়া লইত। তাহাদেরই মৃতদেহ মাড়াইয়া জেনিসেরিরা শেষ আক্রমণে অগ্রসর হইত। পদাতিকের ন্যায় অশ্বারোহীরাও নিয়মিত ও অনিয়মিত এই দুই দলে বিভক্ত হয়। নিয়মিত বা স্থায়ী অশ্বারোহীরা আবার চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। তাহারা সোলতানের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত, যুদ্ধে তাঁহার দেহরক্ষা করিত, রাত্রে রাজ-শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে তাহাদের তাঁবু পড়িত। তাহাদের সংখ্যা প্রথমে ২৪০০ ছিল; পরে অনেক বাড়িয়া

যায়। তাহাদের এক দলকে সিপাহী বলা হইত। তাহারাই আমাদের চির-পরিচিত সিপাহীদের আদি পুরুষ। এই স্থায়ী বেতনভোগী অশ্বারোহী বাহিনী ব্যতীত আলাউদ্দীন আর একদল অশ্বারোহী গঠন করেন। তাহারা পিয়াদাদের ন্যায় ভূমি পাইত। তাহাদের জমির খাজানা লাগিত না বলিয়া তাহাদিগকে মোসেল্লিমান বা নিষ্কর বলা হইত। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা জিয়ামেত বা বড় জায়গীর ও তিমার বা ক্ষুদ্র জায়গীর ভোগ করিতেন, সোলতানের আদেশ পাইলে তাঁহাদিগকেও অশ্বারোহণে যুদ্ধে ছুটিয়া আসিতে হইত। নিয়মিত ও জায়গীরদার সৈন্য ব্যতীত একদল অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তাহাদিগকে আকিঞ্জি (লঘু অশ্বারোহী) বলা হইত। তাহারা বেতন বা ভূমি পাইত না। আজবদের ন্যায় লুণ্ঠিত দ্রব্যই ছিল তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। কর্ম্মপটুতার গুণে তাহারা শীঘ্রই সিপাহী ও জেনিসেরিদের ন্যায় খৃষ্টান জগতের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রত্যেক প্রকারের সৈন্যগণ আবার শত, সহস্র প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। শত সৈন্যের অধিনায়ককে সুবাসি ও সহস্র সৈন্যের নেতাকে বিম্বাসি বলা হইত। সমগ্র বাহিনীর সেনাপতির উপাধি ছিল সঞ্জক বে।

সৈন্য-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-সৌকর্য্যেরও ব্যবস্থা হইল। গ্রীক আমলে লোকে কিছুতেই সুশাসনের আশা করিতে পারিত না। বিদেশী ভাড়াটিয়া বাহিনীর বেতন যোগাইতেই তাহাদের প্রাণান্ত হইত। অর্খানের দৃঢ় ও নিরপেক্ষ শাসনে আসিয়া গ্রীকেরা দেখিতে পাইল, তাহাদের কর-ভার পূর্ব্বাপেক্ষা লঘু, ধন-প্রাণ অনেক অধিক নিরাপদ; মোটের উপর স্বজাতীয় সম্রাটের শাসন-কাল অপেক্ষাও তাহাদের অবস্থা এখন উন্নত। কাজেই তাহারা নূতন শাসনের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান

হইয়া উঠিল। * বস্তুতঃ এভাবে প্রজাবর্গের চিত্ত জয় না করিতে না পারিলে কেবল দৈহিক বলে তুর্কেরা প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত এতগুলি জনপদ শাসন করিয়া আসিতে পারিত না। খৃষ্টানেরা নিজেরাই তাহাদের দয়া ও ন্যায়-বিচারের কথা স্বীকার করিত। †

* "The firm and equitable government of the Turk had produced a strong impression upon the Greeks of Asia, who found themselves better off, more lightly taxed, and far more efficiently protected, than they had been under the rule of the Byzantine Emperor...."

—Lane-poole, Turkey, 32.

† "...the Christians confessed the justice and clemency of a reign which claimed the voluntary attachment of the Turk of Asia."—Gibbon, vol. iv, 382.

অর্খান ও গ্রীক সম্রাটের মধ্যে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত শান্তি বিদ্যমান থাকিলেও খৃষ্টানদের সহিত তুর্কদের যুদ্ধ একেবারে বন্ধ থাকে নাই। অন্তর্বিবাদে মগ্ন হইয়া গ্রীকেরা নিজেরাই তাহাদের মৃত্যু ডাকিয়া আনে। লিডিয়া ও আয়োনিয়ার আমীরেরা নৌ-বহরের সাহায্যে ১৩৪১-৭ খৃষ্টাব্দে নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ ও ইউরোপের উপকূল লুণ্ঠন করেন। রাণী আইরেনির আকুল আহ্বানে আয়দিনের পুত্র আমীর ৩০০ জাহাজে ২৯০০০ সৈন্য লইয়া ইউরোপে উপস্থিত হন। অসভ্য বুলগারেরা তাঁহার হস্তে পরাজিত হইলে কৃতজ্ঞ রাণী তাঁহার মুক্তিদাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ক্যান্টাকুজেনি তখন পলাতক বলিয়া আমীর স্বামীর আগোচরে স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে সম্মত হইলেন না। সৈন্য-দিগকে পট্টাবাসে দুঃখকষ্টের ভিতর রাখিয়া নিজে প্রাসাদে বাস করিতেও তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি রাণী প্রেরিত মুল্যবান উপহার ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাটের সাহায্যার্থ তাঁহাকে আরও দুই বার ইউরোপে আগমন করিতে হয়। ইতোমধ্যে তুর্কদের সামুদ্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া পোপ, ভেনিস সাধারণ-তন্ত্র, সাইপ্রাসের রাজা ও রোড্সের সেণ্ট্ জনের নাইটেরা তাহাদের বিরুদ্ধে এক ক্রুসেড ঘোষণা করেন। স্মার্ণা দখল করিতে যাইয়া আমীর তাঁহাদের হস্তে নিহত হন।

এদিকে সম্রাট ক্যান্টাকুজেনি দেখিলেন, অর্খানের ন্যায় শক্তিশালী বন্ধু তাঁহার আর নাই। এই বন্ধুতা দৃঢ়তর করিবার জন্য তিনি ষষ্টি বর্ষ বয়স্ক সোলতানের সহিত মহাসমারোহে তাঁহার যুবতী কন্যা থিওডোরার বিবাহ দিলেন (১৩৪৬)। এই উপলক্ষে সম্রাট স্কুটারি গমন করিলেন।

অর্খান চারি পুত্র সহ তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া নিলেন। পর বৎসর রাজকন্যা পিত্রালয়ে গমনের অনুমতি পাইলেন। শ্বশুর-জামাতায় যথেষ্ট সদ্ভাব থাকিলেও এক অপ্রত্যাশিত কারণে শীঘ্রই তাঁহাদের মনোমালিন্য ঘটিল।

এই সময় ভেনিস ও জেনোয়া এই দুই সামুদ্রিক সাধারণ-তন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। ভেনিসিয়ানেরা সোলতানের বিরাগভাজন হওয়ায় তিনি জেনোয়াবাসীদের সহিত যোগদান করিলেন। কনষ্টান্টিনোপলের অন্যতম উপনগর গ্যালাটা জেনোয়ার অধিকারভুক্ত ছিল। অর্খান সেখানে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এই মিত্রতার ফলেই তুর্কেরা সর্ব্বপ্রথম ইউরোপ প্রবেশের সুবিধা পাইল। অর্খানের জ্যেষ্ঠপুত্র সোলায়মান পাশা এক জোড়া ভেলা ভাসাইয়া ৩৯ জন উৎকৃষ্ট সৈন্যসহ হেলেস্পণ্ট্ অতিক্রম করিলেন। আকস্মিক আক্রমণে জিম্পি দুর্গ তাঁহার হাতে আসিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিন হাজার তুর্ক সৈন্য আসিয়া উহা সুরক্ষিত করিয়া ফেলিল। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে জগতের ইতিহাসে এই বিখ্যাত ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়।

ক্যান্টাকুজেনি তখন তাঁহার জামাতা পেলিওলোগাসের সহিত যুদ্ধে এত বিব্রত ছিলেন যে, দৃশ্যতঃ এত সামান্য ব্যাপারের প্রতি নজর দেওয়ার অবসর তাঁহার ছিল না। তিনি বরং গৃহ-শত্রুর বিরুদ্ধে সোলতানের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ফলে আরও দশ হাজার তুর্ক সৈন্য আসিয়া সোলায়মানের দল পুষ্ট করিল। পেলিওলোগাস পরাজিত হইলেন ; কিন্তু তুর্কেরা ইউরোপে আসন গাড়িয়া বসিল।

সোলায়মান জিম্পি ত্যাগ করিলে ক্যান্টাকুজেনি তাঁহাকে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দানের প্রস্তাব করিলেন। শাহ্জাদা আপাততঃ তাহাতে

সম্মত হইলেন। কিন্তু আর এক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে থ্রেসের নগরাবলী বিধ্বস্ত হইল। গ্যালিপোলির দুর্গ-প্রাচীরাদি ভূমিসাৎ হইলে ভয়ার্ত্ত অধিবাসীরা গৃহ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। ধ্বংস-স্তূপের উপর দিয়া সোলায়মানের সেনাপতি অজি বে ও ঘাসি কামিল নগরে ঢুকিয়া পড়িলেন। বিধ্বস্ত প্রাচীরাদির সংস্কার করিয়া তাঁহারা শীঘ্রই থ্রেসান চার্সোনিজের অন্যান্য স্থান দখলে আনিলেন। গ্যালিপোলির নিকটস্থ প্রান্তর অদ্যাপি অজির নামে পরিচিত। তুর্ক সেনাপতিদ্বয়ের সমাধি আজিও নগরে দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রীরা এখনও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য সেখানে গমন করিয়া থাকেন।

সম্রাট বৃথাই ইহার প্রতিবাদ করিলেন। অর্খান উত্তর দিলেন, খোদাতা'লা স্বয়ং তাঁহার হাতে নগর তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি এত স্পষ্ট সঙ্কেত উপেক্ষা করেন কি করিয়া? এক জামাতা তখনও সায়েস্তা হন নাই। কাজেই সম্রাটকে অপর জামাতার এই জওয়াবে তৃপ্ত থাকিতে হইল। অবশ্য বিজিত জনপদ প্রত্যর্পণের জন্য অর্খান কয়েকটী প্রস্তাব উঠাইলেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। গৃহ-যুদ্ধের দরুণ শ্বশুর ও জামাতা প্রত্যেকেই তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। অর্খান এই সুযোগে আরও জাঁকিয়া বসিলেন।

১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে তেত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর পঁচাত্তর বৎসর বয়সে অর্খানের মৃত্যু হইল। তাঁহার বড় আশা ছিল, সোলায়মান ওস্মানিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু অকস্মাৎ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সোলায়মান যেখানে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি

স্থাপন করিয়া যান, সোলতানের আদেশে সেখানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। অর্খানের আমলে কেবল যে তুরস্ক সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শাসন ও সামরিক সংস্কারই সাধিত হয়, এমন নহে; তিনি এসিয়ার অনেক সুসমৃদ্ধ জনপদ করতলগত করিয়া হেলেস্পন্টের পশ্চিম তীরে অর্দ্ধ-চন্দ্র উড়াইয়া যান। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মুরাদ শীঘ্রই উহা দানিয়ুব-তট পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। ইউরোপে তিনি আমুরাথ নামে পরিচিত।

মুরাদ সিংহাসনে বসিবার অব্যবহিত পরেই কারামনিয়ার রাজা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া দিলেন। সহজেই ইহা দমন করিয়া নূতন সোলতান সদলবলে হেলেস্পণ্ট্ অতিক্রম করিলেন (১৩৬০)। গ্রীকদের অধিকৃত বহু সংখ্যক স্থান ব্যতীত ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে মহানগরী আদ্রিয়ানোপল তাঁহার দখলে আসিল। এখন হইতে উহাই তুরস্ক সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল। অল্পদিন পরে সাগ্রা ও ফিলিপোপোলিস মুরাদের হাতে আসিল। ফলে থ্রেস ও মাসিডোনিয়া বা বর্ত্তমান রুমেলিয়ার এক বৃহদংশ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে রাগুসা সাধারণ-তন্ত্রের সহিত মুরাদের এক বাণিজ্য-সন্ধি হইল। শর্ত্তানুসারে উহার রক্ষার ভার তাঁহার হাতে আসিল। কলমের অভাবে তিনি খালি হাতে কালী মাখাইয়া সোলেহ্-নামায় দস্তখৎ করেন। ইহা হইতেই তুগ্রা বা সোলতানের সাঙ্কেতিক লেখার উৎপত্তি। এই সময় হইতে তুরস্কের মুদ্রা ও সরকারী দলীল-দস্তাবেজে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়।

সম্রাট পেলিওলোগাস চারি পুত্র সহ হীনতা স্বীকার করিয়া মুরাদের দরবারে ধন্না দিতে আরম্ভ করায় তিনি আর তাঁহার রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। এখন হইতে দানিয়ুব ও আদ্রিয়াতিকের মধ্যবর্ত্তী

জনপদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ফলে সার্ভিয়া, বোস্‌নিয়া, হাঙ্গেরী ও ওয়ালেচিয়ার যুদ্ধ-প্রিয় জাতিগুলির সহিত তুর্কদের সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। গ্রীক ব্যতীত ইউরোপের সমস্ত জাতিই রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান। গ্রীকেরা ক্যাথলিকদের ন্যায় যিশু, মেরী বা সেণ্ট্‌দের মূর্ত্তি পূজা করিত না। ক্যাথলিকেরা তজ্জন্য তাহাদিগকে ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া মনে করিত। যে পর্য্যন্ত তুর্কেরা তাহাদের মুণ্ডপাত করিতেছিল, ক্যাথলিক ধর্ম্মগুরু পোপ সে পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহারা রোমান ক্যাথলিক সীমান্তে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার মাথায় টনক পড়িল। পোপ পঞ্চম আর্‌বান 'অবিশ্বাসী' তুর্কদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের রাজা প্রথম লুই সার্ভিয়া, বোস্‌নিয়া ও ওয়ালেচিয়ার রাজগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে মিত্র বাহিনী তুর্কদিগকে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া মারিজা নদী উত্তীর্ণ হইল। আদ্রিয়ানোপল হইতে মাত্র দুই দিনের পথ দূরে গিয়া তাহারা তাঁবু ফেলিল। মুরাদের সেনাপতি লালা শাহিনের সৈন্যসংখ্যা খৃষ্টানদের অর্দ্ধেকও ছিল না। জয়লাভ নিশ্চিত ভাবিয়া খৃষ্টানেরা কোনই সাবধানতা অবলম্বন করিল না। এক রাত্রে তাহারা যখন মহোৎসবে মত্ত, তখন লালা শাহিন সহসা তাহাদের উপর আপতিত হইলেন। খৃষ্টানেরা পলাইতে গিয়া মারিজা নদীতে ডুবিয়া মরিল।

তুর্কেরা আপাততঃ শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান-রাজ্যে অভিযান পাঠাইবার জন্যও যোগাড়-যন্ত্র চলিতে লাগিল। কনষ্টাণ্টিনোপলের অব্যবহিত চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগ ব্যতীত সমগ্র থ্রেস ইতঃপূর্ব্বেই তাহাদের হস্তগত হয়। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা

ক্যাভালা, সেরেজ ও অন্যান্য স্থান গ্রীকদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ফলে মাসিডোনিয়ার অধিকাংশই তাহাদের দখলে চলিয়া গেল।

এইরূপে প্রায় বলকান পর্ব্বত-মালা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে তুর্ক বাহিনী উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল। বলকান অতিক্রম করিয়া তাহারা সুদৃঢ় নিসা (Nissa) নগর আক্রমণ করিল। পঁচিশ দিন অবরোধের পর কনষ্টাণ্টাইনের জন্মভূমি তুর্কদের নিকট দ্বার খুলিয়া দিল। স্বরাজ্যের কেন্দ্রভাগে আক্রান্ত হওয়ায় সার্ভিয়ার রাজা (Despot) সন্ধি ভিক্ষা করিলেন। বার্ষিক সহস্র পাউণ্ড (প্রায় আধ সের) রৌপ্য কর দান ও তুর্ক বাহিনীতে সহস্র অশ্বারোহী যোগাইবার অঙ্গীকারে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। বুলগেরিয়ার রাজা (Kral) সিস্‌ভানের ঘটে কিছু বেশী বুদ্ধি ছিল। তুর্কেরা তাঁহার রাজ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি বিনীত-ভাবে শান্তি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু অর্থ অপেক্ষা সোলতানকে কন্যাদান করাই তাঁহার অধিকতর মনঃপুত হইল। পোপ ও ক্যাথলিক জগতের সাহায্য লাভের আশায় গ্রীক সম্রাট নিজের ধর্ম্ম-মত পরিবর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু মতান্তর গ্রহণ করিয়াও তিনি কাহারও নিকট কোন সাহায্য পাইলেন না। নিরুপায় হইয়া হতভাগ্য সম্রাট নিজকে মুরাদের জায়গীরদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ছয় বৎসর পর্য্যন্ত মুরাদ যুদ্ধে বিরত রহিলেন। এই সময় তিনি অশ্রান্তভাবে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে ব্যয় করিলেন। ফলে সামরিক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও জায়গীর-প্রথার পূর্ণতা সাধিত হইল। যুদ্ধকালে এক বা একাধিক অশ্বারোহী দিয়া সাহায্য করিবে এই শর্ত্তে মোসলমানেরা বিজিত জনপদে জায়গীর পাইল। লাল বর্ণের পতাকা এখন হইতে ওস্মানিয়াঁ বাহিনীর জাতীয় পতাকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। খৃষ্টান প্রজাদের সাহায্যে তিনি আয়নাক নামে একদল অনুচর গঠন করিলেন। আস্তাবল পরিষ্কার রাখা, শিবির খাটান, মাল-গাড়ী চালান প্রভৃতি হইল ইহাদের কাজ।

এই শান্তির মধ্যেও মুরাদ রাজ্য-বিস্তারে পরাঙ্মুখ হইলেন না। অবশ্য এজন্য তিনি তরবারি হাতে লইলেন না। কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি তরবারি অপেক্ষা কম ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইল না। তিনি তাঁহার কন্যা নিফিসাকে কারামনিয়ার শক্তিশালী ভূপতির সহিত বিবাহ দিলেন। কার্ম্মিয়ানের রাজকন্যার সহিত মহা আড়ম্বরে ব্রুসায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজিদের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইল। আয়দিন, মেন্তেসা ও অন্যান্য রাজ্য হইতে প্রতিনিধি আসিলেন; মিসরের সোলতান দূত পাঠাইলেন। তাঁহারা আরবী অশ্ব, রেশমী বস্ত্র, মণি-মুক্তা-খচিত পাত্র ও স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসন ভরিয়া আশ্‌রফি নজর আনিলেন। ক'নে পিতৃরাজ্যের অধিকাংশ বিবাহে যৌতুক পাইলেন। সোলতান সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যই মেহ্‌মানদিগকে উপহার দিলেন; কেবল কার্ম্মিয়ান ও অন্যান্য দুর্গের চাবিগুলি নিজে রাখিলেন। কিছুদিন পরে তিনি হামীদের

অধিপতির নিকট হইতে তাঁহার রাজ্য ক্রয় করিয়া লইলেন। ফলে দশটী সেলজুক রাজ্যের মধ্যে চারিটীই ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। বাকী ছয়টী জয়ের ভার বায়েজিদের উপর রহিল।

পেলিওলোগাস মুরাদের বশ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহাকে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণা করিতেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি বহু অর্থ ব্যয় ও কষ্ট সহ্য করিয়া রোমে গিয়া আর একটী ক্রুসেড ঘোষণা করার জন্য পোপকে বিনীত অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার দীনতা-হীনতা স্বীকারেও পোপের মন গলিল না। পাছে বা মুরাদের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি তাঁহার তৃতীয় পুত্র থিওডোরাসকে ওসমানিয়া দরবারে প্রেরণ করিলেন। তিনি বিনীতভাবে তুর্ক বাহিনীতে চাকুরী করার অনুমতি প্রার্থনা করায় মুরাদের ক্রোধ জল হইয়া গেল। এই সময় সম্রাটের অপর পুত্র এণ্ড্রোনিকাস ও সোলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৌদজির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। ইহার পরিণাম অত্যন্ত বিষময় হইল। উভয় রাজপুত্রেরই ধারণা ছিল, পিতা তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া অন্যান্য ভ্রাতাকে না-হক্ আদর করিতেছেন। এসিয়ায় এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মুরাদ সৌদজির উপর ইউরোপীয় তুরস্কের ভার দিয়া আদ্রিয়ানোপল ত্যাগ করিলেন। এই সুযোগে উভয় রাজপুত্র একযোগে বিদ্রোহের নিশান উড়াইয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়াই মুরাদ ত্বরিত গতিতে ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করিয়া গ্রীক সম্রাটকে পুত্রের আচরণের কৈফিয়ৎ দানের জন্য হুজুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত করার জন্য বিদ্রোহী পুত্রের চক্ষু উৎপাটনে সম্মত হইলেন। অচিরে বিদ্রোহীদের শিবিরের নিকট মুরাদের তাঁবু পড়িল। উভয় বাহিনীর মধ্যে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ছিল। রাত্রিকালে মুরাদ একাকী অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিয়া উহার

জলে ঝাপাইয়া পড়িলেন। পর পারে পৌছিয়া তিনি বিদ্রোহী সৈন্যগণকে তাঁহার সহিত যোগদান করার জন্য আহ্বান করিলেন। পুরাতন প্রভুর চির-পরিচিত স্বর শ্রবণ করিয়া সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল। সোলতান তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। রাজপুত্রেরা অল্প কয়েক জন তুর্ক সৈন্য ও যুবক গ্রীক-অভিজাত লইয়া ডিডিমোটিকা শহরে পলাইয়া গেলেন। সোলতান উহা অবরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য করিলেন। সৌদজির চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে ফাঁসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত করা হইল। গ্রীক অভিজাতেরা রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় মারিজা নদীতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অতঃপর মুরাদ এণ্ড্রোনিকাসকে শাস্তিদানের জন্য গ্রীক সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পেলিওলোগাস পুত্রের চক্ষে উত্তপ্ত সির্কা ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার এক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত রহিল।

কারামনের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এসিয়া মাইনরের তুর্ক জাতির প্রাধান্য লাভের জন্য ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে এই দুই শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যে বিবাদ বাধিল। ক্রমে উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হইল। বায়েজিদ বিদ্যুদ্গতিতে পুনঃ পুনঃ ভীষণভাবে শত্রু পক্ষের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে শোচনীয়রূপে পরাভূত করিলেন। ফলে এই সময় হইতে তিনি ইতিহাসে ইল্‌দিরিম বা বিদ্যুৎ নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার উপাধি বিখ্যাত বীর হানিবলের পিতা হামিল্‌কার বার্কার কথা অনেকটা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পরাজিত হইলেও স্ত্রীর মধ্যবর্ত্তিতায় কারামন-রাজের রাজ্য ও মস্তক দুইই রক্ষা পাইল। তবে তাঁহাকে সোলতানের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। সৈন্যদিগকে বিদায় দিয়া মুরাদ বিশ্রাম লাভের জন্য ব্রুসায় গমন

করিলেন। তাঁহার এক সেনাপতি তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী তেক্কি রাজ্য আক্রমণে প্রলুব্ধ করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "সিংহ মক্ষিকা শিকার করে না।" কিন্তু পশ্চিম সীমান্তে সিংহনাদ শ্রুত হওয়ায় বৃদ্ধ সিংহকে শীঘ্রই বিশ্রাম ত্যাগ করিতে হইল।

১৩৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র প্রাচীন থ্রেস ও বর্ত্তমান রুমেলিয়া তুর্কদের হস্তগত হয়; ইহার বাহিরেও কয়েকটী প্রয়োজনীয় স্থান তাহাদের দখলে আসে। তাহারা চিরাচরিত নিয়মে এ সকল স্থানে তুর্ক ও আরব উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে। ইহাকে ভাবী সংগ্রামের লক্ষণ মনে করিয়া সার্ভিয়া, বুলগেরিয়া ও বোস্নিয়ার স্লাভেরা তুরস্কের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করিল। পোল্যাণ্ডের স্লাভেরা তাহাদিগকে সৈন্য পাঠাইল। আল্‌বেনিয়ার স্কিপেটার এবং ওয়ালেচিয়ার অদ্ধ-রোমান অধিবাসীরাও তাহাতে যোগ দিল। তুর্কদের জ্ঞাতি হইলেও হাঙ্গেরীর ম্যাগিয়ারেরা বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিল। সার্ভিয়া হইল এই ক্রুসেডের নেতা। তুর্কদের ইউরোপ আক্রমণের পূর্ব্বে সার্ভিয়া-রাজ ষ্টিফেন বেলগ্রেদ হইতে মারিজা নদী এবং কৃষ্ণসাগর হইতে আড্রিয়াতিক সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। এমন কি তিনি 'রুমেলিয়ানদের সম্রাট ও খৃষ্ট-ভক্ত মাসিডোনীয় জার' উপাধি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন। কাজেই তিনি যে এই প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বৈচিত্র কি?

বুলগেরিয়া ও বোস্নিয়াই প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এক দল তুর্ক সৈন্য বোস্নিয়ার ভিতর দিয়া গমন করিতেছিল। ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে মিত্র-শক্তি তাহাদের ঘাড়ে পড়িল। বিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে পাঁচ

হাজার মাত্র কোনরূপে রক্ষা পাইল। মুরাদ এই সময় রুমেলিয়া রক্ষার ব্যবস্থায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি এই অপমান নীরবে হজম করিতে পারিলেন না। বুলগেরিয়া-রাজ সিস্‌ভান এ পর্য্যন্ত মিত্রতার ভাণ দেখাইয়া হঠাৎ শত্রুপক্ষে যোগদান করায় তাঁহার প্রতিই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রুষ্ট হইলেন। সেনাপতি আলী পাশা ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে বলকান পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। স্তমলা তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল; তির্ণোভা ও প্রভাদি তাঁহার হস্তগত হইলে সিস্‌ভান নিকোপোলিসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তুর্কেরা উহা অবরোধ করিলে রাজা শান্তি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। কথা হইল, তিনি সোলতানকে নিয়মিত করদান করিবেন এবং সিলিষ্ট্রিয়া ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু তিনি শর্ত্ত পালন না করায় পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। তুর্কেরা সুদৃঢ় রিজা ও হিরস্কোভা দুর্গ অধিকার করিয়া নিকোপোলিস অবরোধ করিলে রাজা বিনা শর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল, কিন্তু বুলগেরিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। ফলে তুর্ক সীমান্ত দানিয়ুব নদী-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

একটী মাত্র যুদ্ধেই পনর হাজার তুর্ক নিধন করিয়া মিত্রশক্তির তেজে ভাটা পড়িয়া যায়। উদ্যোগী মুরাদ যখন বুলগেরিয়া জয় করিতেছিলেন, তাঁহারা তখন নিষ্কর্ম্মার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সিস্‌ভানের পতনের পর সার্ভিয়ার রাজা লাজারাস সচল হইয়া উঠিলেন। মিত্রশক্তির এত সৈন্য তাঁহার অধীনে সমবেত হইল যে, তিনি মুরাদকে প্রকাশ্য যুদ্ধে আহ্বান করিয়া কসোভো প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ইতোমধ্যে সোলতান স্বয়ং তুর্ক বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া তিনি মিত্রশক্তির

সম্মুখীন হইলেন। বিপক্ষের সৈন্য-সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, মুরাদ সারা রাত নামাজ পড়িয়া ও খোদাতা'লার নিকট সাহায্য চাহিয়া কাটাইলেন।

২৭শে আগষ্ট উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। লাজারাস মিত্র-বাহিনীর মধ্যভাগ, তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র ব্রাঙ্কোভিচ দক্ষিণ বাহু ও বোস্নিয়ার রাজা ভার্কো বাম বাহু পরিচালনার ভার লইলেন। তুর্ক বাহিনীর কেন্দ্র ভাগ স্বয়ং মুরাদের, দক্ষিণ পার্শ্ব শাহ্জাদা বায়েজিদের ও বাম পার্শ্ব শাহ্জাদা এয়াকুবের অধীনে স্থাপিত হইল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত রহিল। একবার তুর্ক বাহিনীর বাম পার্শ্বস্থ এসিয়ার সৈন্যেরা সার্ভিয়া ও বোস্নিয়ার সৈন্যদের পরাক্রমে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উপক্রম করিল; কিন্তু বায়েজিদ বিদ্যুৎ-গতিতে দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সৈন্য সাহায্য লইয়া আসায় বিপদ কাটিয়া গেল। এক ভীষণ গদা হাতে লইয়া তিনি উন্মাদের ন্যায় শত্রু দলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এমন সময় এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল। মিলোশ কবিলোভিশ নামে এক সার্ভিয়ান যোদ্ধা গোপনীয় কথা বলিবার ভাণে মুরাদের নিকট গিয়া হঠাৎ তাঁহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। দেহরক্ষীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, কিন্তু সে তিন বার নিজকে ছাড়াইয়া নিয়া শেষে জেনিসেরিদের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

আঘাত মারাত্মক হইলেও মুরাদের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে তাঁহার নেতৃহীন সৈন্যেরা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইল। তিনি তাঁহার দেহরক্ষিগণকে শত্রুপক্ষের উপর আপতিত হইতে আদেশ দান করিলেন। এবার বিপক্ষ বাহিনী পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। তুর্কেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বহু লোককে নিহত করিল। স্বয়ং লাজারাস তাহাদের হাতে বন্দী হইলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া সোলতান মুরাদ চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। প্রাচীন গ্রীসের

হার্ম্মোডিয়াশ, বর্ত্তমান ফ্রান্সের কার্লোঁ ফোর্ডে ও ভারতের কোন কোন সন্ত্রাসবাদীর ন্যায় গুপ্তঘাতক মিলোশ সার্ভিয়ার জাতীয় বীর বলিয়া পরিগণিত হইল।

নোলেস তাঁহার তুরস্কের ইতিহাসে বলেন, "তুর্ক সোলতানদের মধ্যে মুরাদের ন্যায় আর কেহই বিধর্ম্মী দলনে এত উৎসাহ দেখান নাই। এই সাহসী বীরপুরুষ তাঁহার প্রত্যেকটী অভিযানেই সফলকাম হন। ক্রয়, বিবাহ ও অস্ত্রবলে তিনি এসিয়ায় তাঁহার রাজ্যসীমা অনেক বর্দ্ধিত করেন। গ্রীক ভূপতিদের অনৈক্য ও ভীরুতার ফলে থ্রেস বা রুমানিয়ার এক বৃহদংশ তাঁহার পদানত হয়। কনষ্টাণ্টিনোপলের বাহিরে গ্রীক সম্রাটের হাতে থ্রেসের অতি সামান্য অংশই অবশিষ্ট ছিল। বস্তুতঃ মুরাদ তাঁহাকে সাম্রাজ্যহীন সম্রাটে পরিণত করিয়া যান। বুলগেরিয়ার অধিকাংশ জয় করিয়া তিনি সার্ভিয়া, বোস্‌নিয়া ও মাসিডোনিয়ায় প্রবেশ করেন। তিনি যুগপৎ সদাশয় ও কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে যেমন ভালবাসিত, তেমন ভয়ও করিত। তিনি কথাবার্ত্তা খুব কম বলিতেন। অন্যে তাঁহার মনোভাব সহজে জানিতে পারিত না। একত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি নিহত হন। বায়েজিদ তাঁহার শব ব্রুসায় নিয়া মহা সমারোহে শহরের পশ্চিমাংশে এক মনোরম মন্দিরে সমাহিত করেন।"* কসোভো প্রান্তরে যেখানে তিনি দেহত্যাগ করেন, সেখানেও একটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। গিবন বলেন, "তাঁহার মেজাজ নরম ছিল; তিনি সাধারণ পোষাক পরিতেন এবং গুণ ও বিদ্যার আদর করিতেন।"

*Knolles and Rycant, Turkish History, Vol. i, 139.

ক্যাথলিক ক্রুসেড

কসোভোর রণ-ক্ষেত্রেই সৈন্যেরা বায়েজিদকে সোলতান বলিয়া সালাম করিল। তাঁহার ভ্রাতা এয়াকূব সারা দিন বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সোলতানৎ পাইয়াই বায়েজিদ তাঁহাকে ধৃত ও নিহত করিলেন। এখন হইতে ভ্রাতৃহত্যা ওস্মানিয়া সোলতানদের অবধারিত নীতি হইয়া দাঁড়াইল। সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, এমন কোন পুরুষ ওয়ারিস্‌কেই তাঁহারা জীবিত রাখিতেন না। ইহার নিষ্ঠুরতা সর্ব্ববাদী-সম্মত। কিন্তু ইহাতে ইপ্সিত ফল লাভ হইত। পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে তুরস্কে আত্মীয়দের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ দেখা দেয় নাই বলিলেই হয়।

কসোভোর যুদ্ধের পর বায়েজিদ ভিদিনের দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ মুখে ফিরিলেন। কাবাটোভার মূল্যবান রৌপ্যখনি দখলে আনিয়া তিনি উস্‌কুবে একটী উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। লাজারাসের পুত্র ষ্টিফেন শান্তির জন্য ব্যগ্র ছিলেন। ফলে উভয় পক্ষে এক সন্ধি হইল। সার্ভিয়া-রাজ এখন হইতে সোলতানের জায়গীরদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তিনি রৌপ্যখনির একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ তাঁহাকে বার্ষিক কর দিতে এবং প্রত্যেকটী অভিযানে স্বয়ং সোলতানের পক্ষে যুদ্ধ করিতে স্বীকার করিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে প্রভুর করে স্বীয় ভগিনীও সমর্পণ করিতে হইল। সমসাময়িক খৃষ্টানদের ন্যায় ষ্টিফেন কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। নিকোপোলিস ও আঙ্গোরার মহাযুদ্ধে তিনি ভগ্নীপতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শত্রু দলন করেন। এরূপ বিশ্বস্ততা সেকালের খৃষ্টান জগতে নিতান্ত দুর্লভ। তিনি বাস্তবিকই সোলতানকে

নিজের আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন। বায়েজিদও নব-পরিণীতা পত্নী লেডী ডেস্‌পিনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। তাঁহার অনুরোধে তিনি ষ্টিফেনকে সেমেন্দ্রিয়া ও কলম্বিয়াম্ দুর্গ ছাড়িয়া দেন।

সফলতার সহিত সার্ভিয়া-যুদ্ধ শেষ করিয়া বায়েজিদ এসিয়ায় গমন করিলেন। নিকটবর্ত্তী রাজারা তাঁহাকে কিছু কিছু রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যুতের ন্যায় পুনরায় ইউরোপে আপতিত হইলেন। পর বৎসর ওয়ালেচিয়ার রাজা মাইরচি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শত শত বৎসরেও উহার অধীনতা-পাশ আর বিচ্ছিন্ন হয় নাই। হাঙ্গেরীর সাহায্যে বোস্‌নিয়া সোলতানকে বাধা দান করিল। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর রাজা সিগিস্‌মাণ্ড্ বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিয়া কিছু সুবিধা লাভ করিলেন; কিন্তু শেষে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে বিতাড়িত হইলেন।

খৃষ্টানদের সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় কারামনের রাজা হঠাৎ বায়েজিদের এসিয়াস্থ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ওস্‌মানিয়া বাহিনী তাঁহার হস্তে পরাজিত হইল; সোলতানের প্রতিনিধি তাইমুরতাশ বন্দী হইলেন। সংবাদ পাইয়া বায়েজিদ ভীষণ ঘূর্ণী-বাত্যার ন্যায় এসিয়া মাইনরে আপতিত হইলেন। তাঁহার আগমনে যুদ্ধের গতি বদ্‌লিয়া গেল। কারামন-রাজ পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। সোলতান তাঁহাকে তাইমুর তাশের হস্তে অর্পণ করিলেন। ক্রুদ্ধ সেনাপতি প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই দুর্ভাগ্য ভূপতিকে হত্যা করাইলেন। বায়েজিদ প্রথমে বিরক্ত হইলেও শেষে তাইমুর তাশকে ক্ষমা করিলেন।

কারামনের পতনের পর সমগ্র দক্ষিণ এসিয়া মাইনর বায়েজিদের অধীনতা স্বীকার করিল। অতঃপর তিনি পূর্ব্ব ও উত্তরাঞ্চলে সৈন্য

পাঠাইলেন। একে একে সিবাস (সেবাস্তে) কাস্তেমোনি, শাম্সুন ও আমাসিয়া তাঁহার দখলে আসিল। এইরূপে সমগ্র রুম রাজ্য বায়েজিদের পদানত হইলে মিসরের আব্বাসিয়া খলীফা তাঁহাকে সোলতান উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন। অবশ্য বৃটিশ যাদুঘর ও অন্যান্য স্থানে রক্ষিত মুদ্রা হইতে দেখা যায় যে, অর্খান ও মুরাদও এই উপাধি গ্রহণ করেন। তবে বায়েজিদের বেলায় ইহা ইস্লামের নাম-মাত্র ধর্ম্ম-গুরুর বাহ্য অনু-মোদন লাভ করিল, এই পার্থক্য।

বিজয় লাভে গর্ব্বিত হইয়া বায়েজিদ বিলাস-ব্যসনে গা ভাসাইয়া দিলেন। খৃষ্টান পত্নী ও সেনাপতি আলী পাশার প্রভাবে পড়িয়া তিনি মদ্যপান অভ্যাস করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোন তুর্ক সোলতানই এ বিষয়ে কোরানের আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত অমিতাচারেও তাঁহার তেজঃ-বীর্য্য হ্রাস পাইল না। তাঁহাকে ন্যায়তঃ ইল্দিরিম বলা হইত। তাঁহার বিরুদ্ধে এক নূতন অদম্য রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে সংবাদ পাইয়াই তিনি যাবতীয় বিলাসিতা ও অলসতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে বস্ফোরাস অতিক্রম করিয়া বজ্রের ন্যায় ইউরোপে পতিত হইলেন। তুর্ক জাতির বিশেষত্বই এই যে, তাহা-দিগকে যতই অলস ও মাতাল বলিয়া মনে হউক না কেন, হাতে তরবারি দিলেই তাহারা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে পারে। বীরত্ব তাহাদের অন্তর্জাত গুণ বলিয়া মনে হয়।

ইউরোপে বাস্তবিকই যে বিরাট সঙ্ঘ গঠিত হইতেছিল, তাহাতে যে কোন ভূপতির পক্ষে আতঙ্কিত হওয়ার কথা। সিগিস্মাণ্ড তাঁহার পরাজয়ের অপমান সহজে পরিপাক করিতে পারিলেন না। তদুপরি কসোভোর পরাজয় ও সার্ভিয়ার লাঞ্ছনা সকলেরই বুকে বাজিতেছিল।

গ্রীক সম্রাট ও বল্‌কানের ভূপতিরা গ্রীক চার্চ্চের লোক বলিয়া পোপ ও পশ্চিম ইউরোপ তাঁহাদের বিপদে উচ্চবাচ্য করেন নাই। সিগ্নিস্‌মাণ্ড লাটিন বা ক্যাথলিক চার্চ্চ-ভুক্ত। কাজেই তাঁহার পরাজয়ে তাঁহাদের মনে ব্যথা লাগিল। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে পোপ নবম বোনিফেস তুর্কদের বিরুদ্ধে এক ক্রুসেড ঘোষণা করিলেন। যাহারা ইহাতে যোগদান করিবে, তাহাদের প্রত্যেকেই স্বর্গ-গমনের ছাড়-পত্র লাভের অঙ্গীকার পাইল। ইউরোপের সমস্ত দেশে সৈন্য সংগ্রহের জন্য দূত ছুটিল। সকলেই ধর্ম্ম-গুরুর আহ্বানে অল্প-বিস্তর সাড়া দিলেন। বার্গাণ্ডীর ডিউকের পুত্র নেভার্সের কাউন্টের অধীনে ফ্রান্স-রাজ তাঁহার উৎকৃষ্ট সৈন্যসমূহ প্রেরণ করিলেন। রাজার তিন জন খুল্লতাত ভ্রাতাও অনেক খ্যাতনামা বীর লইয়া এই সঙ্গে চলিলেন। জার্ম্মানীতে পৌছিলে হোহেনজোলার্ণের কাউণ্ট ফ্রেডারিক তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। প্যালাটিনের ইলেক্টর ব্যাভেরিয়া হইতে এক দল নাইট লইয়া আসিলেন। রোড্‌স হইতে সেণ্ট্ জনের নাইটদের গ্র্যাণ্ড্ মাষ্টার ও ষ্টাইরিয়া হইতে চিলীর কাউণ্ট শক্তিশালী বাহিনী সহ উপস্থিত হইলেন। পশ্চিম হাঙ্গেরী ও বলকানের বাহির হইতে সর্ব্বশুদ্ধ দশ, বার হাজার প্রবীণ যোদ্ধা একত্র হইল। সিসিস্‌মাণ্ড্ স্বরাজ্য হইতে যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ওয়ালেচিয়ার মাইরচী ও বুলগেরিয়ার সিস্‌ভানকেও তিনি দলে আনিতে সমর্থ হইলেন।

করদ রাজাদের মধ্যে কেবল সার্ভিয়ার ষ্টিফেনই সন্ধি ভঙ্গ করিলেন না। এই অপরাধে মিত্রশক্তি নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন ও উৎসন্ন করিলেন। তুর্কদের হাত হইতে তাঁহারা দানিয়ূব সীমান্তের ভিদিন কাড়িয়া লইলেন। পাঁচ দিন অবরোধের পর অর্সোভা আত্ম-সমর্পণ

করিল। রাকোর সৈন্যেরা অস্ত্রত্যাগ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেও তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। ক্রেসী বলেন, "পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শন না করার অপরাধে কেবল তুর্কেরাই দায়ী নহে। প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টান জাতিদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলেও বিজিত শত্রুকে হত্যাকাণ্ডের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য কোন আইন বা যুদ্ধ-নীতিই এ যাবৎ স্বীকৃত হয় নাই। সাধারণতঃ শুধু হত্যার প্রতি বিরক্তি বা ক্লান্তি বশতঃ অথবা মুক্তিপণের আশায়ই তাহাদের জীবন রক্ষা করা হইত।"

রাকোর হত্যাকাণ্ডের পর মিত্রশক্তি নিকোপোলিস অবরোধ করিলেন। জল ও স্থল পথে ছয় দিন পর্য্যন্ত আক্রমণ চলিল। তথাপি সাহসী দুর্গাধ্যক্ষ যোগলান বে আত্ম-সমর্পণ করিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বায়েজিদ এত বড় প্রয়োজনীয় দুর্গের উদ্ধারের জন্য নিশ্চিতই চেষ্টা করিবেন। সোলতান বাস্তবিকই তখন বস্ফোরাস অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে সেদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবেন, এ ধারণা খৃষ্টানদের মনেও স্থান পাইল না। তাহারা প্রচার করিল, তিনি সমুদ্র অতিক্রম করিতেই সাহসী হইবেন না; আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাহারা তাহা বর্ষাগ্রে ধারণ করিতে পারিবে, বায়েজিদ ত কোন ছার। দানিয়ুবের পথে জাহাজে জাহাজে নারী ও মদ আসিয়া পৌঁছিল। খৃষ্টান বীরেরা তাহা লইয়া মশ্‌গুল রহিলেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর দূতেরা যখন সংবাদ আনিল, সোলতান মাত্র ছয় ঘণ্টার পথ দূরে, তাঁহারা তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। সংবাদ-দাতারা মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে বলিয়া জনৈক সেনাপতি এমন কি তাহাদের কান কাটিয়া দেওয়ারও প্রস্তাব করিলেন।

এই সকল বীরত্ব-বাণী বায়েজিদের কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, রোমের সেন্ট্ পিটারের গির্জ্জার বেদীতে ঘোড়া বাঁধিয়া তবে ক্ষান্ত হইবেন। দেখিতে দেখিতে আজব ও আকিঞ্জিরা শত্রু শিবিরের নিকট উপস্থিত হইল। খৃষ্টানেরা কানে শুনিয়া যাহা প্রত্যয় করিতে পারে নাই, চক্ষে দেখিয়া তাহাই বিশ্বাস করিল। গর্ব্বিত ফরাসী অভিজাতেরা তৎক্ষণাৎ আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন। সিগিস্মাণ্ড বলিলেন, নিকৃষ্ট সৈন্যগণকে অগ্রে পাঠাইয়া শত্রুদিগকে হয়রাণ করাই তুর্কদের রীতি। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সদুপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। যে সকল তুর্ক বিগত অভিযানে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল, তাঁহারা তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিলেন। শীঘ্রই যে তাঁহাদিগকে এই নিরর্থক পশুত্ব ও বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা ভ্রমেও তাঁহাদের ধারণায় আসিল না। নিরীহ বন্দীদের হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়া ছয় হাজার ফরাসী নাইট শত্রুসৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহাদের প্রবল আক্রমণে অনিয়মিত সৈন্যেরা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল। দশ সহস্র জেনিসেরির মুণ্ডপাত করিয়া তাঁহারা সিপাহীদের দলে পড়িলেন। পাঁচ হাজার অশ্বারোহী নিহত হইলে তাঁহারা শত্রু-ব্যূহের বাহিরে আসিয়া মনে করিলেন, যুদ্ধ জয় সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু 'আশা মায়া মরীচিকা।' অনতিদূরে একটী উচ্চ ভূমি ছিল। সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে উহার শিখরে উঠিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে এক বিশাল বর্ষারণ্য; চল্লিশ হাজার উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া স্বয়ং সোলতান বায়েজিদ অটল গিরির ন্যায় সেখানে দণ্ডায়মান।

এবার সিগিস্মাণ্ডের উপদেশ ফরাসী বীরদের মনে পড়িল; কিন্তু

বড় অসময়ে। তাঁহারা এত দ্রুত ধাবন করেন যে, অন্যান্য সৈন্য তখন অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সেই বর্ষারণ্যের দুই পার্শ্ব বিস্তৃত হইয়া হতাবশিষ্ট নাইটদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। পরাজিত অগ্রগামী তুর্ক সৈন্যেরা ইতোমধ্যে পশ্চাদ্দেশে একত্র হইয়া তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তন-পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। তাঁহারা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধৃত বা নিহত হইলেন; অল্প কয়েক জন মাত্র কোনরূপে এই দুঃসংবাদ লইয়া মিত্রদের নিকট পলাইয়া গেলেন।

ফরাসীদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইলে বায়েজিদ সৈন্যদিগকে পুনরায় বিধিবদ্ধ-ভাবে সজ্জিত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মূল খৃষ্টান বাহিনীর দুই পার্শ্ব একটী মাত্রও আঘাত না করিয়া পলাইয়া গেল। কেন্দ্রভাগে হাঙ্গেরীর রাজা, চিলীর কাউণ্ট ও প্ল্যাটিনের ইলেক্টর অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা বার হাজার সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষকে বাধা দান করিলেন। জেনিসেরিদিগকে হটাইয়া দিয়া তাঁহারা সিপাহীদের প্রাণে আতঙ্ক জন্মাইয়া দিলেন। এমন সময় ষ্টিফেন পাঁচ হাজার খৃষ্টান সৈন্য লইয়া ভীষণভাবে মিত্রশক্তির উপর আপতিত হইলেন। এবার ক্রুসেডারদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। হাঙ্গেরীর সৈন্যেরা প্রায় সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল; ব্যাভেরিয়ার নাইটদের সকলে ও ষ্টাইরিয়ার সৈন্যদের অনেকেই মৃত্যু বরণ করিল। দশ হাজার খৃষ্টান বন্দী হইল। অল্প কয়েক জন নেতা সহ সিগিস্‌মাণ্ড অতি কষ্টে পলাইয়া গেলেন। ভেনিসের নৌ-বহর মিত্রশক্তির সাহায্যার্থ দানিয়ুবের মোহনায় অপেক্ষা করিতেছিল। উহা এখন পলাতক নেতাদিগকে স্বদেশে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার লইল।

এক লক্ষ খৃষ্টান সৈন্যের অধিকাংশই রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল।

বায়েজিদেরও কম ক্ষতি হইল না। নিহত সৈন্যদের দেহস্তূপ দেখিয়া তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধান্ধ সোলতান প্রতিজ্ঞা করিলেন, খৃষ্টান বন্দীদিগকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ আদায় করিবেন। পর দিন প্রাতঃকালে এই অহেতুক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। অপরাহ্ন চারিটা পর্য্যন্ত দলে দলে বন্দী ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। শেষে শাহ্‌জাদা ও কর্ম্মচারীদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অবশিষ্ট বন্দীরা কারাগারে প্রেরিত হইল। নেভার্সের কাউন্ট্‌ ইহাদের অন্যতম। তিনি ও তাঁহার সহচরেরা পর বৎসর দুই লক্ষ ডুকাট মুক্তি-পণ দিয়া কারামুক্ত হন; কয়েক জন কারাগারেই মৃত্যু বরণ করেন।

নিকোপোলিসের যুদ্ধ জয়ের ফলে বায়েজিদ ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইলেন। এসিয়ায় ইউফ্রেতিজ ও ইউরোপে দানিয়ুব নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে তাঁহার অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এবার তিনি সেণ্ট্‌ পিটার গির্জ্জার বেদীতে ঘোড়া বাঁধিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; তাঁহার সেনাপতিরা ষ্টাইরিয়া ও দক্ষিণ হাঙ্গেরী অধিকার করিলেন। সোলতান স্বয়ং গ্রীস জয়ে বহির্গত হইলেন। উনিশ শ' বৎসর পূর্ব্বে পারস্য সম্রাট জারক্সেস যেখানে হতমান হন, বায়েজিদ সেখানে পূর্ণ সফলতা লাভ করিলেন। লোক্রিস, ফোকিস ও বুশিয়া প্রায় বিনা বাধায় তাঁহার হাতে আসিল। তাঁহার সেনাপতিরা প্রভুর ন্যায়ই দ্রুতপদে করিন্থ্‌ যোজক অতিক্রম করিয়া সমগ্র পেলোপোনেসাস দখলে আনিলেন। এথেন্সের উপর অর্দ্ধ-চন্দ্র উত্তোলিত হইলে গ্রীস জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। বায়েজিদ ত্রিশ হাজার গ্রীককে এসিয়ায় চালান দিয়া এলিস, আকায়া, আর্গোলিস, লেকোনিয়া ও মেসেনিয়ায় তুর্ক উপনিবেশ স্থাপন করিলেন (১৩৯৭)।

ইতোমধ্যে গ্রীক সাম্রাজ্য দৈর্ঘ্যে ৫০ ও প্রস্থে ৩০ মাইল স্থানে

সঙ্কুচিত হইয়াছিল। গ্রীস জয়ের পর বায়েজিদ ইহা অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি সত্যই কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করিয়া বসিলেন। সম্রাট ম্যানুয়েল বার্ষিক ৩০০০০ স্বর্ণমুদ্রা (ক্রাউন) কর দানের অঙ্গীকার করিয়া আপাততঃ রক্ষা পাইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রাজধানীর একটী গির্জ্জাকে মস্‌জেদে পরিণত করিয়া দিলেন। মহামতি সোলতান সালাহুদ্দীনও (Saladin the Great) পূর্ব্বে অনুরূপ সুবিধা আদায় করেন। কিন্তু এবারকার ব্যাপারে নূতনত্ব ছিল। কনষ্টান্টিনোপলের একটী পাড়া খাস করিয়া মোসলমানদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহাদের বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এক জন কাজী বা বিচারক নিযুক্ত হইলেন; মস্‌জেদের সঙ্গে মোসলমানদের জন্য একটী কলেজও গড়িয়া উঠিল।

ম্যানুয়েল পেলিওলোগাসের দ্বিতীয় পুত্র; কাজেই সিংহাসনে তাঁহার অন্ধ ভ্রাতা এণ্ড্রোনিকাসের পুত্র জনের দাবী বেশী। আট বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বায়েজিদ জনের পক্ষাবলম্বন করিয়া কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করিলেন। বিপন্ন ম্যানুয়েল ফ্রান্স-রাজের নিকট সাহায্য চাহিলেন। অচিরে ২২০০ ফরাসী সৈন্য কনষ্টান্টিনোপলে অবতরণ করিল। বায়েজিদের সৈন্যেরা হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু সাহায্যকারী সৈন্য আসিলে তাহারা পুনরায় জোরে-শোরে অবরোধ আরম্ভ করিল। এক বৎসর ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া ফরাসীরা দেশে চলিয়া গেল। তাহাদের পরামর্শে ম্যানুয়েল জনকে সিংহাসন দিয়া ফ্রান্স যাত্রা করিলেন। বায়েজিদ পূর্ব্বের ন্যায় কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করিয়া রহিলেন। এমন সময় এসিয়ায় তাঁহার এক নূতন ও ভয়াবহ শত্রুর আবির্ভাব হওয়ায় সম্রাটের বিপদ কাটিয়া গেল।

'বজ্র' পতন

'অতি দর্পে হতা লঙ্কা।' অহঙ্কার পতনের মূল। অবিশ্রান্ত সফলতা-লাভে বায়েজিদের অহঙ্কার বাড়িয়া গেল। তিনি গর্ব্বিত ভাষায় এসিয়া ও আফ্রিকার রাজন্যবর্গের দরবারে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অহঙ্কারের ফলে ইব্‌লীস শয়তান হইয়া যায়; ইহার ফলে বায়েজিদেরও পতন ঘটিল। যিনি এই পতনের মূল, তাঁহার নাম তাইমুর লেঙ্ক; সাধারণতঃ তিনি তৈমুর লঙ্গ বলিয়া পরিচিত। তিনি ট্রান্স্‌-ওক্সিয়ানা বা মাওরুন-নাহারের এক সামান্য তুর্ক সর্দ্দারের পুত্র (১৩৩৬)। তাঁহার জীবন-কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলপূর্ণ। নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি সমরকন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া বিশ্ব-জয়ে বহির্গত হন। মোস্‌লেম জগত তখন ক্ষুদ্র, বৃহৎ বহু রাজ্যে বিভক্ত বলিয়া কোথাও তাঁহার অগ্রগতি রুদ্ধ হইল না। দিগ্বিজয়ে তিনি জগতে সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ছত্রিশ বৎসরের মধ্যে চীনের প্রাচীর হইতে রুশিয়ার কেন্দ্র-ভাগ এবং গঙ্গা নদী হইতে নীল নদী ও ভূ-মধ্য সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ তাঁহার পদানত হয়। তিনি সাতটী বড় রাজবংশ উৎসন্ন করেন; সাতাশটী রাজ্যের রাজমুকুট তাঁহার মস্তকে শোভা পায়। কাইরাস, আলেকজাণ্ডার, সিজার, আটিলা, শার্লেমেন, মহামতি মাহ্‌মুদ, চেঙ্গিজ খাঁ বা নেপোলিয়ন কেহই এত বৃহৎ ভূখণ্ড জয় করিতে পারেন নাই। তিনি ন্যায়তঃ জাহানগীর বা ভুবন-বিজয়ী উপাধি গ্রহণ করেন।

তাইমুরের অদ্ভুত কৃতকার্য্যতা কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত সাহস ও সামরিক প্রতিভার ফল নহে; সুশাসন ও রাজনীতি-জ্ঞান এই অপূর্ব্ব সফলতার

প্রধান কারণ। তাঁহার প্রণীত সামরিক, অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় আইনাবলী পাঠে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রশংসনীয় গুপ্তচর-প্রথা তাঁহার শাসন-প্রণালী ও বৈদেশিক নীতির ভিত্তি। দরবেশ বা তীর্থযাত্রীর বেশে নানাস্থানে ঘুরিয়া ইহারা যে মুল্যবান সংবাদ প্রেরণ করিত, তাহা তৎক্ষণাৎ পুস্তকে লিখিত বা মানচিত্রে অঙ্কিত হইয়া যাইত। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া তিনি যে কাজে হাত দিতেন, তজ্জন্য কখনও তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইত না। সৈন্যেরা তাঁহার জন্য সর্ব্বপ্রকার কঠোরতম কষ্ট সহ্য করিত, তাঁহার ইঙ্গিতে হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিত, বিজয়-মুহূর্ত্তে বিনা প্রতিবাদে লুণ্ঠন-কার্য্য হইতে বিরত হইত। তাহাদের উপর তাঁহার এতই প্রভুত্ব ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুরতা তাঁহার চরিত্রের অনপনেয় কলঙ্ক। দিগ্বিজয়ী হিসাবে যেমন তাঁহার তুলনা নাই, নিষ্ঠুরতায়ও কেহ কখনও তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। এজন্য তিনি 'খোদার গজব' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। বিপক্ষের উপর তিনি প্রায়ই যেরূপ নির্ম্মম দণ্ডবিধান করিতেন, তাহা হইতে মনে হয়, তাঁহার নিষ্ঠুরতা সাময়িক উত্তেজনা বা ক্রোধের ফল নহে; বরং তিনি উহা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন।

বিখ্যাত মাম্‌লুক সোলতানদের পরাক্রমে তাইমুর মিসরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই; নানা কারণে এ পর্য্যন্ত বায়েজিদের সঙ্গেও তাঁহার যুদ্ধ বাধে নাই। নিকোপোলিসের বিজয়ের পরবর্ত্তী তিন বৎসরে বায়েজিদের সেনাপতিরা এসিয়া মাইনরের পূর্ব্বাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করেন। তাইমুরের সাম্রাজ্য ইতঃপূর্ব্বেই জর্জ্জিয়া ও কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম দিকস্থ অন্যান্য রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। দুইটী বৃহৎ রাজ্য

পাশাপাশি থাকিলে উহাদের সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য। মোস্‌লেম জগতের এই দুই জন শ্রেষ্ঠ ভূপতির মধ্যেও শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিল। তাইমুর কয়েক জন রাজাকে মেসোপতেমিয়া হইতে বিতাড়িত করেন; তাঁহারা বায়েজিদের দরবারে স্থান পাইলেন। আবার বায়েজিদ এসিয়া মাইনর হইতে যে সকল রাজাকে হাঁকাইয়া দেন, তাঁহারা তাইমুরের নিকট আশ্রয় লাভ করিলেন। সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আশায় ইঁহারা স্ব স্ব আশ্রয়-দাতাকে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ফলে কয়েকটী ক্রুদ্ধ দৌত্য বিনিময়ের পর ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তাইমুর তুরস্কের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। তাঁহার প্রথম লক্ষ্য হইল সিবাস।

বায়েজিদ তখন কনষ্টাণ্টিনোপল অবরোধে ব্যস্ত। তিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী পুত্র অর্‌-তুগ্রুলকে একদল উৎকৃষ্ট সৈন্য সহ সিবাস রক্ষায় প্রেরণ করিলেন। তাহাদের বীরত্ব ও দুর্গ-প্রাকারের দৃঢ়তা শত্রুদের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিল। শেষে তাইমুর সহস্র সহস্র লোক লাগাইয়া প্রাচীর-নিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উহা কাষ্ঠ-দ্বারা ভরাট করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন। ফলে নগর-প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়িল। নাগরিকেরা দয়া ভিক্ষা করিল। তাইমুর চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিলেন। শাহ্‌জাদা ও তুর্ক সৈন্যেরা তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। আর্ম্মেনিয়ার চারি হাজার খৃষ্টান নগর রক্ষায় তুর্কদের সাহায্য করে। তাইমুর তাহাদের মস্তক দুই পায়ের মধ্যে নিয়া রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করিলেন।

সিবাসের পতন ও প্রিয়তম পুত্রের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে বায়েজিদ কনষ্টাণ্টিনোপলের অবরোধ উঠাইয়া ত্বরিত গতিতে এসিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তাইমুর ইতঃপূর্ব্বেই দক্ষিণ এসিয়া মাইনর উৎসন্ন করিয়া

সিরিয়ায় তাঁহার ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের আর সাক্ষাৎ হইল না। ইতোমধ্যে তাইমুর আলেপ্পো ও দেমাস্ক নগরে রক্ত-গঙ্গা প্রবাহিত করিয়া দুইটী শহরই আগুনে পোড়াইয়া দিলেন। দেমাস্কে একটীমাত্র পরিবার এই হত্যাকাণ্ডের হাত হইতে রক্ষা পাইল। বাগদাদের ধ্বংস-স্তূপের উপর তিনি নব্বই হাজার নর-মুণ্ড দিয়া একটী পিরামিড প্রস্তুত করিলেন (জুলাই ২০, ১৪০১)। অতঃপর তিনি জর্জ্জিয়া ঘুরিয়া পুনরায় এসিয়া মাইনরে আপতিত হইলেন।

বিগত দুই বৎসরে তাইমুরের চরেরা নিষ্কর্ম্মা ছিল না। তাহারা সোলতানের সৈন্যদের মধ্যে প্রচার-কার্য্য চালাইয়া প্রভুর বিরুদ্ধে তাহাদের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিল। তাতার ও এসিয়া মাইনরের নব-বিজিত জনপদের সৈন্যদের মধ্যে এই ষড়যন্ত্র খুব সফলতা লাভ করিল। বায়েজিদের কৃপণতার দরুণ সৈন্যেরা তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত ছিল। সেনাপতিরা ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে হয় সংখ্যাধিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধে বিরত হইতে, নতুবা মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া সৈন্যদের সন্তোষ সাধন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু গর্ব্বিত ও অর্থ-গৃধ্নু সোলতান তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। মাত্র এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য লইয়া তিনি সিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। এ দিকে তাইমুর কায়সারিয়া অধিকার করিয়া আঙ্গোরা অবরোধ করিলেন। বায়েজিদ দ্রুতপদে অবরুদ্ধ নগরীর উদ্ধারে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার উপর টেক্কা দিয়া তাইমুর সিবুকাবাদের প্রশস্ত প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সৈন্য-সংখ্যা অত্যধিক হইলেও তিনি কোন সাবধানতা অবলম্বনেই ত্রুটি দেখাইলেন না। তাঁহার এক

পার্শ্বে ছিল সিবুকাবাদের ক্ষুদ্র নদী; একটী খাত কাটিয়া ও মৃৎ-প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তিনি অপর দিক্ সুরক্ষিত করিলেন। বায়েজিদ এরূপ উৎকৃষ্ট স্থান পাইলেন না। তিনি তাইমুরের উত্তর পার্শ্বে শিবির সন্নিবেশ করিলেন; কিন্তু শত্রুর প্রতি উপেক্ষা দেখাইবার জন্য শীঘ্রই এক বিরাট মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার স্থান নির্ব্বাচন ভাল হইল না। কসোভো ও নিকোপোলিসের সংগ্রাম-জয়ী পাঁচ হাজার বীর-পুরুষ শুধু জলের অভাবেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। এই মারাত্মক শিকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া বায়েজিদ দেখিলেন, তাইমুর তাঁহার শিবির দখল করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শত্রুরা নিকটবর্ত্তী স্রোতস্বতীও ভরাট করিয়া ফেলিয়াছিল। নিজের উপেক্ষা ও আহ্‌মকিতে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের কৌশলের নিকট পরাজিত হইয়া বায়েজিদ তাঁহার তৃষ্ণার্ত্ত সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা এক লক্ষের বেশী ছিল না; পক্ষান্তরে তাইমুরের সৈন্য-সংখ্যা আট লক্ষেরও অধিক। তাহারা সতেজ, সবল, সুপরিচালিত ও দৃঢ়স্থানে সংস্থাপিত। বায়েজিদের সৈন্যেরা অত্যন্ত সংখ্যাল্প, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও প্রভুর প্রতি বিরক্ত। কাজেই যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই কারণ ছিল না।

১৪০২ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই আঙ্গোরা প্রান্তরে প্রায় দশ লক্ষ সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। জেনিসেরিরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল; সার্ভিয়া-রাজও যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইলেন। এক ঘণ্টা সংগ্রামের পর সোলতানেরই জয় হইবে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদলে অনেক তাতার ও এসিয়ার নব-বিজিত রাজ্যের অনেক লোক ছিল। তাতারেরা এই সময় দল ছাড়িয়া শত্রুপক্ষে চলিয়া গেল। পদচ্যুত রাজারা বিপক্ষ

বাহিনীতে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহাদের ভূতপূর্ব্ব সৈন্যেরা স্ব স্ব প্রভুর সহিত মিলিত হইল। এসিয়ার করদ রাজাদের সৈন্যেরাও তাহাদের পদানুসরণ করিল। ফলে বায়েজিদের সৈন্য-সংখ্যা আরও অনেক কমিয়া গেল। পলায়নের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত সৈন্যগণকে লইয়া একটী উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া সারাদিন শত্রু সৈন্য-সাগর ঠেকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভুভক্ত জেনিসেরিরা তৃষ্ণা, উপবাস ও আঘাতের ফলে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর বায়েজিদ নিরুপায় হইয়া পলায়নের চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার অশ্ব হোঁচট খাওয়ায় তিনি মাটীতে পড়িয়া গেলেন। শত্রুরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইল। শাহ্‌জাদা মুসাও ধরা পড়িলেন। ঈসা, সোলায়মান ও মোহাম্মদ পলাইয়া গেলেন। পঞ্চম পুত্র মোস্তফাকে কেহ পলাইতে দেখিল না; যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যেও তাঁহার শবের সন্ধান মিলিল না। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে যে আঙ্গোরায় তুরস্কের গোড়া পত্তন, বিধির অলঙ্ঘ্য বিধানে আবার ঠিক সেখানেই উহার পতন ঘটিল। এত যত্ন, এত কৌশল ও এত বীরত্বে সুগঠিত বিশাল সাম্রাজ্য আঙ্গোরার ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খোদার গজবের হাতে পড়িয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল।

তাইমুর প্রথমে বায়েজিদের প্রতি দয়া ও সম্মান দেখাইলেন; কিন্তু বন্দী সোলতান পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করায় তিনি তাঁহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বহু-সংখ্যক প্রহরী তাঁহাকে দিবারাত্র পাহারা দিত; রাত্রিকালে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। দুর্ভাগ্য সোলতান বিজেতার ক্রীড়ার সামগ্রী হইলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, বাহকেরা বন্দী বায়েজিদকেও শিবিকায় করিয়া সেখানে লইয়া

যাইত। শত্রুদের ঘৃণিত দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সোলতান পর্দ্দা দিয়া শিবিকা ঘিরিয়া রাখিতেন। ইহাতে লোহার জাল ছিল বলিয়া অনেকে ইহাকে লোহার খাঁচা মনে করিয়া থাকেন। মার্লোর 'মহামতি তাম্বুর-লেনে' দেখা যায়, বায়েজিদ ও তাঁহার পত্নী সত্যই লোহার শলাকায় মাথা কুটিতেছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

অত্যাচার ও অপমানে বায়েজিদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি শত্রুকে আট মাসের বেশী আনন্দ দান করিতে পারিলেন না। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহার মৃত্যু হইল। ক্ষমতার তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে বায়েজিদের পূর্ণ পতনের ন্যায় ভীষণ দুর্ঘটনা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

মৃত-সঞ্জীবনী

জগতে কেহই চিরজীবী নহে। বায়েজিদ মরিলেন; দুই বৎসর পরে তাইমূরও তাঁহার নিগৃহীত বন্দীর অনুগমন করিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তিনি সমগ্র এসিয়িক তুরস্ক পদদলিত করিয়া গেলেন। ব্রুসা, নিসা, কারা হিসার ও অন্যান্য নগর তাঁহার হস্তে লুন্ঠিত হইল; পনর দিন অবরোধের পর তিনি সেণ্ট্ জনের নাইটদের নিকট হইতে স্মার্ণা কাড়িয়া লইলেন। অধিবাসীরা সমস্তই তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহার কৃপায় এসিয়া মাইনরের বিতাড়িত ভূপতিরা হৃত সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি জর্জিয়ার সাত শত গ্রাম ও নগর বিনষ্ট করিয়া সাত বৎসর পরে সমরকন্দে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন বিশ্রামের পর এই অতৃপ্ত দিগ্বিজয়ী চীন জয়ে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে জ্বর রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। জগতে আর কেহই তাঁহার ন্যায় এত শোণিতপাত ও দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য দায়ী নহেন।

বহুযুগ ধরিয়া ইউরোপের ভীতি উৎপাদনের পর অকস্মাৎ দৃশ্যতঃ ওস্মানিয়া সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক নাটকের যবনিকা-পাত হইল। তাইমূর এসিয়া হইতে ইহা বিলুপ্ত করিয়া গেলেন। গ্রীক সম্রাট কয়েকটী প্রদেশ পুনরধিকার করিয়া লইলেন। পোল, মেগিয়ার, বুলগার প্রভৃতি খৃষ্টান জাতিরাও এই সুযোগে ইউরোপীয় তুরস্কের সীমান্তে হানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সর্ব্বোপরি বায়েজিদের পুত্রগণের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। খৃষ্টান শক্তিবর্গ কোন না কোন পক্ষে যোগদান করিয়া তুর্কদের ধ্বংস-পথ প্রশস্ত করিতে লাগিলেন। সকলেই মনে করিল, চিরতরে শত্রু নিপাত হইয়াছে।

কিন্তু 'আশা ছলনাময়ী।' তুর্কদের মরিবার ক্ষমতা যত অধিক, বাঁচিবার ক্ষমতা তদপেক্ষা অনেক বেশী। বড় বড় রাজনৈতিক পণ্ডিত তাহাদের মৃত্যু সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন; কিন্তু তাহা মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া তাহারা আজও বাঁচিয়া আছে। রাজ্যের পর রাজ্য তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি তাহারা এসিয়া ও ইউরোপে নানা দেশ ও নানা জাতির উপর আধিপত্য করিতেছে। এই বাঁচিবার ক্ষমতাই তুর্ক শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক বিশেষত্ব।

তাইমুরের সৈন্যেরা যখন বস্ফোরাসের অপর তীর লুণ্ঠন করিতেছিল, গ্রীক সম্রাট যখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া হৃত প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধারের উপক্রম করিতেছিলেন, তখন তুর্ক শক্তি এক প্রকার বিধ্বস্ত বলিলেই চলে। অথচ পরবর্ত্তী বার বৎসরের মধ্যেই হস্তচ্যুত প্রদেশসমূহ আবার তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল; আঙ্গোরার মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তুর্ক সোলতান দৈত্যের ন্যায় বিশ্রামান্তে নব বলে বলীয়ান হইয়া পুনরায় নূতন দিগ্বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শাসক ও শাসিতের মধ্যে সর্ব্বত্রই কিছু পার্থক্য থাকে; তুর্ক শাসনেও ছিল। খৃষ্টানেরা অশ্বারোহণ ও অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না; তাহাদিগকে স্বতন্ত্র পোষাক পরিধান করিতে ও বালক-কর যোগাইতে হইত। এতদ্‌সত্ত্বেও এই সেদিন পর্য্যন্ত সোলতানের প্রাধান্য কত অপ্রতিহত ও তাঁহার শক্তি কত অটুট ছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক মিঃ ফিন্‌লে তুর্কদের অপূর্ব্ব অগ্রগতির কারণ অনুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল কারণ তাহাদের প্রাথমিক কৃতকার্য্যতার মূল,

তাহাদের এতদপেক্ষা বিস্ময়কর পুনরুত্থানেরও তাহাই হেতু। তন্মধ্যে তিনটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ ধর্ম্মবিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও সামরিক ব্যবস্থায় সমসাময়িক সমস্ত জাতির উপর তুর্কদের শ্রেষ্ঠত্ব; দ্বিতীয়তঃ আদ্রিয়াতিক ও কৃষ্ণ সাগর এবং দানিয়ুব নদী ও ঈজিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বহু বিভিন্ন জাতির বাস; তৃতীয়তঃ গ্রীক সাম্রাজ্যের জন-সংখ্যার হ্রাস, বিচার ও শাসন বিভাগের শোচনীয় অধঃপতন ও গ্রীক জাতির নৈতিক অবনতি।

অসংখ্য খৃষ্টান ও মোসলমান জাতি ওস্‌মানিয়া সোলতানকে প্রাণ ঢালিয়া ভক্তি করিত; তাহারা দলে দলে তাঁহার পতাকা-নিম্নে সমবেত হইয়া সানন্দে তাঁহার প্রভুত্ব মাথা পাতিয়া লইত; ইহাই তাঁহার প্রকৃত প্রাধান্যের নিশ্চিত প্রমাণ। অন্যান্য বর্ব্বর জাতি ক্ষমতাশালী হইয়া সুসমৃদ্ধ জনপদ জয় করিয়াছে; কিন্তু অব্যবহিত পরেই তাহারা বিলাসিতা ও ব্যভিচারের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেবল তুর্কেরাই তাহাদের উদ্যম ও নৈতিকতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্খান ও আলাউদ্দীন যে অসাধারণ কৌশলে তাঁহাদের নব-গঠিত রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা করেন, তাহাই ইহার প্রধান কারণ। প্রশংসনীয় বিচার-ব্যবস্থা, শাসন ও সামরিক বিভাগে সোলতানের পরিজনদের বিধিবদ্ধ শিক্ষা এবং জেনিসেরি প্রতিষ্ঠানও তুর্ক জাতির প্রাধান্যের স্থায়িত্বের জন্য কম দায়ী নহে। শত্রুরাও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুর্ক সৈন্যদের ধৈর্য্য, স্থিরতা, বিনয় ও গাম্ভীর্য্যের প্রশংসা না করিয়া পারে নাই। বস্তুতঃ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তির বলেই তুর্কেরা খৃষ্টান, মোসলমান বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর তাহাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়; ইহারই ফলে এসিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে এবং আফ্রিকার সৈকত-ভূমিতে

সোলতানের বিজয়-পতাকা সগৌরবে উত্তোলিত হয়। খৃষ্টান সন্তান-গণকে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া অর্খান ও তাঁহার মন্ত্রী যখন খৃষ্টান জাতির বিনাশ সাধনের অপূর্ব্ব পরিকল্পনা করেন, তখন তুর্ক শক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এত সামান্য শক্তি লইয়া কখনও কোন জাতি এত স্থায়ী প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।*

জেনিসেরিরা যে নিখুঁৎ শিক্ষা পাইত, শাহ্‌জাদারাও বাল্যে তাহাই লাভ করিতেন। প্রথম যৌবনে তাঁহারা সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইতেন; কেহই হেরেমের আরাম উপভোগ করিতে পারিতেন না। ফলে প্রাথমিক সোলতানদের সকলেই বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও উন্নতিকামী হইতেন। সৈন্য ও শাসন-বিভাগের উন্নতি সাধনে এবং নূতন আবিষ্ক্রিয়ার প্রবর্ত্তনে তাঁহারা বরাবরই প্রস্তুত থাকিতেন। চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাঁহারা তুর্ক জাতিকে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে পরিচালিত করেন, আর কোন বংশই একাদিক্রমে এরূপ আট জন উপযুক্ত নরপতি লাভের জন্য গর্ব্ব করিতে পারেন না। নিসা-বিজয়ী ও জেনিসেরি সৈন্যের প্রতিষ্ঠাতা অর্খান, কসোভো বিজয়ী মুরাদ, নিকোপোলিস জয়ী বায়েজিদ, বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যের পুনর্জ্জীবন-দাতা মোহাম্মদ, হুনিয়াডির প্রতিদ্বন্দী মহামতি মুরাদ, কনষ্টান্টিনোপল বিজেতা মোহাম্মদ (২য়), সিরিয়া ও মিসর-জয়ী ভীম সেলিম এবং মোহাক্‌স্‌-জয়ী ও ভিয়েনা অবরোধকারী মহামহিমান্বিত সোলায়মানের ন্যায় এত সুযোগ্য নরপতি পর পর কোন দেশেই আবির্ভূত হন নাই। এরূপ বড় বড় রাজা কোন সাম্রাজ্যেরই

* "Never was so durable a power reared up so rapidly from such scanty means."—Lane-Poole. 76-7.

প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্দ্ধন করিয়া যান নাই। কাজেই চঞ্চল ও নীতিহীন গ্রীক সম্রাটের পক্ষে তাঁহাদিগকে ভয় করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁহাদের সুশিক্ষিত ও সুগঠিত অনুচরদের সহিত সম্রাটের ঐক্যহীন, দুশ্চরিত্র প্রজাদের কোন তুলনাই চলিত না। স্লাভ, গ্রীক, ব্লাচ, বুলগার, আল্‌বেনিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিহিংসা-পরায়ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন জাতি লইয়া এই প্রজামণ্ডলী গঠিত হয়। তাহারা আবার সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল। শাসন-পদ্ধতি তখন এত অবনত ও দূষিত ছিল যে, প্রজাদের ঐক্যবিধান বা তাহাদের অবনতি রোধের ক্ষমতা কাহারও ছিল না। তাইমুরের বিজয় লাভে সাময়িকভাবে তুর্কদের অগ্রগতি রুদ্ধ হইলেও সফলতার কারণ বিলুপ্ত হয় নাই। শাসন ও সমর বিভাগে তাহারা তখনও পূর্ব্বের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুগঠিত ছিল। কাজেই তাহারা যে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

ভদ্র মোহাম্মদ

বায়েজিদের পতনের পর দুর্য্যোগের হাত হইতে লুপ্ত ক্ষমতার পুনরুদ্ধারের জন্য তুর্কদের দরকার ছিল শুধু এক জন উপযুক্ত নেতার। মৃত সোলতানের পুত্র প্রথম মোহাম্মদ এই অভাব পূরণ করিলেন। গ্রীকেরা তাঁহাকে উষ্ট্রের ন্যায় অধ্যবসায়ী বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীদের সামরিক শক্তির নিকট তুরস্ক সাম্রাজ্য যত ঋণী, তাঁহার বিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির নিকট উহা তদপেক্ষা কম দায়ী নহে।

পিতার কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া সিংহাসনে মোহাম্মদের অগ্রজদেরই দাবী বেশী ছিল। বায়েজিদের মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠপুত্র সোলায়মান আদ্রিয়ানোপল শাসন করিতেছিলেন। তাইমুরের প্রস্থানের পর দ্বিতীয় পুত্র ঈসা ব্রুসায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মোহাম্মদ ছিলেন ভ্রাতৃগণের মধ্যে যোগ্যতম। তিনি আমাসিয়ায় একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিলেন।

অচিরে ঈসা ও মোহাম্মদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। ঈসা পরাজিত হইয়া ইউরোপে পলাইয়া গিয়া সোলায়মানের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ফলে ইউরোপীয় তুরস্কের সৈন্যেরা এসিয়িক তুরস্ক আক্রমণ করিল। ব্রুসা ও আঙ্গোরা সোলায়মানের হস্তগত হইল। ইতোমধ্যে তৃতীয় পুত্র মুসা তাইমুরের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া পিতার মৃতদেহ নিয়া ব্রুসায় গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে কার্ম্মিয়ানের রাজা তাঁহাকে আটক করিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। মুসা প্রথমে মোহাম্মদের পক্ষে এসিয়ায় যুদ্ধ করিলেন। শেষে তিনি ভ্রাতার অনুমতি লইয়া ইউরোপে চলিয়া গেলেন।

স্বরাজ্যে আক্রান্ত হইয়া সোলায়মানকে এসিয়া ত্যাগ করিতে হইল। নানা গুণে বিভূষিত হইলেও তাঁহার নিষ্ঠুরতায় বিরক্ত হইয়া সৈন্যেরা মূসার পক্ষে যোগদান করিল। সোলায়মান কনষ্টান্টিনোপলে পলায়নের চেষ্টা করিতে যাইয়া ধৃত ও নিহত হইলেন (১৪১০)। ইতোমধ্যে ঈসা নিহত বা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। ফলে মূসা ইউরোপীয় ও মোহাম্মদ এসিয়িক তুরস্কের নির্ব্বিরোধ প্রভু হইলেন। তুরস্ক সাম্রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইল।

শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। সার্ভিয়া-রাজ ও গ্রীক সম্রাট সোলায়মানের সাহায্য করায় মূসা সার্ভিয়া লুণ্ঠন করিয়া কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করিলেন। সম্রাটের আকুল আহ্বানে মোহাম্মদকে তাঁহার সাহায্যে ছুটিয়া আসিতে হইল। কিন্তু তিনি কয়েক বার মূসার নিকট পরাজিত হইলেন। শেষে সার্ভিয়া-রাজ ষ্টিফেনের সাহায্যে চামুর্লির যুদ্ধে তাঁহার জয় হইল। মূসা আহত হইয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। মোহাম্মদ তুরস্ক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সোলতান হইলেন (১৪১৩)।

প্রথম মোহাম্মদের রাজত্ব মাত্র আট বৎসর স্থায়ী হয়; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অসাধ্য সাধন করেন। নবীন সোলতান পিতার ন্যায় সামরিক গৌরব লাভের চেষ্টা করেন নাই। তিনি বেশ বুঝিতে পারেন, তাঁহার কর্ত্তব্য সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা সাধন, রাজ্য বিস্তার নহে। অবশ্য তিনি একেবারে শান্তিতে থাকিতে পারেন নাই। ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপাবলীর খৃষ্টান সর্দ্দারেরা তুর্ক জাহাজ ও উপকূল-ভাগ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করায় ভেনিসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। লোরোডানোর নিকট গ্যালিপোলির অদূরে তুর্ক নৌ-বহর সম্পূর্ণ পরাজিত হয় (১৪১৬); হাঙ্গেরী ও ষ্টাইরিয়ার বিরুদ্ধেও তিনি কয়েকটী যুদ্ধে পরাজিত হন

(১৪১৬—২০)। কিন্তু এই নগণ্য ভাগ্য-বিবর্ত্তন মোহাম্মদকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিল না। তিনি চাহিলেন, সাম্রাজ্য-সীমা বজায় রাখিতে ও রাজা-প্রজার সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি গ্রীক সম্রাটকে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী থেসলী ও কৃষ্ণসাগর তীরে কয়েকটী দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন। সার্ভিয়া, আল্‌বেনিয়া, ওয়ালেচিয়া ও মোরিয়ার রাজদূতেরা আসিয়া তাঁহার নিকট শান্তির প্রতিশ্রুতি পাইলেন। ভেনিস ও রাগুসা সাধারণ-তন্ত্রের সহিতও সন্ধি স্থাপিত হইল। অবশ্য মোহাম্মদ জানিতেন, এই শান্তি চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বিশেষতঃ এসিয়া অপেক্ষা ইউরোপেই শত্রুর সংখ্যা অধিক। তজ্জন্য তিনি আদ্রিয়া-নোপলে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন।

কিন্তু এসিয়া মোহাম্মদকে কম কষ্ট দেয় নাই। জুনিদ নামক এক ব্যক্তি স্মার্ণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে আয়দিন রাজ্যও তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি প্রথমে সোলায়মান ও পরে মোহাম্মদের অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু গৃহ-যুদ্ধের সময় তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মোহাম্মদের অনুপস্থিতির সুযোগে কারামনের রাজাও ব্রুসা আক্রমণ করিয়া বসিলেন। নগর আত্মরক্ষা করিল; কিন্তু অবরোধকারীরা শহরতলির মস্‌জেদ ও অন্যান্য পূর্ত্তকার্য্য আগুনে পোড়াইয়া দিল। ইহার পর কারামন-রাজ বায়েজিদের কবর খুলিয়া তাঁহার দেহাবশেষ বাহিরে আনিয়া উহা দগ্ধ করিবার আদেশ দান করিলেন। তিনি যখন মৃতের সহিত সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন একদল লোক শাহ্‌জাদা মূসার শব সমাহিত করার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে মোহাম্মদ প্রেরিত সৈন্য মনে করিয়া তিনি আতঙ্কে পলাইয়া গেলেন।

সোলতান শীঘ্রই এসিয়ায় আসিয়া স্মার্ণা অবরোধ করিলেন। জুনিদ

পরাজিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পরিজন-বর্গের চক্ষু-জলে ব্যথিত হইয়া মোহাম্মদ তাঁহাকে মাফ করিলেন। অতঃপর তিনি কারামন আক্রমণ করিয়া বহু স্থান দখলে আনিলেন। সহসা তাঁহার ভীষণ পীড়া হইল। কোন চিকিৎসকই রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কেবল সিনান বলিলেন, বিজয়-বার্ত্তাই ইহার একমাত্র প্রতীকার। সোলতানের প্রিয় সেনাপতি বায়েজিদ পাশা কারামন-বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিলেন। রাজা মোস্তফা বে তাঁহার হস্তে বন্দী হইলেন। এই সংবাদে বাস্তবিকই সোলতানের রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। তিনি সদাশয়তা দেখাইয়া বন্দী ভূপতিকে মুক্তি দান করিলেন। রাজা তুর্ক রাজ্য আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু সোলতানের দৃষ্টি-সীমার বাহিরে না যাইতেই তিনি কয়েকটী তুর্ক পশুপাল আক্রমণ করিয়া বসিলেন। কাজেই আবার যুদ্ধ বাধিল। কারামন-রাজ পরাজিত হইলেন। সদাশয় সোলতান পুনরায় তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু বিজয়-গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া তিনি এসিয়া মাইনরের অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিয়া সাম্রাজ্য বিপন্ন করিতে চাহিলেন না। তিনি উহাদের বশ্যতা স্বীকারেই সন্তুষ্ট হইলেন। এগুলি অধিকারে আনার ভার তাঁহার উত্তরাধিকারীর জন্য স্থগিত রহিল।

দরবেশদের বিদ্রোহ অচিরে মোহাম্মদের শান্তি-সাধনার পথে প্রতি-বন্ধকের সৃষ্টি করিল। সামরিক বিচারপতি বদরুদ্দীন এই বিদ্রোহের নেতা। দরবেশেরা মোস্তফা নামক এক ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক গুরু বলিয়া মান্য করিতেন। এসিয়া ও ইউরোপে কয়েকটী গুরুতর যুদ্ধের পর দরবেশদের কিছু নিহত হইলেন, অবশিষ্ট জল্লাদের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। ফলে এই নূতন সম্প্রদায় একেবারে বিনষ্ট হইয়া

গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওহাবী বিদ্রোহের পূর্ব্বে তুরস্কে আর কোন ধর্ম্মনৈতিক যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় নাই।

এই দুর্দ্দমনীয় সঙ্কট দূরীভূত হইতে না হইতেই সোলতানের আর এক গৃহ-শত্রু জুটিল। বায়েজিদের অন্যতম পুত্র মোস্তফা আঙ্গোরার যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়া যান। তাইমুর যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার মৃতদেহ পান নাই। কেহ তাঁহাকে পলায়ন করিতেও দেখে নাই। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে এক ব্যক্তি ইউরোপে নিজকে শাহ্‌জাদা মোস্তফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অনেক তুর্ক তাঁহার দাবী মানিয়া লইল। জুনিদ ও ওয়ালেচিয়ার রাজার সাহায্যে তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া থেসলীতে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু সেলোনিকার নিকটে মোহাম্মদের হস্তে পরাজিত হইয়া কনষ্টান্টিনোপলে পলাইয়া গেলেন। গ্রীক সম্রাট তাঁহাকে সোলতানের হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন; শেষে বার্ষিক বিপুল অর্থ লাভের অঙ্গীকারে তিনি জাল মোস্তফাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। পর বৎসর (১৪২১) মৃগীরোগে আক্রান্ত হইয়া মোহাম্মদ দেহত্যাগ করিলেন।

সাহস ও বীরত্বের জন্য প্রজারা তাঁহাকে পাহ্‌লওয়ান বা বীর বলিত। সদ্ব্যবহার, খোশ্‌ মেজাজ, সদাশয়তা, ন্যায়বিচার, সত্যপরায়ণতা এবং সাহিত্য ও শিল্প-কলায় উৎসাহ দানের জন্য তিনি 'চেলেবি' বা 'ভদ্র' বলিয়া পরিচিত হন। অন্যান্য তুর্ক সোলতান তদপেক্ষা অধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু ভদ্র মোহাম্মদ ওস্‌মানিয়া বংশের একজন মহত্তম আদর্শ পুরুষ। গ্রীক, মোসলমান সকলেই একবাক্যে তাঁহার মহত্ত্ব ও ন্যায় বিচারের সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। আজীবন তিনি গ্রীক সম্রাট ও অন্যান্য বন্ধুর সহিত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।

ব্রুসায় তাঁহার নির্ম্মিত বিরাট মস্‌জেদের নিকটে তিনি নিজের জন্য একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যান ; সেখানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। সবুজ বর্ণের চীনা-বাসনের প্রসাধনের জন্য এই মস্‌জেদ সবুজ মস্‌জেদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। ইহা সারাসেন স্থাপত্য ও খোদাই-কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর নমুনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সদাশয় সোলতান মস্‌জেদ ও কবর-মন্দিরের নিকট একটী বিদ্যালয় ও দরিদ্রের জন্য সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন। পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকট মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য পাইতেন। ফন হেমার তাঁহার রাজত্বকালকে ওস্‌মানিয়া সাহিত্য ও কবিতা-চর্চ্চার অভ্যুদয়-যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অবশ্য মোহাম্মদের জীবন একেবারে নিষ্কলঙ্ক নহে। তিনি তাঁহার নিরীহ ভ্রাতা কাসেমের দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট করিয়া দেন। সোলায়মানের পুত্রকে হত্যা করার অপরাধও তাঁহারই। কিন্তু গৃহ-যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে তাঁহার শোচনীয় অভিজ্ঞতা ছিল। কোন তুর্ক শাহ্‌জাদাই সোলতানৎ না পাইয়া তৃপ্ত হইতে চাহিতেন না। কাজেই আত্মরক্ষা ও সাম্রাজ্যের নিরাপদতার জন্য সোলতানগণকে বাধ্য হইয়াই আত্মীয়-হত্যায় লিপ্ত হইতে হইত। এই অপরিহার্য্য নিষ্ঠুরতার মধ্যেও মোহাম্মদের উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অন্ধ ভ্রাতাকে ব্রুসার নিকটে ভূ-সম্পত্তি দান করেন। সেখানে গেলেই তিনি তাঁহাকে প্রাসাদে আনাইয়া প্রকৃত ভ্রাতার ন্যায় সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। সোলায়মানের এক কন্যাকে রক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার বিবাহ দেন। শাহ্‌জাদীর গর্ভে সন্তান হইলে তিনি তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন।

মহামতি মুরাদ

সোলতান মোহাম্মদ চারি পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠ মুরাদের বয়স তখন আঠার বৎসর, মোস্তফার বয়স তের, অপর দুই জন শিশুমাত্র। মুরাদ ও মোস্তফা এসিয়া মাইনরে ও অপর দুই শাহ্‌জাদা পিতার নিকট ছিলেন। মুরাদ তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে পারেন, এই ভয়ে তিনি বালক দুইটীকে গ্রীক সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য সেনাপতি বায়েজিদ পাশাকে অনুরোধ করিয়া গেলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতিরা চল্লিশ দিনেরও অধিক কাল পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখিলেন। এদিকে মুরাদের নিকট দূত প্রেরিত হইল; তিনি ব্রুসায় অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন করিলেন। মোস্তফার অনুচরেরা ভয়ে তাঁহাকে লইয়া কারামনে পলাইয়া গেল।

সোলতান মুরাদ পিতার ন্যায়ই দয়ালু ও সুবিজ্ঞ নরপতি ছিলেন। কিন্তু দুঃসাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ। সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে বীরত্বের পরিচয় দিতে হইল। আঠার বৎসরের বালকের হাতে রাজদণ্ড দেখিয়া গ্রীক সম্রাট বিগত সোলতানের সহিত তাঁহার বন্ধুতার কথা ভুলিয়া গেলেন। তিনি মোস্তফাকে মুরাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড় করাইয়া দিলেন। কথা হইল, জয়লাভ করিলে মোস্তফা তাঁহাকে অনেকগুলি গ্রীক শহর ফিরাইয়া দিবেন; ভাগ্য প্রথমে জাল শাহ্‌জাদার অনুকূল বলিয়া মনে হইল। সোলতানের ইউরোপীয় প্রদেশগুলি একে একে তাঁহার হাতে আসিল। প্রধান সেনাপতি বায়েজিদ পাশা তাঁহার নিকট পরাজিত ও নিহত হইলেন। শেষে তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া এসিয়ায় প্রবেশ করিলেন। মুরাদ

এই বিপদে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুযোগ্য পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় সামরিক ও রাজনৈতিক যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। মোস্তফা তাঁহার রণ-কৌশলের নিকট হারিয়া গেলেন। তাঁহার অযোগ্যতা ও নিষ্ঠুরতায় বিরক্ত হইয়া অনেক সৈন্য মুরাদের সহিত যোগদান করিল। তিনি পলাইয়া গিয়া গ্যালিপোলি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সোলতান অচিরে উহা অধিকার করিয়া লইলেন। মোস্তফা ধৃত ও নিহত হইলেন।

এইরূপে বিপন্মুক্ত হইয়া মুরাদ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ম্যানুয়েলকে শাস্তি দানে বহির্গত হইলেন। সম্রাটের দূতেরা আসিয়া বৃথাই হীনতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ক্রুদ্ধ সোলতান বিশ হাজার উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করিলেন (জুন, ১৪০২)। ইহাতে তিনি যে উদ্যম ও কৌশলের পরিচয় দিলেন, মধ্যযুগের সামরিক ইতিহাসে তাহা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। নগর-প্রাচীর হইতে অল্প দূরে দৃঢ় কাষ্ঠ দ্বারা একটী বপ্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে পুরু মাটী ফেলিয়া তিনি উহার পশ্চাতে সৈন্য স্থাপন করিলেন। ইহা নগরের সমগ্র স্থলভাগ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। খৃষ্টানদের নিক্ষিপ্ত ভারী প্রস্তর ইহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না। নগর-প্রাচীরে উঠিবার জন্য সচল বুরুজ নির্ম্মিত হইল। এই অবরোধে তুর্কেরা সর্ব্বপ্রথম কামানের ব্যবহার করিল। এ দিকে মিকাঈল বের অধীনে দশ হাজার আকিঞ্জি বিনা বাধায় নিকটস্থ জনপদ উৎসন্ন করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু গ্রীকেরা তুর্কদের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিল। সম্রাটের মস্তিষ্কও নিষ্কর্ম্মা ছিল না। তাঁহার ষড়যন্ত্রে এসিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দিল। কাজেই মুরাদকে বাধ্য হইয়া অবরোধ উঠাইয়া স্বরাজ্য রক্ষায় ছুটিতে হইল।

মোস্তফা কারামনে বয়ঃপ্রাপ্ত হন। মুরাদ তাঁহাকে ধৃত বা হত্যা করার কোনইচেষ্টা করেন নাই। ম্যানুয়েলের দূতগণের প্ররোচনায় তিনি এই সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। কার্ম্মিয়ান ও কারামনের রাজারা তাঁহাকে সৈন্য সাহায্য দিলেন। কয়েকটী প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়া শাহ্‌জাদা ব্রুসা অবরোধ করিলেন। কিন্তু মুরাদ এত দ্রুত সেখানে উপস্থিত হইলেন যে, মোস্তফা বাধা দান নিরর্থক দেখিয়া পলাইয়া গেলেন। সোলতানের কয়েক জন কর্ম্মচারী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না কবিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে ঝুলাইয়া দিলেন।

গৃহ-যুদ্ধ দমন, স্বরাজ্যে পূর্ণ শৃঙ্খলা স্থাপন এবং বিদ্রোহে সাহায্যকারী রাজন্যবর্গকে শাস্তি দান করিয়া মুরাদ আবার ইউরোপে ফিরিয়া আসিলেন। সম্রাট ভীত হইয়া তাঁহাকে বার্ষিক ত্রিশ হাজার ডুকাট কর দানের অঙ্গীকার করিয়া এবং ডার্কোস ও সেলিম্ব্রিয়া ব্যতীত ষ্ট্রাইমন নদী ও কৃষ্ণসাগর তীরের সমস্ত গ্রীক নগর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন (১৪২৪)।

গ্রীক সম্রাটের সহিত হিসাব নিকাশ করিয়া মুরাদ এসিয়ায় চলিয়া গেলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকাংশ সহজেই তাঁহার হাতে আসিল। ফলে পূর্ব্ব দিক্ হইতে অশান্তির আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া গেল। ইতোমধ্যে থেসালোনিকা সম্রাটের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া ভেনিসীয়দের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের সহিত তখন সোলতানের শত্রুতা চলিতেছিল। কাজেই তিনি ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে উহা অবরোধ ও অধিকার করিয়া লইলেন।

উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টানদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহই মুরাদের রাজত্বের

প্রধান ঘটনা। সেখানে অচিরে তাঁহার এক ভীষণ শত্রুর আবির্ভাব ঘটিল। ইঁহার নাম জন হুনিয়াডি। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তুর্কদের সহিত এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন কালে হুনিয়াডি গ্রামের এলিজাবেথ মর্সিনী নাম্নী এক সুন্দরী বালিকার সহিত রাজা সিগিস্‌মাণ্ডের প্রণয় জন্মে। জন হুনিয়াডি এই অবৈধ সংস্রবের ফল। তিনি শ্বেত বর্ম্ম পরিধান করিতেন বলিয়া খৃষ্টানেরা তাঁহাকে 'শ্বেত নাইট' বলিত। ইতালীর যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া ট্রান্সিলভানিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। খৃষ্টানেরা তখন নিকোপোলিসের প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিতেছিল। ইতোমধ্যে পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার তৃতীয় রাজা লেডিস্‌লাস হাঙ্গেরীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সোলতানের বিশ্বস্ত বন্ধু ষ্টিফেনও স্বর্গ গমন করেন (১৪২৭)। নূতন রাজা ব্রাঙ্কোভিচ সার্ভিয়া, বোস্‌নিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, ওয়ালেচিয়া ও আল্‌বেনিয়া হইতে সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। হুনিয়াডি আসিয়া মিত্রশক্তির নেতার পদ গ্রহণ করিলেন। নিসা ও হার্ম্মনষ্টাডের যুদ্ধ, বলকান অতিক্রম, ভার্ণা ও কসোভোর পরাজয় এবং বেলগ্রেদ উদ্ধার তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তুর্কদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া রাখেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন খৃষ্টান নেতা তাহাদের বিরুদ্ধে এরূপ সফলতা লাভে সমর্থ হন নাই।

১৪৪২ খৃষ্টাব্দে মুরাদ বেলগ্রেদ অধিকার করিতে যাইয়া ব্যর্থকাম হন। তাঁহার সেনাপতি মজীদ বে ট্রান্সিলভানিয়ার অন্তর্গত হার্ম্মন-ষ্টাড অবরোধ করেন। লেডিস্‌লাস লা-বালেগ (নাবালক) বলিয়া হুনিয়াডি তখন হাঙ্গেরী শাসন করিতেছিলেন। দশ হাজার সৈন্য লইয়া

তিনি অবরুদ্ধ নগরীর উদ্ধার সাধনে যাত্রা করিলেন। রক্ষী সৈন্যদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি দুই দিক্ হইতে সহসা তুর্ক বাহিনীর উপর আপতিত হইলেন। বিশ হাজার মোসলমান দেহরক্ষা করিল। মজীদ বে সপুত্রক ধরা পড়িলেন। হুনিয়াডি তাঁহাদিগকে সর্ব্বসমক্ষে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পুরাকাহিনীর বশিবোজুকের ন্যায় তিনি তুল্য নিষ্ঠুর ও শোণিত-পিপাসু ছিলেন। অন্যান্য রাজার আহারের সময় সঙ্গীত চলিত; হুনিয়াডি ভোজনকালে শত্রুদের হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ পাইতেন। মুমূর্ষু বন্দীর করুণ আর্ত্তনাদই ছিল তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত।

এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শেহাবুদ্দীন পাশা আশি হাজার সৈন্য লইয়া ইউরোপে আসিলেন। কিন্তু তিনি হুনিয়াডির নিকট গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দ শ্বেত নাইটের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বৎসর। তিনি পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া ও ওয়ালেচিয়ার উৎকৃষ্ট সৈন্যগণকে লইয়া আবার রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। পোপ কার্ডিনাল জুলিয়ানের অধীনে ইতালী হইতে একদল সৈন্য পাঠাই-লেন। যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিল, তিনি তাহাদিগকে পাপ-মুক্তির ছাড়পত্র দিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য রাজ্য হইতে অনেক সৈন্য আসিল। রাজা লেডিস্লাস স্বয়ং সৈন্যদলে যোগদান করিলেন। ভেনিস, জেনোয়া ও গ্রীক সম্রাট বস্ফোরাস রক্ষার ভার লইলেন। এ দিকে কারামন-রাজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বাধ্য হইয়া মুরাদকে এসিয়া মাইনরে গমন করিতে হইল। তাঁহার সেনাপতিরা হুনিয়াডির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিসার নিকট মোরাভা নদীর তীরে

দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। তুর্কেরা পরাজিত হইয়া বল্‌কানের দক্ষিণে পলাইয়া গেল। চারি হাজার সৈন্য বন্দী ও বহু সহস্র নিহত হইল। হুনিয়াডি পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

শীত ঋতুতে শত্রুর বাধার বিরুদ্ধে বলকান অতিক্রম অসাধারণ কাজ। হুনিয়াডি ব্যতীত দুই জন লোক মাত্র এই গৌরবের জন্য গর্ব্ব করিতে পারেন। তুর্কেরা উপর হইতে গিরিসঙ্কটে জল ঢালিয়া দিত, রাত্রে উহা জমিয়া বরফ হইয়া যাইত। কিন্তু হুনিয়াডি সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিয়া ইস্‌লাদি গিরিসঙ্কটের পথে দক্ষিণের সমতল ভূমিতে উপনীত হইলেন। ভগ্ন-সাহস তুর্কেরা তাঁহার নিকট আবার পরাজিত হইল। ইউরোপীয় তুরস্ক হুনিয়াডির পদতলে লুটিতে লাগিল। খৃষ্টান শিবির হইতে আদ্রিয়ানোপল মাত্র ছয় দিনের পথ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, হুনিয়াডি সে দিকে অগ্রসর না হইয়া সদলবলে বুদায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীরা বন্দী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের বহর দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

এসিয়ায় সফলকাম হইলেও ইউরোপে তাঁহার সেনাপতিগণের পরাজয় ও খৃষ্টান-সঙ্ঘের অদম্য শক্তি দেখিয়া মুরাদ দূরবর্ত্তী প্রদেশগুলি ছাড়িয়া দিয়া সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরানয়ন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি মাহ্‌মুদ চেলেবি হুনিয়াডির হস্তে বন্দী হন। তাঁহাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি ভগিনী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইলেন। ফলে সন্ধির কথাবার্ত্তা উঠিল। অনেক আলোচনার পর দশ বৎসরের জন্য শান্তিরক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া উভয় পক্ষ সেজেদিনে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন (জুলাই ১২, ১৪৪৪)। ইহার ফলে সার্ভিয়া স্বাধীনতা পাইল, ওয়ালেচিয়া হাঙ্গেরীর অন্তর্ভুক্ত

হইয়া গেল। ষষ্টি সহস্র ডুকাট মুক্তি-কর পাইয়া হুনিয়াডি মাহ্মুদকে ছাড়িয়া দিলেন। পঞ্চম চার্লসের ন্যায় মুরাদ রাজত্বের সুখ-দুঃখ যথেষ্ট উপভোগ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দীনের অকাল মৃত্যুতে রাজগিরির উপর তাঁহার বিরক্তি বর্দ্ধিত হইল। তিনি দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদকে সিংহাসনে বসাইয়া ম্যাগনেসিয়ায় গিয়া সাধু লোকদের সংশ্রবে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

মুরাদের পাশারা হুনিয়াডির নিকট বার বার পরাজিত হইলেও খৃষ্টানেরা তখনও তাঁহাকে ভয় করিত। তাঁহার পদত্যাগের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাহারা সন্ধিভঙ্গের সঙ্কল্প করিল। তখনও মিত্র-শক্তির সভা ভঙ্গ হয় নাই,—সন্ধির পর তখন একটী মাসও অতীত হয় নাই। এ সময় আরও সংবাদ আসিল, গ্রীক সম্রাট থ্রেস ও কারামন-রাজ আনাতোলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন এবং জেনোয়া, ভেনিস ও বার্গাণ্ডীর নৌবহর হেলেস্পণ্ট্ দখলে আনিয়া অধীরভাবে স্থল-বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া পোপ ও কার্ডিনাল হুনিয়াডি ও লেডিস্লাসকে সন্ধি-ভঙ্গে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। জিমেনিস যে কুখ্যাত মন্ত্রে স্পেনের ইসাবেলাকে বাধ্য করেন, জুলিয়ানও তাহার শরণ লইলেন। তিনি রাজা ও হুনিয়াডিকে বুঝাইলেন, 'অবিশ্বাসী'দের সহিত সন্ধি রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। অসাধু কার্ডিনাল পোপের নামে তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা রক্ষার দায়িত্ব হইতে মুক্তিদান করিলেন। বুলগেরিয়ার সিংহাসন লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়া অবশেষে হুনিয়াডির মন টলিল। তিনি সন্ধি ভঙ্গে সম্মত হইলেন।

যেরূপ ঘৃণিতভাবে এই বিশ্বাসঘাতকতা অনুষ্ঠিত হয়, একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও অন্যান্য ইউরোপীয় বীরের পক্ষে তদপেক্ষা নিন্দনীয় আর

কিছুই নাই। সন্ধি ভঙ্গ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াও বিশ্বাসঘাতকের দল তুর্কেরা বিশ্বস্তভাবে নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিপক্ষ সৈন্য সার্ভিয়ার দুর্গগুলি খালি করিয়া যাওয়া মাত্রই তাহাদের দুষ্ট মুর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধির সমস্ত সুবিধা আদায় করিয়া হুনিয়াডি লেডিস্‌লাস ও জুলিয়ানের সহযোগিতায় বিশ হাজার সৈন্য লইয়া ১লা সেপ্টেম্বর পুনরায় তুর্ক দলনে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে ওয়ালেচিয়ার রাজা ড্রাকুল তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। সৈন্য-সংখ্যা এত অল্প দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বিশ হাজার লোক অনেক সময় সোলতানের সঙ্গে শিকারেও গমন করিয়া থাকে।' ইহা নিয়া হুনিয়াডির সহিত তাঁহার তর্ক-বিতর্ক হইল। ফলে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন; শেষে আরও সৈন্য ও অর্থ সাহায্যের অঙ্গীকারে মুক্তি পাইলেন।

ক্যাথলিক বাহিনী খামখা নিষ্ঠুরতার সহিত দেশীয় খৃষ্টানদের গ্রাম ও গির্জ্জা পোড়াইতে পোড়াইতে বুলগেরিয়ার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইল। দানিয়ুব অতিক্রম করিয়া তাহারা কৃষ্ণ সাগর তীরে পৌছিয়া দক্ষিণ দিকে ফিরিল। এখানে একটী ক্ষুদ্র তুর্ক নৌ-বহর তাহাদের হস্তে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। সুন্নিয়াম, পেজেস্‌ প্রভৃতি বহু দুর্গ তাহাদের দখলে আসিল; রক্ষী সৈন্যেরা নিহত বা উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হইল। কাভার্ণা জয় করিয়া খৃষ্টানেরা বিখ্যাত ভার্ণা নগর অবরোধ ও অধিকার করিল। এখানে তাহারা মিত্রশক্তির নৌ-বহরের সন্ধান ত পাইলই না, পক্ষান্তরে সংবাদ আসিল, মুরাদ নির্জ্জন-বাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া অক্লান্ত সোলতান জেনোয়ার বণিকদিগকে জনপ্রতি এক ডুকাট ভাড়া দিয়া বস্ফোরাস

উত্তীর্ণ হইয়া দ্রুতপদে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। অনতিবিলম্বে সংবাদ আসিল, তিনি ভার্ণা হইতে মাত্র চারি মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। খৃষ্টানেরা ভীত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব করিল। কিন্তু হুনিয়াডি জয়লাভ নিশ্চিত ভাবিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

১০ই নভেম্বর উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। ওয়ালেচিয়ার সৈন্যেরা মিত্র-বাহিনীর বাম পার্শ্বে এবং জুলিয়ানের অধীনে ফ্র্যাঙ্ক ক্রুসেডার ও হাঙ্গেরীর উৎকৃষ্ট সৈন্যেরা দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল। দেহরক্ষী ও রাজ্যের যুবক অভিজাতগণকে লইয়া রাজা কেন্দ্র ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। পোল্যাণ্ডের সৈন্যেরা পিটার ওয়ারাদিনের বিশপের অধীনে পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত হইল। হুনিয়াডি সমগ্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হইলেন। অশ্বারোহী ও অনিয়মিত পদাতিক লইয়া তুর্ক বাহিনীর প্রথম দুই পংক্তি গঠিত হইল। রুমেলিয়ার বেগলার বেগ দক্ষিণ পার্শ্বের ও আনাতোলিয়ার বেগলার বেগ বাম পার্শ্বের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পশ্চাতে সোলতান জেনিসেরি ও দেহরক্ষীদিগকে লইয়া কেন্দ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ভগ্ন সন্ধির একখানা প্রতিলিপি হইল তুর্কদের পতাকা। উদ্দেশ্য, খোদা যেন তাহা দেখিয়া বিশ্বাসঘাতকদিগকে শাস্তি দান করেন।

যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া খৃষ্টানদের সমস্ত পতাকা ভূমিসাৎ করিয়া দিল; কেবল রাজার পতাকাই দণ্ডায়মান রহিল। এই দুর্লক্ষণ সত্ত্বেও যুদ্ধে তাহাদেরই জয় হইবে বলিয়া মনে হইল। হুনিয়াডি দক্ষিণ পার্শ্বের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়া এসিয়ার তুর্ক সৈন্যগণকে হটাইয়া দিলেন। অপর পার্শ্বে ওয়ালেচিয়ার সৈন্যেরাও

অনুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিল। আনাতোলিয়ার বেগলার বেগ কারাজা তাঁহার ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া কেন্দ্রভাগে চলিয়া আসিলেন। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া মুরাদ ঘোড়া ফিরাইলেন। সৌভাগ্য বশতঃ কারাজা তাঁহার নিকটেই ছিলেন। তিনি অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। এই বেয়াদবিতে ক্রুদ্ধ হইয়া জেনিসেরিদের সর্দ্দার তরবারি উত্তোলন করিলেন। এমন সময় এক হাঙ্গেরীয় সৈন্যের আঘাতে তিনি নিজেই ভূ-পতিত হইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে মুরাদের উপস্থিত-বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তিনি জেনিসেরি-দিগকে প্রাণপণে শত্রু দমনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ফলে অল্প ক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হাঙ্গেরী-রাজের অশ্ব মারা পড়িল; তুর্ক সৈন্যেরা চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। জনৈক বৃদ্ধ জেনেসেরি তাঁহার মস্তক কাটিয়া লইয়া ভগ্ন সন্ধি-পত্রের সহিত বর্ষাগ্রে স্থাপন করিল।

হাঙ্গেরীর অভিজাতেরা এই দৃশ্যে আতঙ্কিত হইয়া রণ-ক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেলেন। হুনিয়াডি রাজার দেহ উদ্ধারের বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষে ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্য সহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। পশ্চাদ্ভাগের নেতৃহীন হাঙ্গেরীয়েরা পর দিন প্রত্যূষে তুর্কদের হাতে সমূলে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। এই ঘৃণিত সন্ধি ভঙ্গের প্রধান উদ্যোক্তা জুলিয়ান নিজেও নিহত হইলেন।

ভার্ণার বিজয় লাভের ফলে সার্ভিয়া ও বোস্নিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। এই রাজ্যদ্বয়ের অধিবাসীরা গ্রীক চার্চ্চের লোক বলিয়া হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের ক্যাথলিকদের হাতে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিত। একবার জর্জ্জ ব্রাঙ্কোভিচ হুনিয়াডিকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি

জয়লাভ করিলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন। হুনিয়াডি উত্তর দেন, সমগ্র দেশকে বলপূর্ব্বক রোমান ক্যাথলিক করা হইবে। তখন ব্রাঙ্কোভিচ সোলতানের নিকটও এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। প্রত্যুত্তরে মুরাদ জানাইলেন, তিনি প্রত্যেক মস্‌জেদের নিকট একটী করিয়া গির্জ্জা উঠাইয়া দিবেন; লোকে স্বাধীনভাবে যেখানে গমন করিতে পারিবে। ইহা জানিতে পারিয়া সার্ভিয়ানরা তুর্কদের অধীনে গিয়া নিজেদের ধর্ম্মমত বজায় রাখাই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিল। রোমীয় চার্চ্চের ধর্ম্মান্ধতার জন্য বোস্‌নিয়ার লোকেরাও ক্ষেপিয়া গেল। সেখানে পাটারেনেস্ সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা খুব বেশী ছিল। পোপ তাহাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করায় তাহারা পুনরায় তুর্ক শাসনে যাইতে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। মাত্র আট দিনের মধ্যেই বোস্‌নিয়ার আশিটী দুর্গ তুর্কদের সম্মুখে দ্বার খুলিয়া দিল।

ভার্ণায় জাতীয় শত্রুদিগকে চরম আঘাত দিয়া মুরাদ আবার শান্তি লাভে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তিনি পুনরায় পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ম্যাগনেসিয়ায় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বালক মোহাম্মদ তখনও রাজ্য শাসনের যোগ্যতা অর্জ্জন করেন নাই। জেনিসেরিরা বিদ্রোহী হইয়া বেতন-বৃদ্ধি দাবী করিয়া বসিল। মুরাদ যে সকল প্রবীণ রাজনৈতিক পুরুষকে পুত্রের উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়া যান, তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব প্রভুকে পুনরায় রাজদণ্ড গ্রহণের জন্য ধরিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বৃদ্ধ সোলতান আবার নির্জ্জন-বাস ত্যাগ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। লোকে তাঁহাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি বিদ্রোহের প্রধান পাণ্ডাগুলিকে শাস্তি দিয়া অন্যান্য লোককে ক্ষমা করিলেন। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বত্র

পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। সোলতান তৃতীয় বার সিংহাসন ত্যাগে সাহসী হইলেন না। এবার তিনি অক্ষুণ্ণ গৌরবে ছয় বৎসর রাজত্ব করিলেন। তাঁহার সফল অভিযানের ফলে পেলোপোনেসাসের ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ তাঁহাকে কর দানে বাধ্য হইলেন। ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে কসোভো প্রান্তরে তিন দিন যুদ্ধের পর পূর্ব্ব শত্রু হুনিয়াডিকে পুনরায় গুরুতররূপে পরাজিত করিয়া ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে আদ্রিয়ানোপলে তাঁহার মৃত্যু হইল। অবস্থার চাপে পড়িয়া কোন কোন রাজা রাজ্যত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু রাজত্বের সুখ-দুঃখ উপভোগ করিয়া স্বেচ্ছায় দুই বার সিংহাসন ত্যাগ ও রাজদণ্ড পুনর্গ্রহণের গৌরব একমাত্র মুরাদেরই প্রাপ্য।

মুরাদ সম্মান ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি যেমন ক্ষমতাশালী, তেমনি মহৎ ছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কোন অসম্মানজনক কার্য্যে তাঁহার নাম কলঙ্কিত হয় নাই। গ্রীক, তুর্ক সকল ঐতিহাসিকই এক বাক্যে তাঁহার মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ক্যান্টেমির বলেন,"তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, সাধু, সাহসী, সহিষ্ণু, সদয়, শিক্ষিত, ধার্ম্মিক, মুক্তহস্ত ও মহামান্য সম্রাট এবং পণ্ডিত, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের উৎসাহদাতা ছিলেন। কেহ তদপেক্ষা অধিক জয়লাভ করেন নাই; কেবল বেলগ্রেদই তাঁহার হস্তে রক্ষা পায়। তাঁহার আমলে…নাগরিকেরা ধনী ও নিরাপদ ছিল। যখন তিনি কোন নূতন দেশ জয় করিতেন, প্রথমেই সেখানে মস্‌জেদ, সরাই, কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করিতেন। প্রতি বৎসর তিনি হজরতের বংশধরগণকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিতেন, এবং মক্কা, মদীনা ও জেরুসালেমের ধার্ম্মিক লোকদের জন্য ২৫০০ মোহর পাঠাইতেন।" যুদ্ধে ও মন্ত্রণায় তাহার যোগ্যতা ও উদ্যম বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। যথেষ্ট

কারণ না থাকিলে তিনি যুদ্ধে নামিতেন না ; বশ্যতা স্বীকার করিলেই তিনি যুদ্ধ বন্ধ করিতেন। কখনই তিনি সন্ধি ভঙ্গ করিতেন না'; সে যুগের খৃষ্টান বীরদের অপেক্ষা সাধুতায় তিনি অতুলনীয়রূপে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার উদারতাও প্রণিধানযোগ্য। যেখানে লেডিস্লাস নিহত হন, সেখানে একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তিনি তাঁহার সাহসের প্রশংসা ও দুর্ভাগ্যের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া একটী শিলালিপি খোদাইয়া দেন।

স্নেহ-পরায়ণতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ। তাঁহার যে দুই ভ্রাতার জন্য সোলতান মোহাম্মদ অস্থির হইয়া পড়েন, তিনি নিরাপদতার দোহাই দিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা ত করেনই নাই, বরং আমরণ তাঁহাদের সহিত সসম্মানে সদয় ব্যবহার করেন। ব্রুসার প্রাসাদে মহামারীতে তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়েন। কার্ম্মিয়ান-রাজের সহিত সোলতানের এক ভগিনীর বিবাহ হয়। তাঁহার খাতিরে তিনি এই বিশ্বাসঘাতককে পরাজিত করিয়াও ক্ষমা করেন। অপর ভগিনীর অনুরোধ ও অশ্রুপাতে ব্যথিত হইয়া ভীষণ-প্রকৃতি হুনিয়াডির হাত হইতে চেলেবি মোহাম্মদকে উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি প্রধানতঃ সেজেদিনের সন্ধি স্থাপনে সম্মত হন। অন্যে যে ক্ষেত্রে রাজ্যের জন্য পুত্র হত্যা করে, সে ক্ষেত্রে তিনি পুত্রশোকে এতই কাতর হইয়া পড়েন যে, সিংহাসন ত্যাগেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজার পক্ষে এরূপ স্নেহপরায়ণতা জগতে দুর্লভ। তাঁহার 'মহামতি' উপাধি বাস্তবিকই সার্থক।

নরপতি হিসাবে মুরাদ সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ভূপতিবৃন্দ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। তুর্ক জাতিকে পূর্ব্বে কখনও হুনিয়াডির ন্যায় এত

ভীষণ ও প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র খৃষ্টান জগত তুর্ক বিতাড়নে একত্র হয়; মুরাদ এই সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে কেবল আত্মরক্ষা করেন নাই, গৌরবের সহিত রাজ্য বিস্তার করিয়া যান। ইহা অত্যন্ত অসাধারণ কাজ। নোলেস্ বলেন, "কে আমুরাথ (মুরাদ) অপেক্ষা বড় যুদ্ধ বা বড় জয়লাভ করিয়াছে? কে এতগুলি গর্ব্বিত, যুদ্ধ-প্রিয় জাতিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে? বহু পরাক্রান্ত রাজাকে পরাভূত করিয়া আমুরাথই তুর্ক সাম্রাজ্যের পূর্ণ গৌরব পুনরানয়ন করেন। তিনিই এসিয়ায় বহু রাজ্য জয় ও ইউরোপে অনেক রাজাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের রাজা লেডিস্লাস তাঁহার হস্তে নিহত হন; বিখ্যাত যোদ্ধা হুনিয়াডিকে তিনি একাধিক বার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দেন। এত রাজ্য, এত জাতি ও এত রাজ-দণ্ডের মালিক আজ কোথায়? আজ তিনি মৃত কর্দ্দম-পুত্তলিকা মাত্র। তাঁহাকে ক্রুসায় সমাহিত করা হয়; সাধারণ তুর্কদের কবরের সহিত তাঁহার কবরের কোনই পার্থক্য নাই। যাহাতে খোদাতা'লার দয়া ও দোয়া চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ এবং বৃষ্টি ও শিশির রূপে কবরের উপর পতিত হয়, তজ্জন্য তিনি অন্তিম কালে কবর-মন্দিরের ছাদ নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া যান।"

কনষ্টাণ্টিনোপল জয়

পিতার মৃত্যুকালে মোহাম্মদ (২য়) ম্যাগ্‌নেসিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। উজীর আজম তাঁহার নিকট দ্রুতগামী দূত পাঠাইলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শাহ্‌জাদা আদ্রিয়ানোপলে গিয়া নির্ভয়ে তৃতীয় বার রাজ্য পরিচালনার ভার লইলেন। এসিয়া ও ইউরোপের দূতবৃন্দ আসিয়া তাঁহাদের শুভেচ্ছা জানাইয়া তাঁহার বন্ধুতা কামনা করিলেন। দিগ্বিজয়ের প্রবল বাসনা গোপন রাখিয়া তিনি আপাততঃ সকলকেই শান্তির বাণী শুনাইয়া বিদায় দিলেন।

দ্বিতীয় মোহাম্মদ বহু যুদ্ধ ও বহু নগর জয় করেন। কিন্তু কনষ্টান্টি-নোপল জয়ের জন্যই তিনি 'দিগ্বিজয়ী' উপাধিতে ভূষিত হন। গ্রীক সম্রাটেরা নিজেরাই বরাবর নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিতেন। কোন নূতন সোলতান সিংহাসনে বসিলেই তাঁহাদের কাঁধে ভূত চাপিয়া বসিত। মুরাদ রাজ্য লাভ করিলে ম্যানুয়েল আহ্‌মকের ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধে জাল মোস্তফাকে দাঁড় করাইয়া দেন। এসিয়া মাইনরে যুদ্ধ না বাধিলে সোলতান তখনই কনষ্টান্টিনোপল জয় করিয়া লইতেন। সম্রাট যে শিক্ষা পান, তাহাতে আর কেহ তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ না করারই কথা। পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তুর্কদের ক্ষমতা ও সামরিক মর্য্যাদা নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তথাপি মুরাদের মৃত্যুর পর নবীন সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন পেলিও-লোগাস ম্যানুয়েলের পাগলামির অনুকরণ করিলেন। মহামতি সোলতান সিংহাসন ত্যাগ করিলে বালক মোহাম্মদ এক বারও সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই। তাহা হইতে কনষ্টাণ্টাইন তাঁহাকে অপদার্থ বলিয়া মনে করিলেন। মোহাম্মদ তখন আর চৌদ্দ, পনর বৎসরের বালক নহেন,

একুশ বৎসরের পূর্ণ যুবক। বিগত ছয়, সাত বৎসরে তাঁহার তেজ-বীর্য্য ও দৃঢ়তার কত বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা চিন্তা না করিয়াই তিনি সোলতানের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দিলেন।

শাহ্‌জাদা সোলায়মানের এক পৌত্র কনষ্টাণ্টিনোপলে নজর-বন্দী ছিলেন। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্রাট বার্ষিক তিন লক্ষ মুদ্রা পাইতেন। গ্রীক দূতেরা সোলতানের শিবিরে আসিয়া আরও বেশী টাকা দাবী করিয়া বসিলেন; না দিলে তাঁহারা বন্দী শাহ্‌জাদা অর্খানকে ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। উজীর খলীল তাঁহা-দিগকে এই মূর্খতার জন্য বন্ধুভাবে তিরস্কার করিলেন; কিন্তু সোলতান অপ্রস্তুত অবস্থায় সম্রাটকে চটাইবার মত আহ্‌মক ছিলেন না। ইউরোপে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাদের অসুবিধার প্রতীকার ও গ্রীকদের 'প্রকৃত স্বার্থ' রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তিনি দূতগণকে শিষ্টতার সহিত ভরসা দিলেন। কারামন-রাজের সহিত তখন তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তিনি তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন। হুনিয়াডির সহিতও তাঁহার তিন বৎসরের জন্য এক সন্ধি হইল। এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মোহাম্মদ অবজ্ঞাভরে গ্রীক দূতগণকে তাড়াইয়া দিলেন।

ওস্‌মানের স্বপ্ন দর্শনের পর হইতেই কনষ্টাণ্টিনোপলের উপর তুর্কদের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। বায়েজিদ্,মুসা ও মুরাদ ইহা অবরোধ করেন। অবশ্য নগরের বাহিরে তখন সম্রাটের হাতে আর কিছুই ছিল না। তথাপি রাজধানীর ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, দৃঢ়তা ও নৈসর্গিক অবস্থান ইহাকে লোভনীয় করিয়া রাখিয়াছিল। সম্রাটের দুর্ব্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া মোহাম্মদ চিরতরে তাঁহার বিষ-দাঁত ভগ্ন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। ম্যানুয়েলকে সংযত

রাখিবার জন্য প্রথম মোহাম্মদ বস্ফোরাসের পূর্ব্ব তীরে আনাতুলু হিসার নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া যান। দ্বিতীয় মোহাম্মদ ইহার বিপরীত দিকে কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে পাঁচ মাইল দূরে যেখানে প্রণালীর পরিসর সর্ব্বাপেক্ষা কম, সেখানে রুমেলি হিসার নামে আর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কনষ্টাণ্টাইন ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এক হাজার রাজ-মিস্ত্রি ও দুই হাজার মজুরের কঠোর পরিশ্রমে তিন মাসে দুর্গটী সমাপ্ত হইল। ইহার প্রাচীরের বেড় বিশ হাত ছিল। চারি শত সৈন্য দুর্গ মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া সমুদ্রগামী জাহাজগুলি হইতে শুল্ক আদায় করিতে লাগিল। দুর্গ দুইটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; আজিও উহারা বস্ফোরাস পাহারা দিতেছে।

শীত ঋতু রণ-সজ্জায় অতিবাহিত হইল। আরবান নামক এক হাঙ্গেরীয় খৃষ্টানের সাহায্যে মোহাম্মদ একটী বিশাল ও বহু ক্ষুদ্র কামান প্রস্তুত করিলেন। বৃহৎ কামানটী হইতে সাত মণ গোলা এক মাইলেরও অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত হইত। এসিয়া ও ইউরোপ হইতে ভারে ভারে রণ-সম্ভার আসিল। ৭০০০০ সৈন্য ব্যতীত ৩২০ খানা জাহাজের একটী নৌ-বহরও গঠিত হইল। তন্মধ্যে আঠার খানাকেই রণ-তরী বলা যাইতে পারে; অপরগুলি সৈন্য ও মাল বহনের জন্য বৃহৎ নৌকা মাত্র। কেবল যুদ্ধ-সজ্জা করিয়াই মোহাম্মদ তৃপ্ত হইলেন না। তিনি আহার-নিদ্রা ভুলিয়া কামান বসাইবার, সৈন্য সাজাইবার ও সুড়ঙ্গ খনন করিবার উৎকৃষ্ট স্থান সম্বন্ধে সেনাপতিদের সহিত বারংবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার অভিযানের ব্যবস্থায় সিজার ও নেপোলিয়নের অবলম্বিত সমস্ত প্রশংসনীয় কৌশলেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রীক সম্রাটও তুল্য যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু তিনি আত্ম-

রক্ষার জন্য পোপের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করায় গ্রীকেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়িল। গোঁড়া গ্রীকদের নেতা গ্র্যাণ্ড ডিউক নোটারাস প্রকাশ্যেই বলিতেন, তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে পোপের মুকুটের চেয়ে সোলতানের পাগড়ী দেখাই ভাল মনে করেন। এক লক্ষ নাগরিকের মধ্যে মাত্র ছয় সহস্র লোক নগর রক্ষায় সমবেত হইল। পোপ কিছু অর্থ ও সৈন্য সাহায্য পাঠাইলেন। জেনোয়া, ভেনিস ও আরাগন হইতেও কিছু সৈন্য সাহায্য আসিল। খৃষ্টান সৈন্য-সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ নয় হাজারে উঠিল। নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া বিরাটতর শত্রু বাহিনীকে বাধা দানের পক্ষে এই সৈন্য অপর্য্যাপ্ত নহে। খৃষ্টান জাহাজের সংখ্যা মাত্র চৌদ্দ খানা হইলেও এগুলি তুর্ক রণ-তরী অপেক্ষা বৃহত্তর ও উচ্চতর ছিল; কাজেই শত্রুপক্ষের ক্ষুদ্রতর জাহাজগুলিকে সহজেই পরাজিত করিতে পারিত।

বিজন, মেসেম্ব্রিয়া, একেলাম প্রভৃতি কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্ত্তী গ্রীক নগরগুলি আহ্বান মাত্রই তুর্কদের সম্মুখে দ্বার খুলিয়া দিল; কেবল সেলম্ব্রিয়া কিছু দিন আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু মোহাম্মদ স্বয়ং আসিলে উহাও মাথা নত করিতে বাধ্য হইল। অবশেষে রাজধানীর পালা আসিল। কনষ্টান্টিনোপলকে একটী বিরাট ত্রিভুজ বলা যাইতে পারে। ইহার দুই বাহু সমুদ্র; স্থল-ভাগ ছয় মাইল দীর্ঘ; সমগ্র নগর চৌদ্দ মাইল দীর্ঘ ডবল প্রাচীর ও এক শত ফুট গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তুর্ক বাহিনী স্থল ভাগ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহাদের প্রস্তর-বৃষ্টি পুরু প্রাচীরের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিল না। রক্ষী সৈন্যেরা 'গ্রীক অগ্নি'র সাহায্যে আক্রমণকারীদিগকে হটাইয়া দিল। পরিখা ভরাটের চেষ্টা করিয়াও তুর্কেরা সফলকাম হইল না। দিবাভাগে

তাহারা যে সকল বৃক্ষ-কাণ্ড প্রভৃতি নিক্ষেপ করিত, গ্রীকেরা রাত্রি-মধ্যেই তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিত। দেওয়ালের নিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উহা ভূ-পাতিত করার চেষ্টা চলিল; গ্রীক ইঞ্জিনিয়ারেরা তাহাও ব্যর্থ করিয়া দিল। সমুদ্রেও সোলতানের পরাজয় ঘটিল। চারি খানা জেনোয়ার ও এক খানা গ্রীক জাহাজ এপ্রিলের মধ্যভাগে নগরে সৈন্য ও রণ-সম্ভার লইয়া আসিল। দেড় শত তুর্ক জাহাজ উহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। তাহারা তখনও নৌ-যুদ্ধে খৃষ্টানদের ন্যায় দক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। তাহাদের জাহাজ-গুলি নীচু ছিল বলিয়া তাহারা খৃষ্টান জাহাজে উঠিয়া আক্রমণ চালাইতে পারিল না। পক্ষান্তরে খৃষ্টানেরা উচ্চতর স্থান হইতে গ্রীক অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। এই অদ্ভুত দাহ্য পদার্থের এমনি গুণ যে, ইহা জলেও নিবিত না।

মোহাম্মদ জারক্সেসের ন্যায় একবার ব্যর্থকাম হইয়াই পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি জল, স্থল উভয় দিক্ হইতে যুগপৎ নগর আক্রমণের চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু পোতাশ্রয়ে প্রবেশের কোনই উপায় ছিল না। এক দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে সমুদ্র-মুখ বন্ধ থাকিত। আট খানা বৃহৎ ও বহু ক্ষুদ্র জাহাজ নিরন্তর উহা পাহারা দিত। তদুপরি সমুদ্রে নৌ-যুদ্ধেরও আশঙ্কা ছিল। এই জটিল অবস্থায় মোহাম্মদের মাথায় এক বিস্ময়কর বুদ্ধি খেলিল। তিনি স্থল-ভাগের উপর দিয়া তাঁহার নৌকা ও রণ-সম্ভার বস্ফোরাস হইতে পোতাশ্রয়ের উচ্চতর অংশে চালান দিবার দুঃসঙ্কল্প করিলেন। উভয় স্থানের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল; তাহা বন্ধুর পাহাড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মোহাম্মদের সামরিক প্রতিভা এই সমস্যাও সমাধান করিয়া ফেলিল। তাঁহার মজুরেরা জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা প্রস্তত

করিয়া তাহার উপর দৃঢ় ও প্রশস্ত তক্তা ফেলিয়া দিল। মিস্ত্রীরা চর্ব্বি ঘসিয়া তক্তাগুলিকে পিচ্ছিল করিল। উহাদের উপর দিয়া কপি-কলের সাহায্যে মাত্র এক রাত্রির মধ্যেই ১৮৬ খানা জাহাজ টানিয়া নিয়া পোতাশ্রয়ের অগভীর অংশে স্থাপিত হইল। গ্রীক জাহাজগুলি বহু নিম্নে গভীর জলে অবস্থিত ছিল। মোহাম্মদ ১০০ হাত দীর্ঘ ও ৫০ হাত প্রশস্ত একটী ভাসমান সেতু প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর একটী বৃহৎ কামান বসাইয়া উহার মুখ শত্রু জাহাজের দিকে ফিরাইয়া দিলেন। এইরূপে নৌ-বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সোলতান চারি কুড়ি জাহাজের সাহায্যে প্রাচীরের দুর্ব্বলতম অংশ আক্রমণ করিলেন। গ্রীকেরা রাত্রিকালে তুর্ক জাহাজ ও সেতু জ্বালাইয়া দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করিল। তাহারা সোলতানের সতর্ক প্রহরীদেব চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করিতে পারিল না। তাহাদের অগ্রগামী জাহাজগুলি ধৃত বা জল-মগ্ন হইল। তুর্কেরা ৪০ জন সাহসী সৈনিককে ধরিয়া নিয়া তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিল। সম্রাট ২৬০ জন মোসলমান বন্দীকে হত্যা করিয়া চক্রবৃদ্ধি সহ তাহার প্রতিশোধ আদায় করিলেন।

চল্লিশ দিন অবরোধের পব অবশেষে কনষ্টাণ্টিনোপলের পতন-কাল ঘনাইয়া আসিল। অবিশ্রান্ত যুদ্ধে বারুদ ও সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস পাইল। নিরন্তর গোলা-বৃষ্টির ফলে চারিটী বুরুজ ও প্রাচীরের বহু স্থান ভাঙ্গিয়া গেল। ভগ্ন স্থানের ইষ্টকাদি পড়িয়া পরিখা প্রায় ভরাট হইয়া আসিল। অর্থাভাবের দরুণ সম্রাটকে বাধ্য হইয়া গির্জ্জার অর্থে হাত দিতে হইল। ইহাতে নাগরিকদের মধ্যে বিরক্তি-গুঞ্জণ উঠিল। জেনোয়া ও ভেনিসের নেতারা পরস্পরকে ভীরু, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অপবাদ দিতে লাগিলেন। সম্রাট বৃথাই সেণ্ট সোফিয়ায়গিয়া চক্ষু-জলে বক্ষ ভাসাইলেন। নাগরিকেরা

না-হক্ মেরীর মূর্ত্তি নিয়া মিছিল বাহির করিল। তাহাদের কাতর-ধ্বনি পাষাণ-প্রতিমার কানে পৌঁছিল না।

২৪শে মে সোলতান সম্রাটকে নগর সমর্পনে আহ্বান করিলেন; তিনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় ২৯ মে প্রত্যুষে তুর্কেরা যুগপৎ স্থল ও জল পথে আক্রমণ আরম্ভ করিল। সোলতান ঘোষণা করিলেন, সৈন্যেরা সমস্ত বন্দী ও লুণ্ঠিত দ্রব্য পাইবে, কেবল পূর্ত্ত-কার্য্য ও অট্টালিকাগুলি তাঁহার থাকিবে। ইহাতে তাহাদের উৎসাহের অন্ত রহিল না। নিহত সৈনিকের শবে পরিখা ভরিয়া গেল। অবশিষ্ট সৈন্যেরা তাহার উপর দিয়া প্রাচীরের দিকে ছুটিয়া চলিল। দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত গ্রীকেরা তাহাদিগকে বাধা দিয়া রাখিল। শেষে সোলতান স্বয়ং জেনিসেরিদিগকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। জেনোয়ার বীর গিষ্টিনিয়ানি সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। এই সময় তিনি আহত হইলেন। ফলে খৃষ্টানেরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। এতদ্দর্শনে হাসান নামক এক দৈত্যাকৃতি সৈন্য বহিঃপ্রাচীরে উঠিয়া পড়িল। আরও ত্রিশ জন তাহার অনুসরণ করিল। হাসান ও তাহার আঠার জন সহচর এই দুঃসাহসের ফলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল; কিন্তু সোলতানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। দলে দলে তুর্ক তাহাদের অনুকরণে প্রাচীরে উঠিয়া পড়িল। গ্রীকেরা পশ্চাতে হটিয়া গেল। কিছুক্ষণ বাধা দানের পর সম্রাট নিজে আহত ও নিহত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা হতাশ হইয়া নগরের ভিতরে পলাইয়া গেল। বিজয়ী তুর্কেরা অভ্যন্তর-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া রাজপথে ঢুকিয়া পড়িল। ঠিক সেই সময় নৌ-বাহিনীও ফেনার দ্বার ভাঙ্গিয়া সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইল। খসরু, খাকান ও খলীফারা যে মহানগর জয় করিতে পারেন নাই, ৫৩ দিন অবরোধের

পর এইরূপে তাহা সোলতান মোহাম্মদের হাতে আসিল। এত দিনে ওস্‌মানের স্বপ্ন সফল হইল।

প্রায় দুই হাজার খৃষ্টান বিজয়ী সৈন্যদের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। অবশেষে তাহারা যখন দেখিতে পাইল, কেহই তাহাদিগকে বাধা দিতেছে না, তখন তাহারা তরবারি কোষ-বদ্ধ করিয়া লুণ্ঠনে মন দিল। প্রায় ষাট হাজার নর-নারী, বালক-বালিকা তাহাদের হস্তে বন্দী হইল। দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে সোলতান নিজে মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে সেণ্ট্ সোফিয়া গির্জ্জা মস্‌জেদে পরিণত হইল। তিনি উহা উচ্চ মিনার, বৃক্ষ-কুঞ্জ ও প্রস্রবণে সুশোভিত করিলেন। কনষ্টাণ্টাইনের মৃতদেহ খুঁজিয়া আনিয়া তিনি তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত হইয়া সম্মানের সহিত উহা সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নোটারাস ক্ষমা চাহিলেন। সোলতান তাঁহার স্ত্রীর অসুখের কথা শুনিয়া স্বয়ং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আসিলেন। অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীকেও ক্ষমা করা হইল। সোলতান নিজে তাঁহাদের কয়েক জনের মুক্তি-পণ দিলেন। কিন্তু তাঁহারা এই মহানুভবতার মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া শীঘ্রই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। প্রাণ দিয়া তাঁহাদিগকে এই কৃতঘ্নতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

গ্রীকদের সন্তোষ সাধন ও কনষ্টান্টিনোপলের পূর্ব্ব গৌরব পুনরানয়নের জন্য মোহাম্মদ যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে তাঁহার গভীর দূর-দৃষ্টি ও রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা অপেক্ষাও গোঁড়া মত গ্রীকদের নিকট অনেক প্রিয়তর ছিল। কনষ্টাণ্টাইন লাটিন মত গ্রহণ করায় তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। রাজধানী জয়ের মাত্র দশ দিন পরে (১লা জুন) মোহাম্মদ এক জন নূতন পেট্রিয়ার্ক নিযুক্ত করিয়া

তাহাদের সন্তোষ সাধন করিলেন। তিনি নিজকে 'গ্রীক চার্চ্চের রক্ষক' বলিয়া ঘোষণা করিলেন; পলাতক নাগরিকেরা নগরে আসিতে আহূত হইল; সোলতান তাহাদের ধন-প্রাণ নিরাপদ বলিয়া প্রচার করিলেন। ফলে তাহারা দলে দলে জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিল। কিছু দিন পরেই তিনি গ্রীকদিগকে একটী সনন্দ দিলেন; তাহার বলে তাহারা অবাধে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার ও গির্জ্জা ব্যবহারের অধিকার পাইল; পেট্রিয়ার্কের দেহ পবিত্র বলিয়া ঘোষিত হইল; তিনি ও অন্যান্য যাজক যাবতায় রাজ-কর হইতে রেহাই পাইলেন। কনষ্টাণ্টিনোপলের অর্দ্ধেক খৃষ্টান-দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পূর্ব্বেই গ্রীক অধিবাসীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় তিনি সেপ্টেম্বরের মধ্যে আনাতোলিয়া ও রুমানিয়া হইতে পাঁচ হাজার পরিবার আমদানী করিলেন। কোন নূতন রাজ্য জয় করিলেই তিনি এভাবে লোক আনাইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে তাহাদের বাসস্থান দিতেন। ফলে তাঁহার রাজত্ব শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই উহার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিল; কিন্তু উহা আর গ্রীক নগর রহিল না। তুর্ক, বুলগার, সার্ভিয়ান, আলবেনিয়ান ও অন্যান্য জাতীয় লোক উহার বাসিন্দা হইয়া গেল।

দিগ্বিজয়ী মোহাম্মদ

কনষ্টান্টিনোপল জয় দ্বিতীয় মোহাম্মদের রাজত্বের প্রধান ঘটনা হইলেও ইহাই তাঁহার একমাত্র অবদান নহে। তিনি ওয়ালেচিয়ার রাজা শূলী ভ্লাডকে (Vlad the Impaler) বিতাড়িত করেন। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে মোরিয়া বা পেলোপোনেসাস তাঁহার অধিকারে আসে। তিনি সার্ভিয়া ও বোস্নিয়া খাস দখলে আনয়ন করেন। বোস্নিয়ার রাজা প্রাণরক্ষার অঙ্গীকারে সপুত্রক আত্মসমর্পণ করিলেও প্রধান মুফ্তির হস্তে নিহত হন।

উত্তর সীমান্তে মোহাম্মদ অনুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলগ্রেদ অবরোধ করেন। উহা তখন হাঙ্গেরীর দ্বার বলিয়া বিবেচিত হইত। কাজেই হুনিয়াডি অবরুদ্ধ নগরের সাহায্যে ছুটিয়া আসিলেন। পোপ দ্বিতীয় ক্যালিক্সটাস্ তুর্কদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করিলেন। সন্ন্যাসী জন ক্যাপিষ্ট্রান পশ্চিম ইউরোপ হইতে ষাট হাজার সৈন্য লইয়া হুনিয়াডির সহিত মিলিত হইলেন। তুর্কেরা কামানের সাহায্যে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগরের নিম্নাংশে ঢুকিয়া পড়িল। এই সময় ক্যাপিষ্ট্রান রক্ষী সৈন্যগণকে একত্র করিয়া ভীমবেগে শত্রু বাহিনীর উপর আপতিত হইলেন। ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধের পর তিনি তাহাদিগকে শিবির পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। মোহাম্মদ পলাতক সৈন্যগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিলেন। তিনি নিজে আহত ও জেনিসেরি-সর্দ্দার হাসান নিহত হইলেন। পঁচিশ হাজার উৎকৃষ্ট সৈন্য রণক্ষেত্রে দেহরক্ষা করিল। তিন শত কামান ও যাবতীয় রণ-সম্ভার খৃষ্টানদের হস্তগত হইল। বিশ দিন

পরে হুনিয়াডি দেহত্যাগ করিলেন; দুই মাস পরে বেলগ্রেদের প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা ক্যাপিষ্ট্রানেরও মৃত্যু হইল। পোপ ন্যায়তঃ তাঁহাকে 'সেণ্ট' বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইলেন।

আল্‌বেনিয়ায়ও সোলতান অনুরূপ বাধা পাইলেন। পিতা, পুত্র কেহই সহজে এপিরাসের জাতীয় বীর এস্কান্দর বেগকে দমন করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রকৃত নাম জর্জ্জ ক্যাষ্ট্রিওট। তাঁহার পিতা জন ক্যাষ্ট্রিওট এমালথিয়ার লর্ড (সামন্ত) ছিলেন। তিনি সোলতানের * অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়া তাঁহার চারি পুত্রকে আদ্রিয়ানোপলে প্রেরণ করেন। তিন পুত্র বাল্যকালেই গতাসু হয়; চতুর্থ জর্জ্জের শক্তি, সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া সোলতান তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি মোসলমানরূপে প্রতিপালিত হন। সোলতান আদর করিয়া তাঁহার নাম দেন এস্কান্দর বেগ। জনের মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন; প্রতিদানে এস্কান্দর বেগ সঞ্জক বের পদে নিযুক্ত হন।

কিন্তু সোলতানের স্নেহ বা পদ-মর্য্যাদা এস্কান্দর বেগকে তৃপ্তি দান করিতে পারিল না। তিনি চাহিলেন, স্বদেশের রাজা হইতে।

---

* ক্রেসী ও লেনপুলের মতে জন মুরাদের অধীনতা স্বীকার করেন; কিন্তু গিবন বলেন, ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে জর্জ্জের মৃত্যু হয়; নয় বৎসর বয়সে তিনি সোলতানের দরবারে প্রেরিত হন। কাজেই ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৪১২ খৃষ্টাব্দে (প্রথম মোহাম্মদের আমলে) তাঁহার আদ্রিয়ানোপল গমন। মুরাদ ইহার বার বৎসর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং তিনি জর্জ্জকে পুরাতন ক্রীতদাসরূপে প্রাপ্ত হন।

হুনিয়াডির সহিত গোপনে তাঁহার পত্র ব্যবহার চলিত। এক যুদ্ধে অগ্রগামী সৈন্যদের পরিচালনা-ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পতাকা ত্যাগ করায় তুর্কদের হার হইল। পরাজয়ের গোলমালের মধ্যে এস্কান্দর বেগ রইস্ কাতেব বা সোলতানের প্রধান সেক্রেটারীকে ধরিয়া নিয়া তাঁহাকে এপিরাসের রাজধানী ক্রুয়া ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য শাসনকর্ত্তার নামে এক পত্র লেখাইয়া লইলেন। লেখা শেষ হওয়া মাত্রই হতভাগ্য কাতেব সানুচর তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সোলতানের পত্র দেখিয়া শাসনকর্ত্তা ধূর্ত্ত নও-মোসলমানকে কেল্লা ছাড়িয়া দিলেন। এস্কান্দর বেগ তৎক্ষণাৎ ইস্লাম ত্যাগ করিয়া নিজকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম ও জন্মভূমির রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দলে দলে দলে খৃষ্টান তাঁহার পতাকা-নিম্নে সমবেত হইল। ফ্রান্স ও জার্ম্মানী হইতেও অনেক দুঃসাহসী সৈন্য আসিয়া জুটিল। স্থানীয় তুর্ক সৈন্যেরা খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ বা নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইল। মুরাদ একে একে তাঁহার বিরুদ্ধে তিন দল সৈন্য পাঠাইলেন। জর্জ্জ তাহা-দিগকে তাড়াইয়া দিলেন। সোলতান নিজে গিয়াও দুর্গম পার্ব্বত্য জনপদে সুবিধা করিতে পারিলেন না। জর্জ্জের সৈন্যেরা মারাঠাদের ন্যায় গরিলা বা অনিয়মিত যুদ্ধ করিত; সম্মুখে না পাওয়ায় তুর্কেরা তাহা-দের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না।

মোহাম্মদও পিতার চেয়ে বেশী কৃতকার্য্য হইলেন না। সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও পুরাতন বন্ধুতার খাতিরেই উভয় সোলতান জর্জ্জকে শায়েস্তা করার জন্য একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করিতে পারেন নাই। ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ তাঁহাকে সাময়িকভাবে এপিরাস ও আল্বেনিয়ার লর্ড বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু শীঘ্রই দুই পক্ষে আবার যুদ্ধ

বাধিল। এস্কান্দর বেগ আর তুর্ক বাহিনীর প্রতিরোধে সমর্থ না হইয়া ৮০০ সৈন্যসহ ইতালীতে প্রস্থান করিলেন। ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী ভেনিসীয় রাজ্যের অন্তর্গত লিসাসে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার পলায়নের সঙ্গেই এপিরাস, আল্‌বেনিয়া ও হার্জ্জেগোভিনিয়া জেলা তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

অনেক খৃষ্টান ঐতিহাসিকের মতে প্রতিহিংসা ও প্রচ্ছন্ন ধর্ম্ম-প্রেমই এস্কান্দর বেগের বিদ্রোহের কারণ; কিন্তু গিবন তাহা স্বীকার করিতে নারাজ। নয় বৎসর বয়স হইতেই তিনি ইস্‌লামী মতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। খৃষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তখন তাঁহার কোন জ্ঞান জন্মিতেই পারে না। এমতাবস্থায় চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় হঠাৎ তাঁহার মনে খৃষ্ট-প্রেম ঢুকিয়া পড়িবার কি কারণ ঘটিতে পারে, তাহা বুঝা দুষ্কর। পিতৃরাজ্য বাজেয়াপ্ত হওয়ার দরুণ সোলতানের প্রতি তাঁহার মনে ক্রোধ থাকিলে তিনি বহু পূর্ব্বেই স্বদেশে পলাইয়া যাইতে পারিতেন; দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভুর নেমক ধ্বংস ও পুরস্কার গ্রহণ করার কোনই গরজ ছিল না। বস্তুতঃ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এই ঘৃণ্য নেমক-হারামি করেন, কোন মহত্তর বৃত্তির তাড়নায় নহে। তুর্কেরা হুনিয়াডির দেশপ্রেমের প্রশংসা করিলেও বিশ্বাসঘাতক ও ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া এস্কান্দর বেগের নিন্দা করিয়া গিয়াছে। প্রকৃত দেশপ্রেমিক হইলে তিনি তাঁহার কার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া নিশ্চিতই ইহা হইতে বিরত হইতেন। সামান্য শক্তি লইয়া কিরূপে তিনি দীর্ঘ বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিপুল ক্ষমতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেন, প্রধানতঃ তাহাই তাঁহার চরিত্রে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

এস্কান্দর বেগের বিদ্রোহের গুরুত্ব আল্‌বেনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতায়

নহে ; হুনিয়াডি ও জন ক্যাপিষ্টান যেমন কিয়ৎকালের জন্য উত্তরাঞ্চলে তুর্কদের অগ্রগতি রুদ্ধ রাখেন, এস্কান্দর বেগের জন্যও তেমনি তাহারা কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ইতালীর দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ভেনিস আক্রমণের চেষ্টা পাইল। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে এই সাধারণ-তন্ত্র দীনতা স্বীকার করিয়া সোলতানের সহিত এক সন্ধি করে। কিন্তু এস্কান্দর বেগের কৃতকার্য্যতায় উহার লুপ্ত সাহস ফিরিয়া আসিল। এই ঔদ্ধত্যের জন্য মোহাম্মদ উহাকে শাস্তি দানে বদ্ধপরিকর হইলেন। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিল। লেস্‌বস্, লেম্‌নস, সেফালোনিয়া ও অন্যান্য দ্বীপ একে একে সোলতানের হাতে আসিল। দীর্ঘ অবরোধের পর ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ইউবিয়া বা নিগ্রোপন্ত মাহ্‌মুদ পাশার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে তুর্ক বাহিনী আদ্রিয়াতিক সাগরের উত্তর প্রান্তস্থ ফ্রুইলি জেলায় প্রবেশ করিল। ভেনিসিয়ানেরা ইসোঞ্জো নদীর মোহনা হইতে গার্জ্জ পর্য্যন্ত খাত কাটিয়া এবং গার্দিনা ও ফোগলিয়ানিয়ায় দুর্গ-বেষ্টিত শিবির স্থাপন করিয়া বৃথাই তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা পাইল। তুর্কেরা সে বৎসরই অক্টোবর মাসে উহা অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিল। ওমর পাশা টেগলিমেণ্টো নদী উত্তীর্ণ হইয়া পিয়াভির তীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা বিনা বাধায় চারিদিক্ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ভেনিস ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি সোলতানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল (১৪৭৯)।

সম্রাট কনষ্টাণ্টাইনের ভ্রাতা টমাস ও ডেমেট্রিয়াস মোরিয়ার ডিস্‌পট (রাজা) ছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁহারা ইতালী গমনে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বিজয়ী সোলতান ১২০০ ডুকাট কর গ্রহণ

করিয়া তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে বহাল রাখিলেন (১৪৫৩)। সাত বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন না। ইতোমধ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ভীষণ আত্ম-কলহ উপস্থিত হইল। আল্-বেনিয়ার দুর্দ্দান্ত দস্যুরা তাঁহাদের রাজ্যে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাইতে লাগিল। ডেমেট্রিয়াসকে বাধ্য হইয়া সোলতানের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইল। ইতঃপূর্ব্বেই করিন্থ মোহাম্মদের হস্তগত হয়। স্পার্টা অধিকার করিয়া তিনি ডেমেট্রিয়াসকে রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত বিবেচনায় সিংহাসন হইতে অপসৃত করিলেন। পদচ্যুত রাজা থ্রেসে একটী নগর এবং ইম্ব্রস ও নিকটবর্ত্তী দুইটী দ্বীপ পাইলেন ; তাঁহার কন্যা সোলতানের হেরেমে প্রবেশ করিলেন। টমাস প্রথমে কর্ফু ও পরে ইতালীতে পলাইয়া গেলেন। পোপ তাঁহাকে ৬০০০ ডুকাট বৃত্তি দিলেন। তাঁহার পুত্র ম্যানুয়েল স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সোলতানের অতিথি হইলেন। তৎ-পুত্র ইস্‌লামে দীক্ষা গ্রহণ করিলে পূর্ব্ব রোমান সম্রাটদের শেষ স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

গ্রীস ও ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি এখন প্রধানতঃ তুর্কদের হাতে আসিল। কৃষ্ণ সাগরের তীরে তাহারা সিনোপি ও ট্রেবিজন্দ জয় করিল। সিনোপির রাজা ইস্‌মাঈল বেগ সোলতানের হুকুম পাইয়াই রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। 'ট্রেবিজন্দের সম্রাট' ডেভিড কমেনাসও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিলেন (১৪৬১)। আত্ম-সমর্পণের শর্ত্তানুযায়ী তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল। তিনি রুমেনিয়ার একটী দুর্গে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু পারস্যের সম্রাটের সহিত পত্র বিনিময়ের অভিযোগে শীঘ্রই তাঁহার প্রাণ-দণ্ড হইল। ওস্‌মানিয়া বংশের চির-শত্রু কারামনের রাজাও সোলতানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপলের পর ক্রিমিয়া জয়ই মোহাম্মদের প্রধান কীর্ত্তি। ইহার গৌরব তাঁহার উজীর আজম আহ্‌মদ কেদুকের (১৪৭৩-৭) প্রাপ্য। সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত তুর্ক সেনাপতিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। জেনোয়ার সহিত তখন সোলতানের বিবাদ চলিতেছিল। ক্রিমিয়ার অন্তর্গত কাফ্‌ফা নগর উহার অধিকারভুক্ত ছিল। দৃঢ়তা ও ঐশ্বর্য্যের জন্য উহাকে 'ক্ষুদ্র কনষ্টাণ্টিনোপল' বলা হইত। এক বিরাট নৌ-বহর ও ৪০০০০ সৈন্য লইয়া কেদুক আহ্‌মদ ক্রিমিয়া যাত্রা করিলেন। চারি দিন অবরোধের পর কাফ্‌ফা আত্ম-সমর্পণ করিল। বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য বিজেতার হস্তগত হইল। তিনি ৪০০০০ অধিবাসীকে কনষ্টাণ্টিনোপলে চালান দিলেন। ১৫০০ অভিজাত-বালক জেনিসেরি হইতে বাধ্য হইল। ইহার পর উজীর আজম চেঙ্গিজ খাঁর বংশধরদের হাত হইতে উপদ্বীপের অবশিষ্ট অংশ কাড়িয়া লইলেন (১৪৭৫)। ক্রিমিয়ার খাঁরা তিন শতাব্দীর জন্য সোলতানের করদ রাজায় পরিণত হইলেন।

ইতালীর প্রতি মোহাম্মদের বরাবরই লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি যুগপৎ রোড্‌স্ ও ইতালী জয়ের জন্য সৈন্য সজ্জিত করিলেন। রোড্‌স্ তখন সেণ্ট্ জনের নাইটদের অধীন। তাইমুর কর্ত্তৃক স্মার্ণা হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা ১৪১১ খৃষ্টাব্দে এখানে বসতি স্থাপন করে। যে সকল বাণিজ্য-জাহাজ কনষ্টাণ্টিনোপল ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে যাতায়াত করিত, তাহা লুণ্ঠন করিয়া তাহারা এক চমৎকার ব্যবসায় চালাইত। এই জলদস্যুদিগকে স্থানচ্যুত করিতে না পারিলে তুর্ক নৌ-বহর নিরাপদে পূর্ব্ব ভূ-মধ্য সাগরে বিচরণ করিতে পারিত না। তজ্জন্য এপ্রিল মাসে মসিহ্ পাশা ১৬০ খানা রণতরী এবং বহু কামান ও সৈন্য লইয়া রোড্‌সে অবতরণ করিলেন। কয়েকটী ক্ষুদ্র স্থান অধিকারের

পর প্রধান নগর অবরুদ্ধ হইল। গ্র্যাণ্ড মাষ্টার পিটার ডা'বুসন শত্রুদিগকে প্রবল বাধা দান করিলেন। কিন্তু তুর্ক সেনাপতি অসময়ে সামরিক কঠোরতা বা অর্থ-গৃধ্নুতা না দেখাইলে নাইটেরা কিছুতেই দুর্গের পতন রোধ করিতে পারিত না। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধ ও ঘোর যুদ্ধের পর তুর্কেরা ২৮শে জুলাই শেষ আক্রমণ করিয়া দুর্গ-প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহার উপর অর্দ্ধচন্দ্র উড়াইয়া দিল। এমন সময় মসিহ্ পাশাকে ভূতে পাইল। তিনি ঘোষণা করিলেন, সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য সোলতানের বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাতে সৈন্যদের বিরক্তি ও অসন্তোষের সীমা রহিল না। যাহারা নগরের বাহিরে ছিল, তাহারা ভগ্ন-স্থানের সহযোগীদের সাহায্যে গমন করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। এই সুযোগে রক্ষী সৈন্যেরা তাহাদিগকে নগরের বাহিরে তাড়াইয়া দিল। মসিহ্ পাশার মুর্খতার ফলে অর্দ্ধ শতাব্দীর জন্য রোড্স্ রক্ষা পাইল।

এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও সামুদ্রিক কর্ত্তৃত্ব অনেকটা তুর্কদের হাতে রহিল। তাহারা তখন লিভান্তে দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশের মালিক। তাহাদের দুর্গশ্রেণী হেলেস্পণ্ট্ ও বস্ফোরাস পাহারা দিত। ভেনিসের নৌ-সেনাপতি লোরোডানো পর্য্যন্ত উহা অতিক্রমের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। কোন ইউরোপীয় জাহাজ মর্ম্মরা সাগরে প্রবেশ করিতে পারিত না। ক্রিমিয়া ও আজভ সাগরের তীরে জেনোয়ার যে কয়টী বন্দর ছিল, স্বদেশের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় উহাদের গুরুত্ব হ্রাস পায়; কেদুক আহ্মদ ইতঃপূর্ব্বে তাহাও কাড়িয়া লন। এমতাবস্থায় তুর্কেরা যে সমুদ্রের কর্ত্তৃত্ব লইয়া ভেনিস্ ও রোড্সের সঙ্গে সফলতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, তাহাতে বৈচিত্র কি?

যে দিন মসিহ্ পাশা রোড্সের অবরোধ উঠাইতে বাধ্য হন, সে দিন

সুদূর পশ্চিমে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। ২৮শে জুলাই ক্রিমিয়া-বিজয়ী কেদুক আহ্মদ ইতালীর দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে কোন তুর্ক সেখানে পদার্পণ করে নাই। পনর দিন পরে তিনি জল ও স্থল আক্রমণে ব্রিন্দিসির নিকটস্থ ওট্রাণ্টো দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। উহা তখন ইতালীর চাবি বলিয়া বিবেচিত হইত। এইরূপে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে ইস্লামের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইল। পর বৎসর মোহাম্মদ আবার বিপুল রণ-সজ্জা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার লক্ষ্যস্থল কাহারও জানা ছিল না। তিনি আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে খৃষ্টান জগতের ভাগ্যে কি ঘটিত, বলা কঠিন। ওট্রাণ্টোর পর হয়ত রোমের পালা আসিত। ত্বরা যে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ইউরোপ রক্ষা পাইল।

দিগ্বিজয়ী মোহাম্মদ পিতার ন্যায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজ্য বিস্তারের দিক্ দিয়া তাঁহার রাজত্ব-কাল আরও গৌরবময় হইলেও মুরাদের ন্যায় তিনি নৈতিক গুণের অধিকারী ছিলেন না। হুনিয়াডি ও হাঙ্গেরীয়দের অনুকরণে বার বার তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেন; সরল বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করিয়া একাধিক রক্ষী সৈন্যদল তাঁহার হস্তে মৃত্যু বরণ করে; বোস্নিয়ার রাজাও এভাবে নিহত হন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি তাঁহার এক শিশু-ভ্রাতাকে হত্যা করাইবার ব্যবস্থা করেন। রাজত্বের কণ্টক দূর করা বুদ্ধিমানের কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশুর দ্বারা তাঁহার কি ক্ষতি হইতে পারিত, তাহা বুঝা দুষ্কর।

এই সকল দোষ সত্ত্বেও মোহাম্মদের চরিত্র নানা গুণে বিভূষিত ছিল। কৌশল; যোগ্যতা ও সাহসে তিনি শ্রেষ্ঠ ওস্মানিয়া সোলতানদের অন্যতম। তিনি যে এক জন বড় যোদ্ধা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেনাপতি

হিসাবে তিনি এমন কি তাঁহার পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগতি ও মনোভাব গোপন রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার কৃতকার্য্যতা লাভের প্রধান কারণ। একদা কেহ তাঁহাকে কোন অভিযান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন, "আমার এক গাছা শ্মশ্রুও যদি তাহা জানিতে পারিত, আমি তৎক্ষণাৎ উহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিতাম।" সামরিক প্রতিভার ন্যায় দূরদর্শী রাজনৈতিক এবং ব্যবস্থাপক হিসাবেও তাঁহার নৈপুণ্যের কথা অস্বীকার করা যায় না। ওসমানিয়া বংশের অনেক আইন তাঁহারই প্রণীত। দিগ্বিজয়ী হিসাবে তাঁহাকে আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি দুইটী সাম্রাজ্য, বারটী রাজ্য ও দুই শত নগর জয় করেন। কেবল রোড্‌স্‌ ও বেলগ্রেদই তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পায়। কনষ্টান্টিনোপল জয় তাঁহাকে অমর যশের অধিকারী করিয়াছে। এই সময় তাঁহার বয়স তেইশ বৎসর মাত্র; গ্র্যানিকাসের যুদ্ধকালীন আলেকজাণ্ডার অপেক্ষা তিনি মাত্র এক বৎসরের বড় ও লোদির যুদ্ধরত নেপোলিয়ন অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট।

মোহাম্মদ কেবল শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, সম্রাট, সেনাপতি, ব্যবস্থাপক ও দিগ্বিজয়ী বলিয়াই ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত হন নাই, সর্ব্বপ্রকার মানসিক গুণের জন্যও তাঁহার খ্যাতি এতদপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। তিনি অতি সুশিক্ষিত ও অসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।*

* "His merits also as a far-sighted statesman, and his power of mind as a legislator are as undeniable as are his military talents. He was also keenly sensible to all intellectual gratifications, and he was himself possessed of unusually high literary abilities and attainments."—Creasy, 75-6.

সর্ব্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য শিক্ষকগণের প্রাণপণ যত্নে তিনি দ্রুত জ্ঞান লাভ করেন। তুর্ক ব্যতীত আর্‌বী, পার্‌সী, হিব্রু, লাটিন ও গ্রীক এই পাঁচটী বিদেশী ভাষা তাঁহার আয়ত্ত ছিল। ফলে বিভিন্ন জাতীয় প্রজাবর্গের মনোভাবের সহিত তিনি সহজেই পরিচিত হইতে পারিতেন। জগতের ইতিহাস ও ভূগোল তাঁহার ভাল জানা ছিল। তিনি ফলিত জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রেও বেশ জ্ঞান রাখিতেন। সোলতান নিজেই সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

বিদ্বজ্জনের সংসর্গে তিনি আনন্দ লাভ করিতেন। ত্রিশ জন তুর্ক কবি তাঁহার নিকট বৃত্তি পাইতেন। ভারতের খোজা-ই-জাহান ও পারস্যের মহাকবি জামীকেও তিনি প্রতি বৎসর মূল্যবান উপহার পাঠাইতেন। খৃষ্টানেরাও তাঁহার বদান্যতায় বঞ্চিত হইতেন না। বিখ্যাত লাটিন কবি ফিলেপাস সোলতানের নামে একটী কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার শ্বাশুড়ী ও শ্যালিকাদের উদ্ধার সাধন করেন। তিনি আগ্রহের সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বীর-পুরুষদের জীবন-চরিত পাঠ করিতেন। তাঁহার আদেশে প্লুটার্কের 'চরিত-মালা' লাটিন হইতে তুর্কি ভাষায় অনুদিত হয়।

শিল্প-স্থাপত্যের উন্নতির প্রতিও মোহাম্মদের তুল্য লক্ষ্য ছিল। বহু ইতালীয় শিল্পী তাঁহার আমন্ত্রণে কনষ্টাণ্টিনোপলে আগমন করেন। বিখ্যাত জেণ্টাইল বিলেনিও তাঁহাদের অন্যতম। সোলতান তাঁহাকে একটী সোণার হার, গলবন্ধ ও তিন হাজার ডুকাট উপহার দেন। তিনি রীতিমত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেন, কখনও মদ্য পান করিতেন না। পেট্রার্কের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। সদাশয় সোলতান অনেক কলেজ ও মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করেন। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে 'সৎকার্য্যের জনক' বলিয়া অভিহিত করিত।

কানূনী মোহাম্মদ

কেবল বড় দিগ্বিজয়ী বলিয়াই দ্বিতীয় মোহাম্মদ জগদ্বিখ্যাত হন নাই, এক জন শ্রেষ্ঠ কানূনী বা ব্যবস্থাপক বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাঁহার কানূন বা আইনাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে তুরস্কের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার একটু আভাস দেওয়া অন্যায় হইবে না।

দ্বিতীয় মোহাম্মদ রাজ্যকে শিবির ও রাজাকে উহার সিংহ-দ্বারের সহিত তুলনা করিতেন। উজীরেরা এই শিবিরের প্রথম, কাজী আস্‌করেরা দ্বিতীয়, দফতরদারেরা (খাজাঞ্চি) তৃতীয় ও নিশানদীরা (সেক্রেটারী) চতুর্থ স্তম্ভ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। উজীরেরাই প্রধান স্তম্ভ। দ্বিতীয় মোহাম্মদের সময় চারি জন উজীর ছিলেন। উজীর আজম ছিলেন সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। উজীরদের পরেই আইন বিভাগের কর্ম্মচারীদের স্থান। কাজী আস্‌কর বা প্রধান বিচারপতি এই বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী। ইঁহাদের এক জনের উপর এসিয়ার ও অন্য জনের উপর ইউরোপের ভার ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদিগকে যথাক্রমে আনাতোলিয়ার ও রুমেলিয়ার কাজী আস্‌কর বলা হইত। খোদায়া, মুফ্‌তি ও কনষ্টাণ্টিনোপলের কাজী এই বিভাগের অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারী। খোদায়া সোলতান ও শাহ্‌জাদাদের শিক্ষক ছিলেন; মুফ্‌তি আইনের ব্যাখ্যা করিতেন।

রাজ-সভাকে দেওয়ান বলা হইত। সোলতানের অনুপস্থিতিতে উজীর আজম সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। রইস্‌ এফেন্দি বা সাধারণ সেক্রেটারী তাঁহার সম্মুখে, উজীর ও কাজী আস্‌করেরা তাঁহার

দক্ষিণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতেন। সোলতানের মোহর রক্ষার ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত থাকিত। দরকার হইলে তিনি নিজ প্রাসাদেও বিশেষ দরবার আহ্বান করিতে পারিতেন। দ্বিতীয় মোহাম্মদের আমলে প্রধানতঃ বে বা বেগ ও বেগলার বেগেরাই প্রদেশ শাসন করিতেন। তাঁহারা ছিলেন জায়গীরদারদের সর্দ্দার। এই জায়গীরদারেরা যুদ্ধের সময় সোলতানের সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। তাঁহারা জিলার সর্দ্দারের সঞ্জক বা পতাকার নিম্নে সমবেত হইতেন। ইহা হইতে জিলার নামই সঞ্জক হইয়া দাঁড়ায়; উহার শাসনকর্ত্তাকে সঞ্জক বে বলা হইত। পাশা (পা+শাহ্) শব্দের অর্থ শাহ্ বা রাজার পা। ইহা প্রথমে একটী সম্মানজনক উপাধি মাত্র ছিল। কালক্রমে সামরিক কর্ম্মচারী ও জেলা বা বড় বড় শহরের শাসনকর্ত্তারাই এই উপাধি গ্রহণ করার একমাত্র অধিকারী হইয়া দাঁড়ান।

দ্বিতীয় মোহাম্মদের সময় কেবল ইউরোপেই ছত্রিশটী সঞ্জক ছিল। ইহাদের প্রত্যেকটী হইতে ৪০০ অশ্বারোহী পাওয়া যাইত। আজব ও আকিঞ্জি ব্যতীত সমগ্র সাম্রাজ্যের নিয়মিত অশ্বারোহী ও পদাতিকের সংখ্যা এক লক্ষের উপর ছিল। তাঁহার সময় বিশ লক্ষাধিক ডুকাট রাজস্ব আদায় হইত। জেনিসেরিরা তখনও তুর্ক বাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল। তাহাদের সংখ্যা এই সময় বার হাজারে পরিণত হয়। ইংরেজ ও সুইজ ব্যতীত ইউরোপের আর কোন জাতিই তখনও এরূপ সুসজ্জিত পদাতিক বাহিনী গঠন করে নাই। মোহাম্মদ জেনিসেরিদের বেতন ও সুবিধা অনেক বাড়াইয়া দেন।

তুর্কেরা আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিত। যেখানে সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার যে উন্নতি হইত, তাহারা তাহাই সযত্নে গ্রহণ করিত।

সাহসী, অথচ বিশৃঙ্খল অৰ্দ্ধ-সজ্জিত খৃষ্টান বাহিনীর উপর তাহাদের জয়লাভের ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। রসদ-বিভাগের সুব্যবস্থাও এজন্য কম দায়ী নহে। গ্রীক লেখক চালুকুণ্ডিলাস দ্বিতীয় মুরাদের সময়ের তুর্ক বাহিনীর সুশৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়ম প্রতিপালনের এবং তাহাদের সুব্যবস্থিত শিবিরে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য-দ্রব্য আমদানীর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সৈন্যদের পথ-ঘাট পরিষ্কারের জন্য এক দল ও যথাসময়ে তাহাদের রসদ-পত্র ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার জন্য আর এক দল লোক বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকিত। বিরাট এক দল ভারবাহী পশু নিয়তই তুর্ক বাহিনীর অনুগমন করিত। দিগ্বিজয়ী মোহাম্মদ ও তাঁহার পৌত্র সোলতান সেলিমের অভিযানে, বিশেষতঃ কনষ্টাণ্টিনোপল আক্রমণে এরূপ উন্নত বদান্যতা ও পরিণাম-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে খৃষ্টান জগতের কোন রাজ্যই সৈন্যদের সুখ-সুবিধার জন্য এরূপ দৃশ্যতঃ উদার, অথচ প্রকৃতপক্ষে মিতব্যয়ী নীতি অবলম্বন করে নাই। *

তুর্কেরা কোন নূতন জনপদ জয় করিলে উহা তিন ভাগে বিভক্ত হইত; এক ভাগ ধৰ্ম্ম-বিভাগের হাতে যাইত; উহার আয় মস্‌জেদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ব্যয়িত হইত। এই সম্পত্তির নাম হইত ওয়াক্‌ফ্। দ্বিতীয় ভাগ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। মালিক মোসলমান হইলে উৎপন্ন শস্যের

* "There was certainly no state of Christendom during the fifteenth or sixteenth century, which cared for the well-being of its soldiers, on such seemingly generous, but really economical principles."—Creasy, 99-100.

দশমাংশ (ওশর) ও খৃষ্টান হইলে অষ্টমাংশ হইতে অর্দ্ধাংশ কর দিত ; এতদ্ব্যতীত মোসলমানকে জাকাৎ (আয়ের ১/৪০) ও অ-মোসলমানকে জিজ্‌য়া দিতে হইত। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সরকারী জমি বলিয়া গণ্য হইত। ইহার অধিকাংশই খ্যাতনামা সৈন্যেরা জায়গীর পাইত। তিমার বা ছোট জায়গীর তিন হইতে পাঁচ শত ও জিমায়েত পাঁচ শতাধিক একর জমি লইয়া গঠিত হইত। ইহার উপরেও বে-লিক নামে এক শ্রেণীর বড় জায়গীর ছিল। সামরিক জায়গীরদারেরা সাধারণতঃ সিপাহী বা অশ্বারোহী নামে পরিচিত হইতেন। প্রতি ৩০০০ মুদ্রা (aspres) আয়ের জন্য তাঁহাদিগকে যুদ্ধের সময় এক জন অশ্বারোহী যোগাইতে হইত। তিমার ও জিয়ামত পুরুষ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বংশানুক্রমিক ছিল বলিয়া মনে হয়। কেহ লা-ওয়ারিস মরিলে বা জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইলে জিলার বেগলার-বেগ সোলতানের অনুমোদনক্রমে নূতন জায়গীরদার নিযুক্ত করিতেন। বেগ ও বেগলার-বেগের পদ বা সম্পত্তি কিছুই প্রথমে বংশানুক্রমিক ছিল না ; কিন্তু সাধারণতঃ পিতার পর পুত্রই উত্তরাধিকারী হইতেন ; পরবর্ত্তী কালে এই রীতি অনেক ক্ষেত্রে স্বত্ব হইয়া দাঁড়ায়।

ইউরোপীয় ও তুর্ক জায়গীর প্রথার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় তুরস্কে কোন অভিজাত-শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে প্রথমে ইহাতে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তুরস্কের প্রাথমিক সোলতানদের অসাধারণ উদ্যম ও যোগ্যতা, জেনিসেরি বাহিনী এবং তুর্কদের ধর্ম্ম ও জাতীয় চরিত্রই এজন্য প্রধানতঃ দায়ী।

সাধারণতঃ দুর্ব্বল ও অপদার্থ রাজাদের আমলেই ইউরোপে জায়গীর-প্রথা শিকড় গাড়িয়া বসে। তাঁহাদিগকে এক দিকে বৈদেশিক আক্রমণ-

কারী ও জায়গীরদার এবং অন্যদিকে রোমের পোপ বা দেশীয় যাজকদের সহিত বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত। পক্ষান্তরে যে সকল সোলতান তুর্ক সাম্রাজ্যের বিস্তার ও দৃঢ়তা সাধন করেন, তাঁহাদের সকলেই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। কোন দেশী বা বিদেশী শত্রু সহজে তাঁহাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে সাহস করিত না। তাঁহারা কোন পোপ মানিতেন না, নিজেরাই মুফ্‌তি প্রভৃতি ধর্ম্ম-বিভাগের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। সুতরাং যাজকদের সহিত কখনও তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিত না। দৃঢ়, স্থায়ী বাহিনী হাতে থাকায় তাঁহারা জায়গীরদারদিগকে নিয়ত কঠোর শাসনে রাখিতে পারিতেন। ইউরোপের ন্যায় তুর্ক জায়গীরদারদের যুদ্ধ, বিচার ও পত্তন করার ক্ষমতা ছিল না; তজ্জন্য তাঁহারা উদ্ধত, অবাধ্য খৃষ্টান ভূম্যধিকারীদের ন্যায় সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া, সৈন্য পুষিয়া ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাজার বিরোধিতা ও নিরীহ প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করিতে পারেন নাই।

ইস্‌লাম সাম্যবাদী ধর্ম্ম। সোলতানের সমস্ত প্রজাই তাঁহার চক্ষে সমান। তুর্কেরা ইহা কেবল মুখেই স্বীকাব করিত না, তাহাদের সমাজে এই নীতি বাস্তবিকই কার্য্যে পরিণত হয়। তাহারা কিছুতেই কাহারও বিশেষ অধিকার স্বীকার করিত না। যাহাদের দেহে জার্ম্মান বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান শোণিত আছে, তাহাদের ন্যায় তুর্কদের কথায় কথায় জন-সভা ডাকিবার বাতিক ছিল না। কাজেই কেহ মোড়লী করিবার সুযোগ পাইত না। সোলতান দীনতম মজুর বা কারিগরকে সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে নিযুক্ত করিলে কেহই তাহাতে বিস্মিত বা বিরক্ত হইত না। বস্তুতঃ যোগ্যতাই ছিল উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি, ছোট লোক বা বড় লোক নহে। কোপ্রিলি প্রভৃতি দুই একটী বংশ ব্যতীত তুরস্কে

কাহারও কোন পারিবারিক উপাধি নাই। ইহাও দুর্ব্বল সোলতানদের আমলের সৃষ্টি। দ্বিতীয় মাহ্‌মুদের (১৮০৮-৩৯) পূর্ব্ববর্ত্তী দেড় শতাব্দীর পূর্ব্বে তুরস্কে কখনও আভিজাত্যের নাম-গন্ধও ছিল না। যে কোন কারণেই হউক, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত যে, সোলতানেরা জায়গীর-প্রথার সামরিক সুফল ভোগ করিলেও ইহার সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিশাপ (গৌরবের যুগে) তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ইউরোপীয় সভ্যতার অঙ্গ। তুর্কদের মধ্যেও ইহা বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের একটী এস্‌নাফ বা সমিতি ও প্রত্যেক গ্রামে মু'তাবর বা মাতব্বরদের একটী সভা (মিউনিসিপ্যালিটী) ছিল। গ্রামবাসীরাই মাতব্বর নির্ব্বাচন করিত। তাঁহারা কর নির্দ্ধারণ ও কর আদায় করিতেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা আপোষে মিটাইয়া দিতেন, সরকারী কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিবাদ জানাইতেন, প্রয়োজনীয় দলীল-পত্রে সাক্ষী হইতেন। এই চমৎকার পদ্ধতি কেবল তুর্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; গ্রীক, বুলগার ও আর্ম্মেনিয়ানদের মধ্যেও ইহা প্রসার লাভ করে। তুর্কদের নিকট হইতেই এই সকল জাতি ইহা শিক্ষা করে বলিয়া ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস।

ওলেমা বা আলেম (শিক্ষিত) সমাজ কানূনী মোহাম্মদের রূপক শিবিরের অন্যতম স্তম্ভ। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা, বিশেষতঃ অর্খান কলেজ ও মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতেন। মোহাম্মদ তাঁহাদের সকলকেই ছাড়াইয়া যান। তিনিই ওলেমা সমাজকে সংগঠিত করিয়া তাঁহাদের নিয়মিত শিক্ষা ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করেন। কেবল পাশব সাহস ও সামরিক কৌশলে যে একটী বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টি ও রক্ষা করা চলে না, কনষ্টাণ্টিনোপল-বিজেতার তাহা খুব ভালরূপেই জানা ছিল।

তিনি নিজে বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন; সাধারণ বিজ্ঞানে তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল; কাজেই তিনি প্রজাবর্গের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, রীতিমত ন্যায়-বিচার করিতে হইলে লোকে বিচারকদিগকে মান্য করা চাই। এই সম্মান পাওয়ার জন্য কেবল তাঁহাদের শিক্ষা ও সাধুতা থাকিলেই চলিবে না; রাজ সরকারে তাঁহাদের পদ ও মর্য্যাদা থাকা প্রয়োজন; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে অর্থাভাব ও প্রলোভন হইতে বিমুক্ত রাখাও দরকার।

তুরস্কের প্রত্যেক শহরের প্রত্যেক পাড়ায় ও প্রায় প্রত্যেক বড় গ্রামেই মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মোহাম্মদ মাদ্রাসা নামে বহু-সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপন ও উহাদের ব্যয়-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ছাত্রদিগকে দশ বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যাকরণ, বাক্য-বিন্যাস, ভাষা-তত্ত্ব, ভাষা-পদ্ধতি (Science of style), এক শব্দাত্মক অলঙ্কার (science tropes), অলঙ্কার-শাস্ত্র, জ্যামিতি, পদার্থ-বিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। এই পাঠ্যতালিকার সহিত পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্যারিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের অবশ্যই তুলনা চলিতে পারে। * তুর্ক কলেজের ছাত্রেরা এই দশটী বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিলে দানেশমন্দ্ (জ্ঞান-প্রাপ্ত) উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। পাশ্চাত্যের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদের ন্যায় তাঁহারাও তখন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দানের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেন।

---

* "This is a curriculum which will certainly bear comparison with those of Paris and Oxford in the middle of the fifteenth century."—Creasy, 104.

দানেশমন্দ্ আরও উচ্চ শিক্ষা লাভ না করিয়া কোন নিম্ন-বিদ্যালয়ের (মাইনর স্কুল) প্রধান শিক্ষক হইতে পারিতেন ; কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি ওলেমা সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। ওলেমা হইতে বা শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর চাকুরী পাইতে হইলে তাঁহাকে কয়েকটী জটিল আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর পর আরও কয়েকটী উপাধি গ্রহণ করিতে হইত। যাহাতে কেবল উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত ও যোগ্যতা-সম্পন্ন লোকেরাই ওলেমার অন্তর্ভুক্ত হয়, তুর্ক সরকার সে দিকে যেমন অত্যধিক লক্ষ্য রাখিতেন, তেমনি তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত বাহ্য সম্মান দেখাইতেন এবং তাঁহাদিগকে প্রচুর সম্পত্তি ও অনেক বিশেষ সুবিধা দান করিতেন। তাঁহারাই উচ্চ বিদ্যালয়ের (High school) মোদারের্স বা অধ্যাপক (Professor) হইতেন ; কাজী বা ক্ষুদ্র শহর ও মফঃস্বলের জিলার বিচারপতি, মোল্লা বা প্রধান নগরাবলীর বিচারক, ইস্তাম্বুল এফেন্দি বা কনষ্টান্টিনোপলের বিচারপতি ও প্রধান পরিদর্শক (Inspector-General), মুফ্তি বা সোলতানের আইন-ব্যাখ্যাতা এবং কাজী আস্কর বা রুমেলিয়া ও আনাতোলিয়ার প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি বিচার-বিভাগের সমস্ত পদ ওলেমার একচেটিয়া ছিল। তাঁহাদিগকে কেহ যেন যাজক বলিয়া ভুল না করেন। ইমাম বা নমাজের নেতা, শেখ বা ধর্ম্ম-প্রচারক প্রভৃতি যে সকল লোক তুরস্কে যাজকতা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ওলেমার এক অতি নিম্নতর অংশ মাত্র। কাজেই তাঁহাদিগকে যাজক না বলিয়া আইনজ্ঞ সমাজ বলাই অধিকতর সঙ্গত। যাজক বলিতে প্রকৃতপক্ষে যাঁহাদিগকে বুঝায়, তুরস্কের ন্যায় আর কোন দেশেই তাঁহাদের এত কম আধিপত্য নাই ; আইনজ্ঞেরাও আর কোন দেশে এত অধিক সম্মান পান না। তুর্কেরা গুরু, সুদক্ষ শিক্ষক ও

বিখ্যাত বিদ্বান্ লোকদিগকে যে কোন খৃষ্টান জাতি অপেক্ষা অধিক সম্মান করে।

এ পর্য্যন্ত কেবল শাসক জাতির কথাই আলোচিত হইয়াছে, এখন পরাজিত ও অ-দীক্ষিত খৃষ্টান প্রজা, গার্হস্থ্য ক্রীতদাস ও নব-দীক্ষিত খৃষ্টানদের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। ইউরোপীয় তুরস্কের অধিকাংশ লোকই খৃষ্টান; এসিয়িক তুরস্কেও তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট। তাহাদিগকে রায়া (রায়তের বহু-বচন) বলা হইত। 'নত মাথা কাটিতে নাই', ইহাই তুর্ক আইনের নীতি। এক বার মুফ্তিকে প্রশ্ন করা হয়, "সোলতানের এক জন অ-মোসলমান করদ প্রজাকে যদি এগার জন মোসলমান অনর্থক হত্যা করে, তবে কি করা উচিত?" সুবিজ্ঞ মুফ্তি উত্তর দেন, 'মোসলমান হাজার-এক জন হইলেও তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে।' বস্তুতঃ তুরস্কের দেওয়ানী ও ফোজদারী আইনে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কর দানের বিনিময়ে সোলতান তাহাদের ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন। তদুপরি তাহারা অবাধে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিত। খৃষ্টান-জগতের কোথাও প্রজাদের এ অধিকার ছিল না। কনষ্টান্টিনোপল জয়ের পর দিগ্বিজয়ী মোহাম্মদ গ্রীকদিগকে যে সনন্দ দান করেন, তাহাতে এই নীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রায়ার কতকগুলি অসুবিধাও ছিল। তাহারা অশ্ব ও অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না; তাহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র পোষাক পরিতে ও বালক-কর যোগাইতে হইত। নতুবা তাহাদের অবস্থা মধ্য-যুগের খৃষ্টান জগতের বিভিন্ন রাজ্যের য়িহুদীদের অপেক্ষা ভাল ছিল; জার্ম্মানী প্রভৃতি রাজ্য অপেক্ষা এখনও অনেক ভাল। তুর্ক সরকারের অধঃপতনের যুগে তাহাদিগকে সময় সময় যে

অত্যাচার ভোগ করিতে হইত, তাহা অরাজকতার দোষ, আইনের দোষ নহে।

তুর্ক-সংসারে বরাবরই দাসত্ব-প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু জগতের বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন যুগে ক্রীতদাসদের প্রতি যে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তুর্কেরা তাহাদের সহিত তদপেক্ষা সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে; তুর্ক প্রভুদের নিকট তাহাদের উন্নতির আশাও অনেক বেশী। কোরান বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের প্রতি সদয় ব্যবহারের আদেশ দিয়াছে; যে তাহাকে মুক্তি দিবে, নরকাগ্নি তাহাকে স্পর্শ করিবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। তুর্ক আইনে কেহ ক্রীতদাসের প্রতি যদৃচ্ছা নিষ্ঠুরতা দেখাইতে বা তাহাকে পাশব বা অতিরিক্ত শাস্তি দিতে পারে না। তাহারা সাধারণতঃ সদয়-চিত্ত বলিয়া ক্রীতদাসদের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত না। মোসলমান হইলে স্বাধীনতা পাওয়া মাত্রই সে অন্যান্য মোসলমানের সমান অধিকার লাভ করিত। সোলতানের অনেক উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রীতদাস-প্রথা বিদ্যমান থাকায় তিনি উচ্চতম ও সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসজনক পদে পরীক্ষিত প্রবীণ লোক নির্ব্বাচনের যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন।

যে সকল খৃষ্টান স্বেচ্ছায় মোসলমান হইয়া যাইত, তাহাদের মধ্য হইতেও সোলতান অনেক সময় লোক নিয়োগ করিতেন। তুর্ক দরবারে কেহ লোকের পূর্ব্ব-পুরুষ বা জন্মভূমির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিত না। সেখানে সাহস ও যোগ্যতাই ছিল অর্থ, সম্মান ও ক্ষমতা লাভের একমাত্র উপায়। অনেক সাহসী বলবান রায়া ও বৈদেশিক খৃষ্টান প্রতিষ্ঠা লাভের এই দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মোসলমান হইয়া যাইত। তুরস্কের অধঃপতনের যুগেও এই প্রলোভন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই; গৌরবের যুগে

যখন অর্দ্ধচন্দ্র বিজয়ের প্রতীক ছিল, তখন কত লোক এভাবে ইস্‌লাম গ্রহণ করিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মহামতি সোলায়মান ও দ্বিতীয় সেলিমের দশ জন উজীর আজমের মধ্যে আট জনই নও-মোসলমান। এতদ্ব্যতীত এই যুগের বার জন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেনাপতি ও চারি জন সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি ক্রোয়াসিয়া, আল্‌বেনিয়া, গ্রীস, বোস্‌নিয়া, হাঙ্গেরী, ক্যালাব্রিয়া ও রুশিয়ার খৃষ্টান সমাজ হইতে উদ্ভুত। ইস্‌লামের উদারতার গুণে বহু যুগ পর্য্যন্ত খৃষ্টান জগত এভাবে তাহার শত্রুদিগকে যোগ্যতম লোক যোগাইয়া আসিয়াছে।

খৃষ্টানদের শিভালরী

দ্বিতীয় মোহাম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় বায়েজিদ ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল (১৪৮১-১৫১২) তুরস্কের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বে তুর্ক সরকার ভীষণ জড়তা ও অযোগ্যতার পরিচয় দেন। নবীন সোলতান সরল, ধার্ম্মিক, চিন্তাশীল এবং কাব্য ও দর্শনের ভক্ত ছিলেন ; এমন কি তিনি সূফী বলিয়াও খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু পিতার উৎসাহ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। বিগত সোলতানের মতলব কার্য্যে পরিণত করা দূরের কথা, স্বরাজ্য-সীমা বজায় রাখিতেই তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। তিনি যে কোন উপায়ে হউক, শান্তিতে থাকিতে চাহিতেন। কিন্তু যাহারা যত বেশী শান্তিকামী, অশান্তি তাহাদিগকে তত বেশী জড়াইয়া ধরে। তাঁহার দুর্ব্বলতার সুযোগে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া ও মিসরের মাম্‌লুকেরা এসিয়া মাইনর আক্রমণ করিয়া বসে। পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পর সোলতান তাহাদিগকে তিনটী সীমান্ত দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

বায়েজিদের আমলে শিয়া-মত এসিয়া মাইনরে প্রাধান্য লাভ করে। অনেক দস্যু ও ধর্ম্মোন্মাদ এই দলে যোগ দেয়। তাহারা পারস্যের নব-প্রতিষ্ঠিত সূফী বংশের রাজা শাহ্‌ ইস্‌মাঈলকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তাহাদের সর্দ্দার শাহ্‌-কুলি বা শাহের ভৃত্য নাম গ্রহণ করেন। তুর্কেরা তাহাকে শয়তান-কুলি বা 'শয়তানের ভৃত্য' বলিয়া অভিহিত করিত ; কিন্তু শয়তানের ভৃত্যের হাতেই তাহাদিগকে কয়েক বার পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। শেষে উজীর আজম স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে গমন করিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে তিনি ও শয়তানের ভৃত্য দুই জনেই দেহরক্ষা করেন (১৫১১)।

বায়েজিদ ইউরোপে রাজ্য বিস্তারের কোনই চেষ্টা করেন নাই। অথচ পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও ভেনিসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ প্রায় লাগিয়াই থাকিত। এই যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কেবল গ্রীসের অন্তর্গত মদোন, লিপান্তো ও কোরন মাত্র তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৫০০)। পক্ষান্তরে প্রবীণ সেনাপতি আহ্মদ কেতুক কনষ্টান্টিনোপলে আহূত হওয়ায় ওট্রাণ্টো চিরতরে তুর্কদের হাতছাড়া হইয়া যায়। তাঁহার উত্তরাধিকারী খায়রুদ্দীন স্বদেশ হইতে কোনই সাহায্য না পাওয়ায় দীর্ঘকাল বাধা দানের পর ক্যালাব্রিয়ার ডিউকের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। বায়েজিদের নিষ্ক্রিয়তার ফলে এইরূপে মোসলমানদের ইতালী জয়ের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার পর আর কখনও তাহারা সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

পারিবারিক অশান্তিই বায়েজিদের রাজত্বের প্রধান ঘটনা। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জমশেদ সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহাকে দূরে রাখার চিন্তায়ই তাঁহার রাজত্বের প্রথম অর্দ্ধেক অতিবাহিত হয়। তিনি পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য শেষ জীবনও শান্তিতে কাটাইতে পারেন নাই। বায়েজিদ দ্বিতীয় পুত্র আহ্মদকে সিংহাসন দান করিতে চাহেন। কিন্তু কনিষ্ঠ সেলিম যে কোন উপায়ে হউক, রাজ্য হস্তগত করিতে প্রস্তুত ছিলেন। শাহ্জাদাদের মধ্যে তিনিই যোগ্যতম বলিয়া সৈন্যেরা তাঁহাকে ভালবাসিত। তিনি ট্রেবিজন্দের এবং আহ্মদ ও কুর্কুদ এসিয়া মাইনরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেলিম প্রথমে রাজধানীর নিকটে একটী ইউরোপীয় প্রদেশের শাসন-ভার চাহিলেন, শেষে পিতার সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিলেন। সোলতান তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত না করায় তিনি বহু-সংখ্যক অনুচর লইয়া আদ্রিয়ানোপলের

দিকে অগ্রসর হইলেন। শেষে রুমেলিয়ার বেগলার বেগের মধ্যস্থতায় সোলতান পুত্রকে সেমেন্দ্রার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সন্তোষ-বিধান করিলেন।

প্রথম অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া সেলিম সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। শিয়া বিদ্রোহের সময় তিনি এক দিন সসৈন্যে আদ্রিয়ানোপলে ঢুকিয়া পড়িলেন। ক্ষুদ্র এক দল প্রভু-ভক্ত সৈন্য লইয়া বায়েজিদ ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বহু সৈন্য শাহ্‌জাদার পক্ষ ত্যাগ করিল। সেলিম পরাজিত হইয়া অতি কষ্টে ক্রিমিয়ায় পলাইয়া গেলেন। ক্রিমিয়ার খাঁ ছিলেন তাঁহার শ্বশুর। তাঁহার সাহায্যে মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া তিনি পুনরায় সিংহাসনের জন্য যুদ্ধে চলিলেন। অধিকাংশ সৈন্য প্রবল শীতে ও পথশ্রমে বিনষ্ট হইল। তথাপি অদম্য সেলিম অগ্রগমনে ক্ষান্ত হইলেন না। সোলতানের ভীতি প্রদর্শনে কর্ণপাত না করিয়া তিনি আকার্মানের নিকটে তুষারাচ্ছন্ন নীস্তার নদী অতিক্রম করিলেন। শাহ্‌জাদা আহ্‌মদ এই সময় এসিয়ায় রণসজ্জা করিতেছিলেন। এ সংবাদই সেলিমের এই দ্রুত অভিযানের হেতু। কনষ্টান্টিনোপল হইতে ত্রিশ মাইল দূরে উপস্থিত হইলে জেনিসেরিদের আগা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। অতঃপর আর কেহই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইল না। তিনি বিনা বাধায় মহাড়ম্বরে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। সিপাহী, জেনিসেরি ও দুর্দ্দান্ত নাগরিকদের চাপে পড়িয়া ২৫শে এপ্রিল (১৫১২) বায়েজিদ পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। এবার সেলিম আসিয়া সসম্মানে তাঁহার হস্তচুম্বন করিলেন। রাজ্যত্যাগী সোলতান তাঁহার জন্মভূমি ডেমোটিকায় গমনের অভিপ্রায়

জানাইলেন। সেলিম পদব্রজে গিয়া পিতাকে সিংহ-দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিলেন। শারীরিক ও মানসিক অবসাদের ফলে তিন দিন পরে, পথিমধ্যে বৃদ্ধ ভূপতির মৃত্যু হইল।

শাহ্‌জাদা জমশেদের করুণ কাহিনীর জন্যই বায়েজিদের রাজত্ব প্রধানতঃ বিখ্যাত। ইউরোপে তিনি জেম বা জিজিম নামে পরিচিত। সাম্রাজ্যের জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী সে যুগের খৃষ্টানদের—বিশেষতঃ পোপ ও রোড্‌সের নাইটদের সম্মানের প্রগাঢ় কলঙ্ক। মোহাম্মদের দুই পুত্রের মধ্যে জম্‌শেদ নিঃসন্দেহে যোগ্যতম। তিনি পিতার ন্যায়ই সাহসী, উদ্যোগী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কবিতা-চর্চ্চার জন্যও এই প্রতিভাশালী বংশের অন্যান্য লোক অপেক্ষা তাঁহার খ্যাতি অধিক। তাঁহার স্ব-রচিত কাশিদা তুর্কি সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কবিতাগুলির অন্যতম।

পিতার মৃত্যুকালে বায়েজিদ আমাসিয়া ও জমশেদ কারামনের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যে দূত তাঁহার নিকট সংবাদ লইয়া যাইতেছিল, সে পথিমধ্যে বিপক্ষের হস্তে নিহত হওয়ায় বায়েজিদ প্রথমে কনষ্টান্টি-নোপলে পৌঁছিয়া উপহার দানে জেনিসেরিদিগকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন। নতুবা জমশেদের অধীনে ইউরোপে যে তুর্কদের বিজয়-স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে প্রবাহিত হইত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আহ্‌মদ কেদুকের বীরত্বে ও কয়েক জন প্রধান অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত হইয়া জমশেদ মিসরে পলাইয়া গেলেন (১৪৮১)। সোলতানের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি মক্কা-মদীনায় তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করেন। জমশেদ ব্যতীত ওস্‌মানিয়া বংশে প্রথম মোহাম্মদের এক কন্যামাত্র এই গৌরবের দাবী করিতে পারেন। পর বৎসর শাহ্‌জাদা আবার যুদ্ধে নামিলেন। এবারও

তাঁহার হার হইল। দ্বিতীয় বার মিসরে না গিয়া তিনি ইউরোপে ভাগ্য-পরীক্ষার সঙ্কল্প করিয়া মাত্র ত্রিশ জন অনুচর সহ রোড্‌সের নাইটদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন.(জুলাই ২৩, ১৪৮২)।

গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টার ডা'বুসন তুচ্ছ বিবেকের খাতিরে অর্থোপার্জ্জনের এত বড় দাঁও ছাড়িবার পাত্র:ছিলেন না। তিনি এক দিকে শাহ্‌জাদাকে বড় বড় আশার বাণী শুনাইয়া মুগ্ধ রাখিলেন, অন্য দিকে তাঁহাকে নিরাপদে আটক রাখিলে সোলতান নাইটদিগকে কি কি সুবিধা দিতে পারেন, তাহা জানিবার জন্য কনষ্টান্টিনোপলে দূত পাঠাইলেন। বায়েজিদও তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। এজন্য তাঁহাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহার স্বভাবে নিষ্ঠুরতার নামগন্ধও ছিল না। সেলিমের বিদ্রোহ-পতাকা দেখিয়া তিনি অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদয় এতই কোমল ছিল। জমশেদের প্রাণবধে তাঁহার কোনই আগ্রহ ছিল না। ভ্রাতার সহিত আপোষে বিবাদ মিটাইবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করেন। কেবল তিনি রাজ্যভাগে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলিতেন, 'সাম্রাজ্য প্রেয়সীর তুল্য ; দুই জন তাহার অংশীদার হইতে পারে না।' শাহ্‌জাদা জেরুসালেমে বাস করিতে সম্মত হইলে তিনি তাঁহাকে কারামন-রাজ্যের আয় দিতে চাহিলেন। কিন্তু জমশেদ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আপোষের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেলে বায়েজিদ যখন বুঝিতে পারিলেন, সোলতানৎ বা রাজ্যাংশ না পাইয়া জমশেদ কিছুতেই তৃপ্ত হইবেন না, তখন তিনি আত্মরক্ষার খাতিরে গ্র্যাণ্ড্‌ মাষ্টারের প্রস্তাবে কান দিলেন। কথা হইল, যতদিন সেই ধড়িবাজ নাইট শাহ্‌জাদাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিবেন, ততদিন সোলতানের নিকট হইতে তিনি বার্ষিক ৪৫০০০ ডুকাট

পাইবেন। এতদ্ব্যতীত তুরস্ক ও রোড্‌সের মধ্যে শান্তি বিদ্যমান থাকিবে এবং অবাধ বাণিজ্য চলিবে।

সেণ্ট জনের নাইটদের বিভিন্ন স্থানে অনেক দুর্গ ছিল। নভেম্বর মাসে তাহারা দুর্ভাগ্য শাহ্‌জাদাকে দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্তর্গত নাইস্ নগরে প্রেরণ করিল। তাঁহার বিরুদ্ধে যে ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না। ফ্রান্সে পৌঁছিয়াই তিনি হাঙ্গেরী হইয়া রুমেনিয়া গমনের জন্য ফরাসী-রাজের অনুমতি চাহিয়া দূত পাঠাইলেন। নাইটেরা দূতকে পথিমধ্যে আটকাইয়া রাখিয়া নানা ছলে শাহ্‌জাদাকে কয়েক মাস ভুলাইয়া রাখিল। তৎপরে তাহারা তাঁহাকে একে একে রোসিলেস, পোয়্ ও সাসেনাগে স্থানান্তরিত করিল। এই স্থানে দুর্গাধ্যক্ষের সুন্দরী কন্যা ফিলিপাইন হেলেনের সহিত তাঁহার প্রেম জন্মিল। ফলে বন্দী জীবনের একঘেঁয়েমি কতকটা হ্রাস পাইল। এই প্রেমের পরিণাম বিপজ্জনক হইয়া উঠিলে নাইটেরা একটী সপ্ততল বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে সেখানে আটক করিয়া রাখিল

সাত বৎসর পর্য্যন্ত জমশেদ ফ্রান্সে বন্দী রহিলেন। বহু খৃষ্টান রাজা ও সামন্ত তাঁহার সহিত এখানে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। প্রত্যেকের নিকটই তিনি এই দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলেন; কয়েক বার পলায়নেরও চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। ইতোমধ্যে ডা'বুসন তাঁহাকে লইয়া চমৎকার ব্যবসায় চালাইতেছিলেন। ওস্‌মানিয়া সাম্রাজ্যের এত বড় দাবীদারকে হাতে পাওয়ার জন্য ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে সোলতানের শান্তি ভঙ্গের জন্য প্রত্যেকেই গ্র্যাণ্ড্ মাষ্টারকে প্রচুর নগদ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন টাকায় ডা'বুসনের কোন দিনই বিতৃষ্ণা ছিল না। এমন কি

হতভাগ্য শাহ্‌জাদাকে মুক্তিদানের মিথ্যা অঙ্গীকারে তাঁহার পত্নী হইতে বিশ হাজার ডুকাট গ্রহণ করিতেও এই সুযোগ্য গ্র্যাণ্ড্ মাষ্টারের বিবেকে বাধে নাই। রোড্‌সের বিখ্যাত নাইটেরা এমনি শূর ছিলেন! ডা'বুসনের ন্যায় লোককেই পোপেরা কার্ডিনাল (উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজক) করিতেন!! এমন লাভবান পণ্য কি সহজে হাতছাড়া করা যায়? কাজেই ডা'বুসন কাহাকেও শেষ কথা দিলেন না।

কিন্তু ইচ্ছায় না ছাড়িলেও গ্র্যাণ্ড্ মাষ্টারকে অনিচ্ছায় এই ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইল। এই সময় জমশেদের ভাগ্য-গগনে এক নূতন চক্রীর উদয় হইল। ফ্রান্সের অষ্টম চার্ল্‌সের মনে হইল, ডা'বুসন দুর্ভাগ্য শাহ্‌জাদাকে খেলাইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে নাইটদের নিকট হইতে সরাইয়া নিয়া অষ্টম ইনোসেন্টের হস্তে অর্পণ করিলেন। কথা হইল, পোপ যদি তাঁহার বিনানুমতিতে শাহ্‌জাদাকে অপর কোন রাজার নিকট স্থানান্তরিত করেন, তবে চার্ল্‌স্ দশ হাজার ডুকাট ক্ষতিপূরণ পাইবেন। পোপ নাইটদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ভার লইলেন। তাহারা নানা প্রকার সুবিধা পাইল। ডা'বুসন স্বয়ং কার্ডিনাল হইয়া গেলেন।

পোপের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার শাহ্‌জাদার মানসিক তেজের জ্বলন্ত প্রমাণ। স্থানীয় কর্ম্মচারীদের অনুরোধ সত্ত্বেও দিগ্বিজয়ী মোহাম্মদের সন্তান রোমের রাজা ও খৃষ্টান জগতের ধর্ম্মগুরুর প্রতি হাঁটু গাড়িয়া সম্মান দেখাইতে পারিলেন না। তিনি কার্ডিনালদের ন্যায় তাঁহার স্কন্ধদেশ চুম্বন করিলেন মাত্র। অতঃপর শাহ্‌জাদা রাজোচিত তেজ-বীর্য্যের সহিত তাঁহার প্রতি নিদারুণ অবিচার ও বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী বর্ণনা করিয়া মিসরে তাঁহার মাতা, পত্নী ও পুত্রকন্যাদের সহিত

সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। চক্ষু-জলে দুর্ভাগ্য যুবকের গণ্ডদেশ ভাসিয়া গেল। পোপ নিজেও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাকে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য উপদেশ দিলেন। জমশেদ প্রকৃত মোসলমানের ন্যায় উত্তর করিলেন, 'তুরস্ক সাম্রাজ্য দূরের কথা, সমগ্র জগতের রাজত্বের বিনিময়েও আমি ধর্ম্মত্যাগে প্রস্তুত নহি।' পোপ এ বিষয়ে তাঁহাকে আর চাপ দেওয়া ভাল মনে করিলেন না। এ সময় মিসরের রাজদূত সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট শাহ্জাদা সর্ব্বপ্রথম গ্র্যাণ্ড্ মাষ্টারের প্রতারণার কথা জানিতে পারিয়া ঐ টাকা প্রত্যর্পণের দাবী করিলেন। পোপ ও বায়েজিদের দূতের মধ্যস্থতায় ধূর্ত্ত নাইট মাত্র ৫০০০ ডুকাট দিয়া দায়মুক্ত হইলেন।

পবিত্র পোপও অচিরে শাহ্জাদাকে লইয়া ব্যবসাদারি আরম্ভ করিলেন। এক দিকে তিনি নানা আশার বাণী শুনাইয়া তাঁহার সম্মুখে ভূ-স্বর্গ রচনা করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে কনষ্টান্টিনোপলে জরুরী দূত পাঠাইলেন। বায়েজিদ তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া বার্ষিক ৪০০০০ ডুকাট দিতে সম্মত হইলে সদাশয় পোপ মেহেরবানি করিয়া দুর্ভাগ্য শাহ্জাদার তত্ত্বাবধান করিতে রাজী হইলেন।

তিন বৎসর পর্য্যন্ত জমশেদ রোমে বন্দী রহিলেন। ইনোসেণ্টের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থানাধিকারী আলেকজাণ্ডার বোর্গিয়া কুটিলতা ত্যাগ করিয়া একেবারে সোজা পথ ধরিলেন। তিনি এক বিশেষ দূত মারফতে সোলতানের নিকট প্রস্তাব করিলেন, তিন লক্ষ ডুকাট পাইলে জেমকে পরলোকে পাঠাইয়া দিতে তাঁহার আপত্তি নাই। এমন সময় (১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষ দিন) চার্লস ইতালী আক্রমণ করিয়া রোমে প্রবেশ করিলেন। আলেকজাণ্ডার সেণ্ট্ এঞ্জোলা দুর্গে পলাইয়া গেলেন।

অবশ্য জেমের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পত্তি সঙ্গে নিতে তাঁহার ভুল হইল না। এগার দিন পরে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইল। শর্ত্তানুসারে জেম চার্ল্সের হাতে অর্পিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে রোম হইতে নেপল্সে লইয়া গেলেন। পোপ ইহাতেও নিরাশ হইলেন না। তিনি শীঘ্রই তাঁহাকে উৎকোচ সাহায্যে হত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন। মোস্তফা নামক জনৈক ক্ষৌরকারের সাহায্যে বিষাক্ত ক্ষুরের সামান্য দাগ টানিয়া, না শরবতের সহিত সাদা গুড়া মিশাইয়া এই ঘৃণিত কার্য্য সম্পন্ন হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু পোপই যে তাঁহাকে হত্যা করান এবং মন্থর বিষ-ক্রিয়ার ফলেই যে তাঁহার মৃত্যু হয়, এ বিষয়ে সকলেই একমত।

তের বৎসর বন্দী জীবন যাপন করিয়া এরূপ শোচনীয়ভাবে ৩৬ বৎসর বয়সে জমশেদের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, মায়ের চিঠিখানাও পড়িতে পারেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি প্রার্থনা করেন, "খোদা, যদি ইস্লামের শত্রুরা আমার সাহায্যে মোসলমানদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতে চায়, তবে আমি আর যেন বাঁচিয়া না থাকি।" ভীষণ বিপদ্-জালের মধ্যেও জমশেদের তেজস্বিতা, ধর্ম্ম-প্রেম ও স্বজাতিহিতৈষিতা বিশ্ব-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

বায়েজিদ দূত মারফতে তাঁহার মৃতদেহ নিয়া রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত ব্রুসায় সমাহিত করেন। পোপ নিজের হাতেই তাঁহার দুষ্কার্য্যের শাস্তি প্রাপ্ত হন। অবাঞ্ছিত বা অতিরিক্ত ধনবান কার্ডিনালদিগকে বিষ প্রয়োগে অপসৃত করা তাঁহার অবধারিত নীতি ছিল। ঘটনাক্রমে শরবতের সহিত মিশ্রিত শাদা গুড়া পান করিয়া তাঁহার নিজেরই মৃত্যু ঘটে।

তুর্ক নৌ-বহর

এ পর্য্যন্ত কেবল স্থল-যুদ্ধের কথাই বর্ণিত হইয়াছে, নৌ-যুদ্ধের বিবরণ বিবৃত হয় নাই বলিলেই হয়। অথচ তুরস্কের প্রাধান্য স্থাপনে তুর্ক নৌ-বহরের অবদান স্থল-বাহিনীর অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। তজ্জন্য এখানে উহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রথমে তুর্কদের নিয়মিত নৌ-বহর ছিল না। ছনিয়াডি সেজেদিনের সন্ধি ভঙ্গ করিলে সোলতান মুরাদ বস্কোরাস অতিক্রমের জন্য জেনোয়ার নাবিকদিগকে সৈন্যদের জনপ্রতি এক ডুকাট ভাড়া দিতে বাধ্য হন। দিগ্বিজয়ী মোহাম্মদই নিয়মিত নৌ-বহর গঠন করেন। কনষ্টান্টিনোপল জয়ের ফলে বস্ফোরাসের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হাতে আসে।

ভেনিস ও জেনোয়া ইতালীর এই দুইটী ব্যবসায়ী সাধারণ-তন্ত্র তখন ইউরোপের প্রধান সামুদ্রিক শক্তি। সমুদ্রের কর্ত্তৃত্ব লইয়া উহাদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ (আর্কিপেলেগু) ও সিরিয়ার উপকূলের অনেক প্রয়োজনীয় স্থান ভেনিসের দখলে ছিল। ক্রুসেডারদের সাহায্য করায় তাহারা উহাকে একর দুর্গ ছাড়িয়া দেয়। পক্ষান্তরে মর্ম্মরা ও কৃষ্ণ সাগরে জেনোয়ার হুকুম চলিত। ক্রিমিয়ার বালাক্ল্যাভা উহার হাতে ছিল; কনষ্টান্টিনোপলের নিকটস্থ গ্যালাটায় জেনোয়ার বণিকদের একটী শক্তিশালী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। লোকে জেনোয়াকে 'সাগরের রাণী' বলিত। মর্ম্মরা সাগরে উভয় পক্ষে বহু লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধ হয়। ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে জেনোয়াবাসীরা গ্রীক, ক্যাটালোনিয়ান ও ভেনিসিয়ানদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে। পর বৎসর তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইলেও ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে তাহারা ভেনিস পর্য্যন্ত অগ্রসর

হয়। কিন্তু নাগরিকেরা তাহাদিগকে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য করে। ইহার ফলে জেনোয়ার প্রাধান্য বিনষ্ট হয়, ভেনিসের শক্তি ও ঔদ্ধত্য নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কনষ্টান্টিনোপলের পতনের পর জেনোয়াবাসীরা একে একে সিনোপি, কাফ্‌ফা, ত্রেবিজন্দ ও আজব হইতে বিতাড়িত হয়; ফলে প্রাচ্যে তাহাদের ব্যবসায়ের সমৃদ্ধি মাটী হইয়া যায়, কৃষ্ণ ও মর্ম্মরা সাগর তুর্ক হ্রদে পরিণত হয়। দার্দ্দানেলিজের দুর্গ-প্রাকার হইতে কামানরাজি তুর্ক নৌ বহর রক্ষা করিত; জিয়াকোমি ভেনিয়ারো এক বার অনল-বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া প্রণালী অতিক্রম করিলেও পরে আর কেহ এই বিপজ্জনক দৃষ্টান্তের অনুসরণে সাহসী হন নাই।

১৪৭০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মোহাম্মদ এক শত পালের জাহাজ ও দুই শত সৈন্যবাহী জাহাজে সত্তর হাজার সৈন্য নিয়া ভেনিসের নিকট হইতে নিগ্রোপন্ত কাড়িয়া লইলেন। ভেনিসীয় নৌ-সেনাপতি লোরেডানোকে আর্কিপেলেগুর অন্তর্গত তুর্কাধিকৃত দ্বীপাবলী ও এসিয়া মাইনরের উপকূল-ভাগ লুণ্ঠন করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে হইল। জাহাজ নির্ম্মাণ ও সাজাইবার কায়দা ভেনিসিয়ানেরা তুর্কদের অপেক্ষা ভাল জানিত। কিন্তু শত্রুদের ন্যায় তাহাদের সামরিক সংস্থান ছিল না। সিপাহী ও জেনিসেরিদের সহিত ভেনিসের ভাড়াটে সৈন্যদের তুলনা চলিত না। তবে এপিরাসের কঠোরশ্রমী লোকেরা তাহাদের প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা তুর্কদের ন্যায় পোষাক পরিত, কেবল পাগড়ী ব্যবহার করিত না। অথেলো ইহার দৃষ্টান্ত। স্থল-যুদ্ধে ভেনিসের সৈন্যেরা তুর্কদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে তুর্ক বাহিনী পিয়াভি নদীর তীরে উপস্থিত হইলে ভেনিসের

অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়; ডিউক তাড়াতাড়ি সন্ধি করিয়া রক্ষা পান। কথিত আছে, এমন কি তিনি তুর্কদিগকে ওট্রাণ্টো আক্রমণে প্ররোচিত করেন। ইহার পর ভেনিসের নিকট হইতে তাহাদের আর কোন ভয়ের কারণ রহিল না। তুর্ক জাহাজ অবাধে ইতালীর উপকূল লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। অর্দ্ধচন্দ্র দেখিলেই গ্রাম-বাসীরা ভয়ে পলাইয়া যাইতে লাগিল।

ইতোমধ্যে ভূ-মধ্য সাগরে আর একটী নৌ-শক্তির অভ্যুদয় ঘটিল। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে তাইমুর হস্পিটালার নাইটদিগকে স্মার্ণা হইতে হাঁকাইয়া দিলে তাঁহারা রোড্‌সে গিয়া বসতি স্থাপন করিলেন (১৪১১)। দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা শীঘ্রই উহা দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিলেন। মামলূক সোলতানেরা বার বার আক্রমণ করিয়াও তাঁহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। রোড্‌সের নাইটেরা লিবান্তের জলদস্যু। কারামনের অরণ্যে কাষ্ঠের অভাব ছিল না। জাহাজের দাঁড় টানিবার জন্য নাইটেরা এসিয়া মাইনর হইতে লোক ধরিয়া নিয়া ক্রীতদাস করিতেন। যে সকল বাণিজ্য-জাহাজ কনষ্টাণ্টিনোপল ও আলেক-জান্দ্রিয়ার মধ্যে গমনাগমন করিত, সেগুলি লুণ্ঠন করিয়া তাঁহারা মহা লাভজনক ব্যবসায় চালাইতেন। খৃষ্টান জাহাজও তাঁহাদের নিকট রেহাই পাইত না। তাঁহারা সেখানে থাকিতে তুর্ক নৌ-বহর নিরাপদে পূর্ব্ব ভূ-মধ্য সাগরে বিচরণ করিতে পারিত না। তজ্জন্য দিগ্বিজয়ী মোহাম্মদ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়।

তুর্কেরা একেবারে অজেয় নহে দেখিয়া ভেনিস সাহসী হইয়া উঠিল। ডিউক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তুর্কেরা শান্তির সময়

আরামে নষ্ট করে নাই। সোলতানের মিস্ত্রী খৃষ্টান য়্যানী ভেনিসিয়ানদের জাহাজ নির্ম্মাণ-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া কোকা নামে সত্তর হাত দীর্ঘ ও ত্রিশ হাত প্রশস্ত দুই খানা বৃহৎ যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করেন। ইহাদের মাস্তুলের বেড়ই চারি হাত ছিল। বর্ম্মাবৃত চল্লিশ জন সৈন্য উর্দ্ধাংশে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুদের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতে পারিত। প্রত্যেক জাহাজে দুইটী পাটাতন ও উপরের তলায় প্রত্যেক পার্শ্বে ২৪ খানা দাঁড় ছিল; নয় জন লোকে এক একখানা দাঁড় টানিত। প্রত্যেক জাহাজে দুই হাজার সৈন্য ও নাবিকের স্থান ছিল। কামাল রইস ও বোরাক রইস ইহাদের কাপ্তান হইলেন। আরও প্রায় তিন শত জাহাজের এক বিরাট নৌ-বহর লইয়া ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে দায়ূদ পাশা আদ্রিয়াতিক সাগরে ঢুকিয়া পড়িলেন। লিপান্তো ছিল তাঁহার লক্ষ্য।

জুলাইর শেষে মোদনের অনতিদূরে ভেনিসীয় নৌ-বহর পরিদৃষ্ট হইল। তাহাদের ৪৪ খানা দাঁড়-টানা জাহাজ, ১৬ খানা পালের জাহাজ ও ২৮ খানা সাধারণ রণ-তরী ছিল। পরিণাম গুরুতর জানিয়া কোন পক্ষই যুদ্ধে উৎসাহ দেখাইল না। ভেনিসীয় নৌ-সেনাপতি গ্রিমানি ন্যাভারিনোতে চলিয়া গেলেন। দায়ূদ পাশা স্যাপিয়েঞ্জার নিকটে নোঙ্গর ফেলিলেন। সোলতান (২য় বায়েজিদ) স্থল বাহিনী লইয়া লিপান্তোতে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কাজেই ১২ই আগষ্ট দায়ূদ পাশা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেকালের তুর্ক নাবিকেরা গভীর সমুদ্রে যাইতে সাহসী হইত না, তাহারা তীর ঘেঁসিয়া চলিত। ফলে প্রতিকূল বাতাসে নৌ-বহর কোথাও আশ্রয় লইতে পারিত। তজ্জন্য দায়ূদ ন্যাভারিনোর উত্তরস্থ প্রোডানো ও মোরিয়া দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া গমন করিবার চেষ্টা পাইলেন

সংবাদ পাইয়া ভেনিসিয়ানেরা উহা বন্ধ করিয়া বসিল কর্ফুর শাসন-কর্তা এণ্ড্রিয়া লোরেডানো সেদিন আরও দশ খানা জাহাজ লইয়া আসিয়া তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি করিলেন। স্থানটী খুবই সুনির্ব্বাচিত হয়; বাতাসও তাহাদের অনুকূল ছিল। কিন্তু কৌশলে জাহাজ ঘুরাইতে না পারায় তাহাদের সমস্ত সুবিধা মাটী হইয়া গেল। লোরেডানোর পতাকাবাহী জাহাজ আগুনে পুড়িয়া ডুবিয়া গেল। তুর্কেরা অন্যান্য খৃষ্টান জাহাজেও আগুন লাগাইয়া দিল। দুই খানা বড় ভেনিসীয় রণ-পোত দুই হাজার সৈন্য লইয়া আরও দুই খানা জাহাজের সাহায্যে বোরাক রইসকে ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহাদের পাটাতন কোকা অপেক্ষা অনেকটা নিম্ন বলিয়া তাহারা তাহাতে আগুন লাগাইতে পারিল না। বোরাক জ্বলন্ত আলকাতরা নিক্ষেপ করিয়া শত্রু জাহাজে আগুন ধরাইয়া দিলেন। সেগুলি নাবিক সহ পুড়িয়া দ্রুত তলাইয়া গেল। শেষে বোরাক বের নিজের জাহাজেও আগুন লাগিল। তিনি সানুচর অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া পুড়িয়া মরিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তুর্কেরা অদ্যাপি প্রোডানোকে 'বোরাক দ্বীপ' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। ন্যাভারিনোর জেঙ্কিও নামক প্রাচীন দুর্গের নিম্নে এই যুদ্ধ হয়; তজ্জন্য খৃষ্টান মহলে ইহা 'জেঙ্কিওর শোচনীয় সংগ্রাম' বলিয়া পরিচিত।

জেঙ্কিওর বিজয় লাভ সত্ত্বেও দায়ূদ পাশাকে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া লিপান্তো গমন করিতে হইল। ভেনিসিয়ানেরা তাহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট জাহাজগুলিকে একত্র করিল; ফ্রান্স ও রোড্স্ হইতেও সাহায্য আসিল। তুর্কেরা পূর্ব্বের ন্যায় দিবাভাগে তীর ঘেঁসিয়া চলিতে লাগিল। রাত্রি-কালে তাহারা নোঙ্গর ফেলিয়া কড়া পাহারায় বিশ্রাম করিত। গ্রিমানি বারংবার তাহাদিগকে আকস্মিক আক্রমণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু

প্রবল ব্যাত্যা তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। তাঁহার ছয় খানা অনল-বাহী জাহাজ শত্রুহস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। অবশেষে তুর্ক নৌ-বহর বিজয়-গর্ব্বে পাত্রাস উপসাগরে প্রবেশ করিয়া সোলতানের কামানের আশ্রয়ে নিরাপদ হইল। গ্রিমানির ভীরুতায় বিরক্ত হইয়া ফরাসীরা সরিয়া পড়িল। ২৮শে আগষ্ট লিপান্তোর পতন হইল। গ্রিমানি দেশে গিয়া যাবজ্জীবনের জন্য কারারুদ্ধ হইলেন; কিন্তু একুশ বৎসর পরে তিনি কারামুক্ত ও ডিউক নির্ব্বাচিত হন।

জেঙ্কিও ও লিপান্তোর জয়লাভের গৌরবের অনেকটা কামাল রইসের প্রাপ্য। প্রথমে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। কাপিতান-পাশা সিনান তাহাকে সোলতানের নিকট উপহার প্রেরণ করেন। বায়েজিদ তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নাম দেন কামাল বা পূর্ণতা। রাজ-প্রাসাদের বালক-ভৃত্যের পদ হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সামুদ্রিক কাপ্তান নিযুক্ত হইয়া স্পেনের উপকূল লুণ্ঠনে গমন করেন। তাঁহার রণ-নৈপুণ্যে সমুদ্রে তুরস্কের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ তুর্ক নৌ-বহরের কৃতিত্বই দ্বিতীয় বায়েজিদের রাজত্বের একমাত্র সামরিক গৌরব। মোদন অধিকারের পরবর্ত্তী বৎসরেও (১৫০০ খৃঃ) কামাল রইস পোপ, স্পেন ও ভেনিসের সংখ্যাধিক নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহস ও কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

এই পরাজয়ের পর ভেনিস আর কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। লিপান্তোর পতনের ফলে পাত্রাস ও করিন্থ উপসাগরের দ্বার তাহার জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। মোদনের পতনে স্যাপিয়েঞ্জা প্রণালীতেও তাহার প্রভুত্ব বিনষ্ট হইল। আদ্রিয়াতিকের পূর্ব্বাংশ ও

আইওনিয়ান সাগরে আর খৃষ্টান জাহাজ প্রবেশের উপায় রহিল না। সেলিম মিসর জয় (১৫১৭) করায় প্রাচ্যের বাণিজ্যও ভেনিসের হাতছাড়া হইয়া গেল। ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্য নগরী ছিল। এখানকার কৌশলী কারিগরেরা মিসর ও মেসোপতেমিয়ায় শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিত। কায়রো, তিনিস, দমিয়েতা ও আলেকজান্দ্রিয়ার ডুরে কাপড়, রেশমী বস্ত্র ও কিঙ্খাপ, বা-আলবেকের সূতী কাপড়, বাগ্দাদের রেশম ও মা'দিনের আতলাস সাটিনে ভেনিসের বাজার পরিপূর্ণ থাকিত। ইহা কেবল ইউরোপে প্রাচ্যের উৎপন্ন দ্রব্য আমদানী করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই ; ইহার কল্যাণে ঐ সকল পণ্যদ্রব্যের নামগুলি পর্য্যন্ত ইউরোপীয় ভাষায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সার্সেনেট সজ্জাপাদির জন্য সারাসেন বা মোসলমানদের নির্ম্মিত পাত্‌লা রেশমী কাপড় ; বাগ্দাদের একটী রাস্তা হইতে টেবী বা মোটা রেশমী কাপড়ের নামের উৎপত্তি ; বাল্‌দাচিনি বাল্‌দাক অর্থাৎ বাগ্দাদী চন্দ্রাতপ ; সেমাইট সামী বা সিরীয় তন্তু ; জুপ বা গুইপা মিসরীয়দের জুব্বা নামক কোট হইতে উৎপন্ন।

প্রাচ্যের মূল্যবান বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় ভেনিস আর আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। সে জলে-স্থলে তুরস্কের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করিল। সাইপ্রাসের জন্য এমন কি বেচারি সোলতানকে কর দানে বাধ্য হইল। বেলগ্রেদ সোলায়মানের হাতে আসিলে ভেনিস তাড়াতাড়ি করবৃদ্ধি করিয়া এমন কি জেন্তের জন্যও সোলতানের অধীনতা মানিয়া লইল। 'সাগরের রাণী'র প্রতিদ্বন্দ্বিনী এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

ভীম সেলিম

সোলতান সেলিম ৪৭ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অসাধারণ তেজঃ, বিরাট দিগ্বিজয় এবং যুদ্ধ, সাহিত্য ও রাজনীতিতে অত্যধিক দক্ষতার দরুণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখকেরা এক বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিষ্ঠুরতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান দোষ। রক্তপাতে তাঁহার কুণ্ঠা ছিল না, সে শিকারে-নিহত পশুর রক্তই হউক, আর শত্রু-শোণিতই হউক। তজ্জন্য তুর্কেরা তাঁহাকে আজিও ভীম সেলিম বলিয়া থাকে।

রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরেই সেলিমকে গৃহ-যুদ্ধে নিরত হইতে হইল। বায়েজিদের আট পুত্রের মধ্যে পাঁচ জন পিতার জীবদ্দশায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাদের মধ্যে আলম শাহ্ এক, শাহান শাহ্ এক ও মাহ্মুদ চারি পুত্র রাখিয়া যান। অপর দুই ভ্রাতার মধ্যে কুর্কূদ অপুত্রক ছিলেন; আহ্মদের চারি পুত্র ছিল। প্রথমে কাহার প্রতি তাঁহার মনে জিঘাংসা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ভ্রাতারাও তাঁহার দাবী স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়াই বোধ হইল। আহ্মদ আমাসিয়ার ও কুর্কূদ সারু খাঁর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বায়েজিদ তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখিলেন। তাঁহারাও এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন।

কিন্তু আহ্মদ শীঘ্রই বিদ্রোহ-পতাকা উত্তোলন করিয়া ব্রুসা অধিকার করিলেন। বায়েজিদ তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলিলেন। আহ্মদ প্রথমে পলাইয়া গেলেন; তাঁহার দুই পুত্র সাহায্য প্রার্থনার জন্য পারস্যের শাহ্ ইস্মাঈলের নিকট প্রেরিত হইল। বায়েজিদের কয়েক জন কর্ম্ম-

চারীকে স্বদলভুক্ত করিয়া তিনি পুনরায় যুদ্ধে নামিয়া কিছু সফলতা লাভ করিলেন। উজীর আজম এই বিশ্বাসঘাতকদলের অন্যতম ছিলেন বলিয়া সেলিম তাঁহাকে গলা টিপিয়া মারিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার পাঁচ জন ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রুসার কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন। তাঁহাদের বয়স সাত হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে। ক্রুদ্ধ সোলতানের আদেশে তাঁহাদিগকেও ধরিয়া আনিয়া গলা টিপিয়া হত্যা করা হইল।

কুর্কুদ এ পর্য্যন্ত নীরব ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদে তিনিও নিজের পরিণাম চিন্তা করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভ্রাতার মতলব টের পাইয়া সেলিম এক দিন সহসা দশ হাজার সৈন্য লইয়া কুর্কুদের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। শাহ্জাদা মাত্র একটী অনুচর সহ পলাইয়া গেলেন, কিন্তু ধৃত ও নিহত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এক ঘণ্টা সময় লইয়া ভ্রাতাকে ভৎর্সনা করিয়া একটী কবিতা লিখিয়া গেলেন। ইহা পাঠে সোলতান প্রচুর অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি সকলকে শোক প্রকাশের আদেশ দিলেন। নিহত শাহ্জাদা যেখানে লুক্কায়িত হয়, যাহারা তাহা দেখাইয়া দেয়, তাহারা পুরস্কারের জন্য আসিলে তিনি তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ইতোমধ্যে আহ্মদ অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে আসিলেন। প্রথমে তিনি কিছু সুবিধা লাভ করিলেন; কিন্তু ২৪শে এপ্রিলের (১৫১৩ খৃঃ) যুদ্ধে পরাজিত, ধৃত ও নিহত হইলেন।

এইরূপে নিষ্কণ্টক হইয়া সেলিম দিগ্বিজয়ে মন দিলেন। খৃষ্টান জগতের সৌভাগ্যবশতঃ সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না। মুরাদ, বায়েজিদ ও মোহাম্মদ উত্তরে ও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করিয়া যান; নূতন সোলতান

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ জয় করা স্থির করিলেন। তাঁহাকে 'অভিনন্দিত করার জন্য ভেনিসের ডিউক (Doge), হাঙ্গেরীর রাজা, রুশিয়ার জার ও মামলুক সোলতানদের নিকট হইতে দূত আসিল। সেলিম সকলকেই তাঁহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। আপাততঃ তাঁহাদের কাহারও সহিত ঝগড়া করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। পূর্ব্বদিকে এক নূতন শত্রুর অভ্যুদয় হওয়ায় তিনি প্রথমে সে দিকেই মনোনিবেশ করিলেন।

তাইমুরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে কুর্দ্দ ও তাতারেরা ইউফ্রেতিজ নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা শাহ্ ইস্-মাঈলের বীরত্বে অন্তর্হিত হইয়া গেল। স্থানীয় সর্দ্দার ও তাইমুর-বংশীয় শাহ্‌জাদাগণকে বিদূরীত করিয়া তিনি পারস্যে স্ফী বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফলে তুর্ক ও পারস্য সীমান্ত একই রেখায় মিলিত হইল। তুর্কেরা সুন্নী, পারসিকেরা শিয়া; উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। শিয়া-মত যেখানে এক বার প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে ধর্ম্মনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সঙ্ঘটিত না হইয়া নিস্তার নাই। কাজেই উভয় রাজ্যের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ক্রমে কুটিল শিয়া-মত এসিয়িক তুরস্কে ঢুকিয়া পড়িল। সেলিমের এক প্রশংসনীয় গুপ্তচর-বাহিনী ছিল। তাহাদের মারফতে তিনি খবর পাইলেন, তাঁহার এসিয়াস্থ রাজ্যে শিয়ার সংখ্যা সত্তর হাজারে উঠিয়াছে। তাহাদিগকে জড়ে-মূলে উৎসন্ন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি তাহাদের সংখ্যানুসারে প্রত্যেক নগর ও জেলায় সৈন্য স্থাপন করিলেন। হঠাৎ আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তাহারা সমস্ত শিয়াকে বন্দী করিয়া ফেলিল। চল্লিশ হাজার নিহত ও অবশিষ্ট কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে গোঁড়া ইস্‌লামের প্রাধান্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সেলিম 'ন্যায়বান' উপাধি গ্রহণ করিলেন। খৃষ্টান রাজদূতেরাও তাহাতে

সায় দিলেন। গোঁড়া মত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করা খৃষ্টান জগতে বরাবরই ন্যায়-বিচার বলিয়া স্বীকৃত হইত। ইহার প্রায় ষাট বৎসর পরে (১৫৭২) সেণ্ট্ বার্থোলোমিউর হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়; সহস্র সহস্র হিউগেনট বা ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট্ নবম চার্ল্‌স ও রাজমাতা ক্যাথারিনের আদেশে ক্যাথলিকদের হস্তে মৃত্যু বরণ করে। অথচ এই হতভাগ্যেরা রাজারই নিমন্ত্রণে রাজ-ভগিনীর বিবাহোপলক্ষ্যে প্যারিসে সমবেত হয়। সেলিম এরূপ ভীষণ বিশ্বাস-ঘাতকতার অনুষ্ঠান করেন নাই বলিয়া ইহার তুলনায় তাঁহার কার্য্য কম নিন্দনীয়।

স্বমতাবলম্বীদিগকে হত্যা করায় শাহ্ ইস্‌মাঈল সেলিমের প্রতি চটিয়া গেলেন। সোলতানের তিনটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে আশ্রয় দেওয়ায় এবং অন্যতম পলাতক শাহ্‌জাদা আহ্‌মদ তাঁহারই অনুমতিক্রমে তুর্ক দূতকে হত্যা করায় তিনিও সেলিমের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইলেন। কাজেই উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পারসিকদের বীরত্ব এবং ইস্‌মাঈলের সাহস, কৌশল, যোগ্যতা ও সৌভাগ্য সমগ্র প্রাচ্যে প্রচারিত ছিল। কাজেই সেলিম সমর-সভার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন করিয়াও তিনি কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে দ্বারপাল আহ্‌মদ প্রভুর পদতলে পতিত হইয়া বলিল, "শাহান শাহ্, বান্দা তাহার সহচরগণ সহ প্রভুর জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।" সেলিম তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেলনিক সঞ্জকের বে নিযুক্ত করিলেন।

২০শে এপ্রিল (১৫১৪) তুর্ক বাহিনী পারস্য যাত্রা করিল। ২৭শে এক জন পারসিক গুপ্তচর শিবির মধ্যে ধৃত হইল। তাহার মারফতে সোলতান শাহ্‌কে যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ পাঠাইলেন। পারসিকেরা

সীমান্তে তাঁহাকে বাধা না দিয়া সরিয়া গেল। জল ও খাদ্যদ্রব্যের অভাবে যাহাতে এই অভিযান ব্যর্থ হয়, তজ্জন্য তাহারা তেব্রিজ হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। কাজেই তুর্ক বাহিনী এক বিরাট মরুভূমি অতিক্রমে বাধ্য হইল। সেলিম খচ্চরের পিঠে করিয়া ত্রেবিজন্দ হইতে রসদ আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু যতই সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অসুবিধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সৈন্যেরা বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। সেনাপতি হামদর পাশা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রতিবাদ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। সোগ্‌মায় পৌছিলে জর্জ্জিয়ার রাজা দূত মারফতে কিছু রসদ-পত্র পাঠাইলেন। এই স্থানে জেনিসেরিরা প্রকাশ্যে অগ্রগমনে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল। সেলিম সাহসের সহিত তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, যাহারা ভীরু, তাহারা অবাধে বাড়ী যাইতে পারে। কিন্তু ভয়ে কেহই দলত্যাগে সাহসী হইল না। শাহ্‌কে সম্মুখ যুদ্ধে প্ররোচিত করাইবার জন্য সেলিম তাহাকে কয়েকখানা কড়া পত্র লিখিলেন। ইস্‌মাঈল উত্তর দিলেন, সোলতানকে চটাইবার মত তিনি কোনই কাজ করেন নাই। পত্রের ভাষা দেখিয়া মনে হয়, সেগুলি নেশার ঝোঁকে লেখা। কাজেই তিনি লেখকের জন্য এক বাক্স প্রিয় বস্তু পাঠাইয়া দিতেছেন। পত্রগুলি সেলিমের নিজের হাতের লেখা; লিপি-কৌশলের জন্য তিনি ন্যায়তঃ গর্ব্ব করিতেন; তাঁহার একটু আফিঙেরও অভ্যাস ছিল। কাজেই শাহের উত্তর ও আফিঙের বাক্স পাইয়া তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। যে দূত পত্র লইয়া আসিল, তিনি ক্রোধে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবার আদেশ দিয়া তুর্ক দূত হত্যার প্রতিশোধ আদায় করিলেন।

তুর্ক বাহিনী তেব্রিজের নিকট উপস্থিত হইলে শাহ্ আর গা ঢাকা দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি শত্রুকে বাধা দানের জন্য চাল্লা-দেরানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া সেলিমের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের আদেশ দান করিলেন। তাঁহার প্রায় ১২০০০০ সৈন্য ছিল; তন্মধ্যে ৮০০০০ অশ্বারোহী, অবশিষ্ট পদাতিক ও গোলন্দাজ। তাহারা তখন এত শ্রান্ত-ক্লান্ত যে, শাহের সম্পূর্ণ সতেজ, সুসজ্জিত, চমৎকার অশ্বারোহীদের সহিত মোকাবেলা করিবার উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু পারসিক অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা তুর্কদের সমান হইলেও সেলিমের সৌভাগ্যবশতঃ শত্রুদের পদাতিক বা কামান ছিল না। জেনিসেরিদের বীরত্ব ও সিনান পাশার রণ-কৌশলের সহিত কামানের আগুন মিলিত হইয়া যুদ্ধের গতি নিরূপণ করিয়া দিল। ২৩শে আগষ্ট উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। পারসিকেরা প্রচণ্ডবেগে তুর্ক বাহিনীর উপর আপতিত হইল। আজবেরা সম্মুখে ও জেনিসেরিরা পশ্চাতে ছিল। ইস্মাঈল আজবদের একাংশ তাড়াইয়া দিলেন। সিনান পাশা অপরাংশকে কৌশলে পশ্চাতে হটাইয়া কামানের নিকট লইয়া আসিলেন। পারসিকেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই কামান-রাজি গর্জ্জিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রণ-ভূমি খালি হইয়া গেল। পারসিকদের প্রধান সেনাপতি ও চৌদ্দ জন খাঁ মারা পড়িলেন; কিন্তু তাঁহারা সম-সংখ্যক সঞ্জক বে নিপাত না করিয়া মরিলেন না। শাহ্ স্বয়ং আহত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। মির্জ্জা সোলতান আলী নামক এক সৈন্যের রাজভক্তির জোরেই তিনি সে-যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তুর্কেরা ইসমাঈলকে ঘিরিয়া ফেলিল। এই প্রভুভক্ত সৈনিক তখন নিজকে শাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।

শত্রুরা তাঁহার দেহ-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃত শাহ্ খেজের নামক আর এক জন সৈন্য প্রদত্ত ঘোড়ায় উঠিয়া রণক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন।

ইস্মাঈলের শিবির, ধনভাণ্ডার—এমন কি প্রিয়তমা মহিষী পর্য্যন্ত সেলিমের হস্তগত হইল। রমণী ও বালক-বালিকা ব্যতীত সমস্ত বন্দীকেই তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিয়া বিজয়ী সোলতান মহা সমারোহে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। কারিগরির জন্য তেব্রিজ বিখ্যাত ছিল। এখানকার স্থপতি, ভাস্কর, তন্তুবায়, স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারেরা দেমাস্ক, কায়রো, ভেনিস ও অন্যান্য যে সকল স্থানে সূক্ষ্ম কারিগরির আদর ছিল, সেখানে সম্মান পাইত। সেলিম এক হাজার সুদক্ষ কারিগরকে কনষ্টান্টিনোপলে চালান দিলেন। তাহারা সরকার হইতে গৃহ, অর্থ ও যন্ত্রপাতি পাইয়া সফলতার সহিত তুর্ক রাজধানীর সৌন্দর্য্য সাধনে রত হইল।

চালদেরানের জয়লাভের ফলে পারস্য তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইত। কিন্তু ক্লিষ্ট সৈন্যগণকে সংযত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আট দিন মাত্র তেব্রিজে থাকিয়া সোলতান কারাবাগের দিকে অগ্রসর হইলেন। আজর বাইজানে শীত ঋতু কাটাইয়া বসন্ত কালে পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সৈন্যেরা এরূপ বাঁকিয়া বসিল যে, আলেকজাণ্ডারের ন্যায় তাঁহাকেও প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিতে হইল। এই অভিযানের ফলে কুর্দ্দিস্তান ও দিয়ার বকর প্রদেশ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। শাহ্ শান্তির প্রস্তাব করিলে সেলিম তাহা অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দিলেন। কাজেই তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া রহিল। ইস্মাঈল পুনঃ পুনঃ পরাজিত

হইলেও হাল ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি রাজ্যের অধিকাংশই স্বাধিকারে রাখিতে সমর্থ হইলেন।

চালদেরানের পর সেলিম নিজে আর পারস্যে গমন করেন নাই। বিশেষ কোন কারণে তাঁহার মন অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল। বিগত অভিযানের সময় তাঁহার পশ্চাতে আর একদল শত্রু থাকায় তাঁহাকে অত্যন্ত অস্থির চিত্তে যুদ্ধ করিতে হয়। সিরিয়া, হেজাজ ও মিসরের বিখ্যাত মাম্‌লুক সোলতানেরা তুর্ক সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ফলে তুরস্কের সহিত তাঁহাদের সঙ্ঘর্ষ বাধে। বায়েজিদের বিরুদ্ধে তাঁহারা সফলতা লাভ করিলেও সেলিমের নিকট তাঁহাদের ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি পারস্য গমন করিলে মিসর বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে পাহারা দিতে বসিল। সেলিম ইহাকে ভীতি-প্রদর্শন মনে করিয়া মিসর আক্রমণে প্রস্তুত হইলেন।

মাম্‌লুক শব্দের অর্থ মালিকী বা ক্রীতদাস। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে আয়ুবী সোলতান মালিক সালেহ্ ফ্র্যাঙ্কদের ক্রুসেডের বাতিক মিটাইতে ও জ্ঞাতি-শত্রুদের ক্ষমতা-লিপ্সার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে বার হাজার শ্বেত ক্রীতদাস আমদানী করিয়া এক দল দেহরক্ষী গঠন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাণী সেজেরুদ্দুরের ষড়যন্ত্রের ফলে আমীর-দের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। এই সুযোগে মাম্‌লুকেরা সোলতান তুরাণ শাহ্‌কে নিহত করিয়া নিজেদেরই এক জনকে সিংহাসনে বসাইয়া দেয় (১২৬৪)। প্রায় ছয় শ' বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদের ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। আড়াই শ' বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করেন। মোগল ও তাতারেরা বহু যুদ্ধে তাঁহাদের নিকট পরাজিত হয়। খৃষ্টান-দিগকে তাঁহারা পালেস্তাইন হইতে হাঁকাইয়া দেন। একমাত্র তাঁহাদের

বীরত্বেই মোস্‌লেম প্রাচ্য ক্রুসেডের হাত হইতে রক্ষা পায়। তাঁহাদের আমলে কায়রো ও দেমাস্ক সাহিত্য, শিল্পকলা ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে মাম্‌লুকদের অভ্যুদয় এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁহাদের ন্যায় সুশাসক লাভ মিসরের ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে নাই। প্রাচ্যের এই শূরবৃন্দের বীরত্ব জগতের দুই জন শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী—সেলিম ও নেপোলিয়নের প্রশংসার উদ্রেক করে। হীনতম বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই তাঁহারা বিগত শতাব্দীতে ধ্বংস প্রাপ্ত হন।

সেলিম সমর-পরিষদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার কাতেব বৈজ্ঞানিক মোহাম্মদ উদ্দীপনাময়ী ভাষায় পবিত্র নগরী মক্কা-মদীনার সোলতান হওয়ার গৌরব লাভের জন্য প্রভুকে উৎসাহ দিলেন। উৎফুল্ল ভূপতি তৎক্ষণাৎ বক্তাকে উজীর আজম নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু উজীর বধের জন্য সেলিমের এতই সুনাম ছিল যে, লোকে কাহাকেও শাপ দিতে হইলে বলিত, 'তুমি সেলিমের উজীর হও, অর্থাৎ মর।' কাজেই কাতেব এই বিপজ্জনক সম্মান গ্রহণে রাজী হইলেন না। শেষে প্রভুর হাতে মার খাইয়া তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইল।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে সেলিম সিরিয়া যাত্রা করিলেন। কান্‌সুল গওরি তখন মিসরের সোলতান। মূর্খতাবশতঃ তুর্ক দূতদিগকে অপমানিত ও বন্দীকৃত করিয়া তিনি মীমাংসার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। ২৪শে আগষ্ট আলেপ্পোর নিকটস্থ মার্জ্জ দবিকে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। কামানের জোরে এখানেও সেলিম বিজয়-মাল্যের অধিকারী হইলেন। বৃদ্ধ মাম্‌লুক সোলতান পদতলে পিষ্ট হইয়া মারা পড়িলেন। আলেপ্পো, দেমাস্ক, জেরুসালেম ও অন্যান্য নগর বিনা বাধায় সেলিমের হাতে আসিল। মাম্‌লুকেরা নিরাশ না হইয়া তুমান বে নামক এক জন সাহসী ও

সদাশয় সর্দ্দারকে সোলতান নির্ব্বাচিত করিয়া তুর্কদিগকে পুনরায় বাধা দানের জন্য গাজায় সৈন্য স্থাপন করিল। কিন্তু সিনান পাশার পরিচালনায় এখানেও তুর্কেরা জয়লাভ করিল। মামলুকেরা কায়রোর নিকটে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল।

গাজার যুদ্ধের পর সেলিম তাঁহার স্বাভাবিক উদ্যম ও দূরদৃষ্টির সহিত সীমান্তের মরুভূমি অতিক্রম করিতে প্রস্তুত হইলেন। সহস্র সহস্র উষ্ট্র ক্রয় করিয়া জাল বোঝাই করা হইল। সৈন্যেরা প্রভুর সদাশয়তায় অনেক টাকা পুরস্কার পাইল। দশ দিনে মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তুর্ক বাহিনী রিদানিয়ায় মামলুকদের সাক্ষাৎ পাইল। তাহাদিগকে পথিমধ্যে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করা তুমান বের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গাজালি ও খায়র বে নামক দুই জন কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই কৌশল কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইল না। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী মামলুকেরা ভীম বিক্রমে তুর্ক বাহিনী আক্রমণ করিল। বহু পাশা ও আমীর নিহত হইলেন। সেলিম অল্পের জন্যে প্রাণে বাঁচিলেন। তুমান বে সিনান পাশাকে সোলতান মনে করিয়া বর্শায় গাঁথিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এত করিয়াও শেষ রক্ষা হইল না। তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত মামলুকেরা এভাবে যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এবার পারিল না। পরবর্ত্তীকালের ন্যায় এখনও তাহাদের চমৎকার বীরত্ব কামানের সম্মুখে কোনই কাজে আসিল না। পঁচিশ হাজার মামলুক দেহরক্ষা করিল। ধ্বংসাবশিষ্ট বাহিনী লইয়া তুমান বে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেলেন।

সেলিম কায়রো দখলের জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। রিদানিয়ার যুদ্ধের সাত দিন পরে তাহারা বিনা বাধায় কায়রো প্রবেশ করিল।

অকস্মাৎ অদম্য তুমান বে কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের ঘাড়ে পড়িলেন। এক জন তুর্কও তাঁহার হস্তে রক্ষা পাইল না। সেলিম এবার তাঁহার উৎকৃষ্ট সৈন্যগণকে নগর পুনরধিকারের জন্য প্রেরণ করিলেন। মাম্‌লূকেরা মরিয়া হইয়া তাহাদিগকে বাধা দান করিল। তিন দিন পর্য্যন্ত রাজপথে খণ্ড-যুদ্ধ চলিল। শেষে বিশ্বাসঘাতক খায়র বের পরামর্শে সেলিম ঘোষণা করিলেন, যাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিবে, তাহারা ক্ষমা পাইবে। আট শত মাম্‌লূক তাঁহার সাধুতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিল। সেলিম তাহাদিগকে ফাঁসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত করিয়া নাগরিকগণকে হত্যার আদেশ দান করিলেন। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ফলে অর্দ্ধ লক্ষ লোক নিহত হয় বলিয়া কথিত আছে। কুর্ত্ত বে নামক এক অতি সাহসী মাম্‌লূক সর্দ্দার প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতিতে সেলিমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার তেজোময় বাক্য সোলতানের পছন্দ হইল না। ফলে 'সাহসী মাম্‌লূকদের সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী বীরে'র শির ভূ-লুণ্ঠিত হইল।

তুমান বে আরবদের সাহায্যে নিজের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেন। সেলিমের কয়েকটী সৈন্যদল তাঁহার হস্তে পরাজিত হইলে সোলতান প্রস্তাব করিলেন, তিনি করদানে সম্মত হইলে সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু কায়রোর পাশব হত্যাকাণ্ডের ফলে মাম্‌লূকদের ক্রোধের সীমা ছিল না। তাহারা তুর্ক দূত ও তাঁহার অনুচরবর্গকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিল। সেলিম ৩০০০ বন্দীকে হত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ আদায় করিলেন। আরও কিছুকাল উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিল ; কিন্তু আরব ও মাম্‌লূকদের হিংসা-বিবাদের ফলে তুমান বের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। বিশ্বাসঘাতকেরা তাঁহাকে শত্রু-হস্তে

ধরাইয়া দিল। সেলিম প্রথমে তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাইলেন। কিন্তু হৃত-গৌরব ভূপতিকে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক ষড়যন্ত্র চলিতেছে বলিয়া নেমক-হারাম গাজালি ও খায়র বে তাহার মনে সন্দেহ ঢুকাইয়া দেওয়ায় তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ফলে ১৭ই এপ্রিল শেষ মাম্‌লুক সোলতান, শূর-বীর, ন্যায়বান তুমান বে দেহরক্ষা করিলেন।

মিসরের শাসন-ব্যবস্থা লইয়া পারস্যের রাজা হইতে রোমের সম্রাট ও দেমাস্কের খলীফা পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই মাথা ঘামাইতে হইয়াছে। সেলিম দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, এক জন পাশার হস্তে ইহার শাসন-ভার অর্পণ করিলে তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারেন; সমগ্র দেশ কয়েকটী প্রদেশে বিভক্ত করাও তাঁহার নিকট নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না; তিনি মাম্‌লুকদিগকে একেবারে বিনষ্ট করিলেন না, বরং চব্বিশ জন বিশ্বাসঘাতককে লইয়া একটী শাসন-পরিষদ গঠন করিয়া উহার উপর বিভিন্ন বিভাগের পর্য্যবেক্ষণ-ভার অর্পণ করিলেন। খায়র বে মিসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারা জামীনরূপে ইউরোপে প্রেরিত হইল। শাসনকর্ত্তাকে দাবাইয়া রাখার জন্য ওস্‌মানিয়া বংশের আগা খায়রুদ্দীনের অধীনে ৪০০০ সিপাহী ও ৫০০ জেনিসেরি লইয়া গঠিত এক প্রবল স্থায়ী বাহিনী স্থাপিত হইল। আরব শেখেরা প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও বিচার বিভাগের ভার পাইলেন। মিসরীয়দের মধ্য হইতেই স্থায়ী বাহিনীতে সৈন্য ভর্ত্তি করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। এইরূপে দেশীয় লোকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিয়া সেলিম মিসরে তুর্ক জাতির প্রভুত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

মিসর জয়ের ফলে ইস্‌লামের পবিত্র নগর মক্কা-মদীনাও সেলিমের হাতে আসিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর একটী নূতন মর্য্যাদা লাভ ঘটিল। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হালাগু খাঁ বাগ্দাদের বিখ্যাত আব্বাসিয়া খেলাফৎ ধ্বংস করিলে মাম্‌লুক সোলতানেরা এই বংশের এক ব্যক্তিকে মিসরে স্থান দান করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকিলেও এই নাম্‌কা-ওয়াস্তে খলীফার সম্মান কম ছিল না। সুদূর হিন্দুস্তানের সোলতান মোহাম্মদ তোগলক পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে অভিষেক-পত্র নিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এই সময় আহ্‌মদ ইস্‌লামের নাম-সম্বল খলীফা ছিলেন। সেলিম তাঁহাকে বুঝাইলেন, তাঁহার যখন পার্থিব ক্ষমতা নাই, তখন এই উপাধির বোঝা বহন করা তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। পক্ষান্তরে তাঁহার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতিই মোস্‌লেম জগতের খলীফা হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার প্রবোচনায় পড়িয়া আহ্‌মদ সেলিমের অনুকূলে নিজের দাবী ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে হজরতের পতাকা, তরবারি ও আল্‌খেল্লা দান করিলেন। ফলে এখন হইতে তুরস্কের সোলতান 'ইস্‌লাম ও মোসলমানের খলীফা' হইলেন। শিয়ারা না মানিলেও অবাধ ক্ষমতা-লোভী কামাল পাশার হস্তে খেলাফতের ধ্বংস পর্য্যন্ত তুর্ক খলীফা একমাত্র পারস্য ব্যতীত নিখিল মোস্‌লেম জগতের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। বিপদ্‌কালে পরাধীন ভারতবর্ষ, এমন কি মালয় দ্বীপপুঞ্জ হইতেও তিনি সাহায্য পাইতেন।

১৫১৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সেলিম মহাড়ম্বরে কনষ্টান্টিনোপলে ফিরিয়া আসিলেন। পর বৎসর তিনি পুনরায় রণ-সজ্জা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবার নৌ-শক্তি বৃদ্ধির প্রতিই তিনি বিশেষ মনোযোগ দিলেন। তাঁহার আদেশে বিভিন্ন আকারের ২৫০ জাহাজ প্রস্তুত হইল। ৬০০০০ সৈন্য

এসিয়া মাইনরে হুকুম পাওয়া মাত্র যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। এতদ্ব্যতীত বহু ভারী কামানও সংগৃহীত হইল। নূতন নূতন অস্ত্রাগার ও জাহাজ নির্ম্মাণের আড্ডা প্রস্তুত হইতে লাগিল। সোলতান স্বয়ং অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত অস্ত্রশস্ত্র ও জাহাজ নির্ম্মাণের প্রত্যেকটী কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেনাপতিরা যুদ্ধ যাত্রার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি পরিমাণ বারুদ সংগৃহীত হইয়াছে?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'যাহা আছে, তাহাতে চারি মাসের অবরোধ চলিতে পারে।' সোলতান বলিলেন, 'ইহার দ্বিগুণ বারুদও যথেষ্ট নহে; বিশেষতঃ পরলোক ভিন্ন আর কোথাও আমার যাত্রা নাই।' তাঁহার কথাই সত্য হইল। ১৫২০ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভীম সেলিম ৫৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। তিনি মাত্র নয় বৎসর রাজত্ব করেন; কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই সাম্রাজ্যের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া যান। তিনি জগতের এক জন শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী; তাঁহার সামরিক প্রতিভা অসাধারণ। দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করা ঠিক করিতেন, কিছুতেই তাহা সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না। তজ্জন্য তাঁহাকে Selim the Inflexible বা এক-গুঁয়ে সেলিম বলা হয়। তিনি চারি বৎসর মাত্র যুদ্ধে অতিবাহিত করেন; এই অল্প সময়েই কুর্দ্দ, আরব, সিরীয়, মিসরীয়—চারিটী বিভিন্ন জাতি তাঁহার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। আল্‌জিয়ার্সের সোলতান, বিখ্যাত জলদস্যু ও তদানীন্তন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৌ-সেনাপতি খায়রুদ্দীন বার্ব্বারোসা সম্রাট পঞ্চম চার্ল্‌সের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের আশায় স্বেচ্ছায় তাঁহার অধীনতা মানিয়া লন। এইরূপে বিনা রক্তপাতে

সুদূর মগ্ রেবে সেলিমের বিজয়-পতাকা উত্তোলিত হয়; ফলে পশ্চিম ভূ-মধ্য সাগরের কর্তৃত্ব তাঁহার হাতে আসে। তাঁহার শেষ লক্ষ্য কাহারও জানা নাই। তবে রোড্ সের উপরই তাঁহার দৃষ্টি ছিল বলিয়া লোকের অনুমান।

"সাহসী, রক্ত-পিপাসু ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও" পিশাচের মুখে সেক্স্ পীয়ার-প্রচারিত এই নীতি সেলিমের জীবনের আদর্শ ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও তাঁহার উচ্চ শ্রেণীর শাসন, সামরিক ও মানসিক প্রতিভা অস্বীকার করার উপায় নাই। তাঁহার দেহ-মন সবল ছিল; ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাকে তিনি রীতিমত ঘৃণা করিতেন। উৎকৃষ্ট শিকারী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। যুদ্ধ বা শিকারেই তাঁহার দিন কাটিত। তিনি অতি অল্পই নিদ্রা যাইতেন; রাত্রের অধিকাংশ সময়ই তিনি পড়াশুনায় কাটাইয়া দিতেন। ইতিহাস ও পারসিক কবিতা তাঁহার প্রিয় বিষয় ছিল। পারস্য ভাষায় তিনি নিজেই এক খানা গীতি-কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্বান্ লোকেরা তাঁহার নিকট বিশেষ সমাদর পাইতেন। তাহাদের অনেককেই তিনি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক ইদ্ রীস, বৈজ্ঞানিক মোহাম্মদ ও আইনজ্ঞ কামাল পাশাজাদা বিখ্যাত। সোলতান ইদ্ রীসকে কুর্দ্দিস্তান ও দিয়ার বকরের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক নব-বিজিত জনপদের সংগঠন-ব্যাপারে উচ্চ শাসন-প্রতিভার পরিচয় দেন। বিজ্ঞানের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য সেলিম মোহাম্মদকে প্রথমে কাতেব ও পরে উজীর নিযুক্ত করেন। তাঁহারই পরামর্শে সফলতার সহিত মিসর অভিযান পরিচালিত হয়। বস্তুতঃ সেলিমের আদর কখনও অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই।

শিক্ষিত লোকদের প্রতি ভীম সোলতানের বাস্তবিকই অন্তরের টান ছিল। যে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিলে উজীরদের প্রাণ যাইত, বিদ্বানেরা নির্ভয়ে তাঁহাকে তাহা নিবেদন করিতেন। তাঁহাদের তিরস্কারে সেলিম অনেক বার তাঁহার দমন-নীতির পরিবর্ত্তন করেন। এজন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কামাল পাশাজাদা তাঁহার আইন-জ্ঞানের জন্য সোলতানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন; সেলিম তাঁহাকে আনাতোলিয়ার কাজী-আস্করের পদ প্রদান করেন। মিসর অভিযানের সময় তাঁহাকে ইতিহাস লেখার জন্য প্রভুর অনুগমন করিতে হয়। সেলিম ক্যাম্বাইসেসের ন্যায় মিসরের পর আফ্রিকার অন্যান্য স্থান জয়ের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু বহু দিন মিসরে থাকায় সৈন্যেরা দেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। কামাল নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সৈন্যদের বিরক্তির কথা সোলতানের কর্ণ-গোচর করেন। সেলিম তজ্জন্য তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য সৈন্যদিগকেও শাস্তি দিলেন না; বরং ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রচার করিলেন।

ঐতিহাসিক ইদরীস্ কৌশল ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত কুর্দ্দিস্তান ও দিয়ার বকরের শাসন-ব্যবস্থা করিয়া বিখ্যাত হন। মিসর অভিযানে তিনিও প্রভুর সহগমন করেন। সোলতান তাঁহাকে জামিরির 'জীব-বিদ্যা' আরবীতে অনুদিত করার ভার দেন। পুস্তক সমাপ্ত হইলে তিনি মিসর শাসন সম্বন্ধে সোলতানকে কয়েকটী কঠোর ও আদর্শ উপদেশ দিয়া একটী পারসী কবিতা রচনা করিয়া উহা পুস্তকের সঙ্গে জুড়িয়া উজীরদের হাতে দিলেন। কবিতা পড়িয়া লেখকের দুঃসাহস দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। উহা ফিরাইয়া নিলে তাঁহারা তাঁহাকে এক হাজার

ডুকাট পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেন। কিন্তু উন্নতমনা ঐতিহাসিক তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার ভৎর্সনা-বাক্যে সেলিমের ক্রোধ হইলেও তিনি মহাপ্রাণ ঐতিহাসিককে শুধু কনষ্টান্টিনোপলে পাঠাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ না করিলেও সেলিম কম ধার্ম্মিক ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে ওস্‌মানিয়া সোলতানদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া মোসলমান। এই গোঁড়ামির খাতিরেই তিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। অবশ্য, মিসর আক্রমণের সহিত ধর্ম্মনীতির কোনই সম্পর্ক নাই। কায়রোর প্রধান মস্‌জেদে নামাজ পড়িতে গিয়া তিনি মূল্যবান গালিচা সরাইয়া ফেলিয়া অনাবৃত মেঝের উপর উপাসনা সম্পন্ন করেন। উপস্থিত লোকেরা তাঁহার এই দীনতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। সেলিমের হৃদয়-হীনতার কথা স্মরণ করিলে ইহা নিছক ভণ্ডামি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার আন্তরিকতায় সন্দেহের কোন কারণ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর খৃষ্টান জগতের বহু রাজাই সেলিমের ন্যায় তুল্য ধর্ম্মান্ধ, অথচ মানুষের প্রতি অনুরূপ নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও ন্যায়ান্যায়-জ্ঞানহীন ছিলেন।

ধার্ম্মিকতার অনুরোধে ও বিদ্বানের সম্মান রক্ষার খাতিরে সেলিম অনেক সময় অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত হইতেন। তাঁহাকে প্রকৃত অবস্থা ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিলে প্রায়ই তাঁহার সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিত। তাঁহার নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া মুফ্‌তি জামালি যেরূপ সাহস ও সাধুতার পরিচয় দেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম সম্মানের সহিত স্মরণীয়। এক বার সেলিম কোন কারণে খাজাঞ্চী-খানার দেড় শত কর্ম্মচারীর হত্যার আদেশ দেন। সদাশয় মুফ্‌তি

সোলতানকে পরলোকের শাস্তির ভয় দেখাইয়া হতভাগ্যদের জীবন ও চাকুরী রক্ষা করেন। আর এক বার সেলিম পারস্যের সহিত রেশমের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া হুকুম জারি করেন। চারি শত বণিক ইহার বিরুদ্ধাচরণ করায় তিনি তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করার আদেশ দেন। মুফ্তি জামালি ইহার প্রতিবাদ করিলে সোলতান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'আপনি রাজনীতিতে হাত দিতে আসিবেন না।' মুফ্তি তাঁহার প্রতি প্রথানুযায়ী সম্মান না দেখাইয়াই বিরক্তি-ভরে স্থান ত্যাগ করিলেন। সেলিম তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হইতে নামিয়া চিন্তা করিতে বসিলেন। গভীর চিন্তার পর তাঁহার সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। ফলে বণিকদের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইল। তাঁহারা তাঁহাদের রেশমও ফিরিয়া পাইলেন। সোলতান জামালির প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে আইন বিভাগের দুইটী সর্ব্বোচ্চ পদ—রুমেলিয়া ও আনাতো-লিয়ার কাজীগিরি দিতে চাহিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ না করিলেও সেলিম তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা ও খাতির করিতেন।

বস্তুতঃ নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত সেলিমের আর কোন দোষ নাই। বিরাট দিগ্বিজয়, মার্জ্জিত জ্ঞান-চর্চ্চা ও উদার বিদ্যোৎ-সাহিতার জন্য তিনি চিরদিনই লোকের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জ্জন করিবেন। সমসাময়িক লেখক ভেনিসীয় দূত মোসেনিগো বলেন, 'দয়া, সদ্‌গুণ, ন্যায়-বিচার ও উদারতায় আমি কখনও সেলিমের তুল্য কোন লোক দেখিতে পাই নাই।'

যুগের প্রভু

সেলিম মরিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁহার রণ-সম্ভার হ্রাস করিতে পারিল না। ফিলিপের ন্যায় তিনি পুত্রের জন্য সমস্তই প্রস্তুত রাখিয়া গেলেন। সোলায়মান আসিয়া আলেকজাণ্ডারের স্থান গ্রহণ করিলেন।

সোলায়মানের রাজত্বকাল কেবল তুরস্কের ইতিহাসে নহে, সমগ্র জগতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্ব-পূর্ণ যুগ। বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীতে (১৪৮১-১৫২০) খৃষ্টান জগত তুর্ক আক্রমণ হইতে নিরাপদ ছিল। বায়েজিদ নেহাৎ দায়ে পড়িয়া কয়েকটী খণ্ড-যুদ্ধে লিপ্ত হন, সেলিম স্বধর্ম্মা-বলম্বীদের শোণিত পাতেই ব্যস্ত থাকেন। এই অবসরে ইউরোপের বড় বড় রাজ্য বালকত্ব হইতে যৌবনে উপনীত হয়। খৃষ্টান নরপতিরা ইতোমধ্যে সুগঠিত, সুশিক্ষিত বড় বড় স্থায়ী বাহিনী গঠন করেন; আগ্নেয়া-স্ত্রের ব্যবহারও তাঁহাদের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত হয়। স্পেন মুরদিগকে হাঁকাইয়া দিয়া নূতন জগত আবিষ্কার করে। ভাস্কো-ডি-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করায় প্রাচ্যের বাণিজ্য মোসলমানদের হাতছাড়া হইয়া যায়। অষ্ট্রিয়ায় হ্যাপ্‌স্‌বার্গ বংশের শাসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়; ফ্রান্সের অষ্টম চার্ল্‌স্‌ ও দ্বাদশ লুই ফরাসী রাজশক্তি সুগঠিত করিয়া এমন কি বিদেশেও রাজ্য বিস্তার করেন। খৃষ্টধর্ম্মের জয় প্রত্যেক খৃষ্টান ছাত্র, সৈন্য, নাবিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিকের কাম্য হইয়া দাঁড়ায়। জার্ম্মানীর সম্রাট পঞ্চম চার্ল্‌সের হস্তে স্পেন, নিথার ল্যাণ্ডস্‌ (বর্ত্তমান হল্যাণ্ড), সিসিলী, নেপল্‌স, পেরু ও মেক্সিকোর রাজমুকুট একত্র হওয়ায় ইউরোপে ইস্‌লাম বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগিয়া উঠিয়া ইউরোপ এসময় তুর্কদের বিরুদ্ধে নানা দিকে যেভাবে সৈন্য সজ্জিত করে, তাহাতে তাহারা মরিয়া যাইবে বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। চতুর্দ্দিকে প্রবল শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া এই শতাব্দীতে বাঁচিয়া থাকাই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। কিন্তু তাহারা কেবল যে সমগ্র ইউরোপের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষা করিতেই সমর্থ হয়, এমন নহে ; এই দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে তাহাদের আরও শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্য লাভ ঘটে। সমগ্র ষোড়শ শতাব্দীতেই ওস্‌মানিয়া বংশ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিলেন। খৃষ্টান জগতের প্রধান রাজন্যবর্গের নিকট হইতে তাঁহারা এই সময় বহু-সংখ্যক সুসমৃদ্ধ জনপদ কাড়িয়া লন। তুর্কদের সামরিক প্রতিষ্ঠানের অক্ষুণ্ণ শক্তি এবং তাহাদের রাজ্যের নৈসর্গিক অবস্থান ও উন্নত জাতীয় তেজঃ এজন্য অনেকটা দায়ী হইলেও ইহার প্রধান কারণ, এই সময় এক মহামানব তুরস্কের ভাগ্য-গতি নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করেন।

সোলায়মান এক আশ্চর্য্যজনক যুগে বাস করিতেন। ইহা কলম্বস, ড্রেক, র‍্যালে, স্পেন্‌সার ও সেক্স্‌পীয়ারের যুগ। এই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার সাধিত এবং নূতন জগত ও নূতন বাণিজ্য-পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় সর্ব্বদিক্ দিয়াই সভ্যতার বিস্ময়কর উন্নতি লাভ ঘটে। কিন্তু পাশ্চাত্যের খৃষ্টানদের এ সকল অবদান প্রাচ্যে তুর্কদের কৃতকার্য্যতা অপেক্ষা অধিক গৌরবজনক ছিল কিনা সন্দেহ। সোলায়মানের অবিশ্রান্ত দিগ্বিজয় এবং তুর্গুদ ও বার্ব্বারোসার সফলতা লাভকে ন্যায়তঃ আটলান্টিকের শ্রেষ্ঠ সৈনিক ও নাবিকদের কৃতকার্য্যতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এমন কি এই যুগের তুর্ক বোম্বেটেরাও রাজবংশ স্থাপন করেন।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা সোলায়মানকে দিগ্বিজয়ী, মহামতি (the Great) ও মহামহিমান্বিত (the Magnificicnt) উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; কিন্তু স্বরাজ্যে তিনি কানূনী (ব্যবস্থাপক) ও সাহেব-ই-কিরাণ (যুগের প্রভু) নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি বাস্তবিকই সে যুগের প্রভু। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ন্যায় তাঁহার প্রভুত্ব লাভ প্রতিবেশীদের দৌর্ব্বল্যের ফল নহে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অনেক বড় রাজা আবির্ভূত হন। ইহা সম্রাট পঞ্চম চার্ল্‌স, ফ্রান্সের প্রথম ফ্রান্সিস্, পোপ দশম লিও, ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেন্‌রী ও মহারাণী এলিজাবেথ, পোল্যাণ্ডের প্রথম সিগিস্‌মাণ্ড্, ভেনিসের ডিউক য়্যাণ্ড্রিয়াস্ গ্রিটি, রুশিয়ার ভাবী গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা ভেসিলি আইভানোভিচ, পারস্য সাম্রাজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাদাতা শাহ্ ইস্‌মাঈল ও ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন-দাতা মহামতি আকবরের যুগ। কিন্তু ইঁহাদের কেহই তুরস্কের সোলতান সোলায়মানের ন্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। *

পিতামহের আমলেই নবীন সোলতান অতি অল্প বয়সে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে কাজ করেন। পারস্য অভিযানের সময় সেলিম তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধিরূপে কনষ্টান্টিনোপলে রাখিয়া যান। মিসর আক্রমণের সময় তিনি আদ্রিয়ানোপলের ও পিতার রাজত্বের শেষ দুই বৎসর সারু-খাঁর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহার ফলে রাজকার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা

* "The age which boasted of Charles V., the equal of Charlemagne in empire; of...Elizabeth, queen of queens, ...could yet point to no greater sovereign than Suleyman of Turkey."—Lane-poole, 166.

লাভ ঘটে। প্রতিবারই তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও উদারতা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে স্নেহ ও সম্মান করিতে শিখে। জ্ঞান, দয়া, সাহস ও ন্যায়-পরায়ণতার জন্য তাঁহার নাম ইতঃপূর্ব্বেই প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়। কাজেই সেলিমের নিষ্ঠুরতায় ক্লান্ত প্রজাবর্গ তাঁহাকে সানন্দে বরণ করিয়া লয়। তাঁহার বয়স তখন ২৬ বৎসর মাত্র।

নবীন ভূপতির প্রথম কার্য্যই তাঁহার গভীর ন্যায়-বিচার-প্রীতি ও উদার সদাশয়তার প্রমাণ। সেলিম ৬০০ মিসরীয়কে কনষ্টাণ্টিনোপলে বাস করিতে বাধ্য করেন। সোলায়মান সিংহাসনে বসিয়াই তাহাদিগকে স্বদেশ গমনের অনুমতি দিলেন। পারস্যের সহিত বাণিজ্য করার অপরাধে যে সকল বণিকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, তাঁহারা অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ পাইলেন। নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনার অপরাধে নৌ-সেনাপতি ও অপর কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বিচার হইল। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাঁহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ধনী-দরিদ্র, রায়া ও মোসলমানের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অশান্তি দূর করিয়া নিরপেক্ষভাবে ন্যায়-বিচার করার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের নিকট বাদশাহের ফরমান প্রেরিত হইল। এ সকল সংবাদ ত্বরিত গতিতে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। লোকে তাহাদের যুবক সোলতানের দয়া ও দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যুগপৎ ভয় ও ভক্তি করিতে শিখিল।

বিগত সোলতানের মৃত্যুর পর কোথাও কোন গোলমাল বাধিল না। কেবল সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা বিশ্বাসঘাতক গাজালি স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইহার ফলে কেবল সিরিয়ায়ই শান্তি স্থাপিত হইল না; শাহ্ ইস্মাঈল যে বড়

আশা করিয়া সীমান্তে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেও ছাই পড়িল।

অনতিকাল পরেই সোলায়মানের 'যুগের প্রভু' উপাধির সার্থকতা প্রতিপাদন ও বৈদেশিক যুদ্ধে তাঁহার সামরিক যোগ্যতা প্রদর্শন করার সময় আসিল। সেলিমের রাজত্বের শেষ ভাগ হইতেই সীমান্তে তুর্ক ও হাঙ্গেরীর মধ্যে অশান্তি লাগিয়া ছিল। কুক্ষণে নূতন রাজা দ্বিতীয় লুই অবিবেচকের ন্যায় তুর্ক দূতকে অপমানিত ও নিহত করিলেন। সোলায়মান তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রসদ-পত্র প্রেরণের ও পৌঁছাইবার যে সুবন্দোবস্ত হইল, তাহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি পূর্ণ-মাত্রায় পিতার সাহস, কৌশল ও দূর-দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সাবাজ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র স্থান তাঁহার সেনাপতিদের অধিকারে আসিল। সোলতান স্বয়ং বেলগ্রেদের বিরুদ্ধে মূল বাহিনী পরিচালনা করিলেন। দিগ্বিজয়ী মোহাম্মদ এখানে ব্যর্থকাম হইলেও এবার উহা দিগ্বিজয়ী সোলায়মানকে বাধা দিতে পারিল না। ১৫২১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট বেলগ্রেদের পতন হইল। দুর্গ-প্রাচীরাদির সংস্কার ও নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সোলতান বিজয় গৌরবে কনষ্টান্টিনোপলে ফিরিয়া আসিলেন। এই জয় লাভের ফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রতীয়মান হইল ; ভেনিস হতবুদ্ধি হইয়া জান্তে ও সাইপ্রাসের জন্য দ্বিগুণ কর দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রভুত্ব মানিয়া লইল।

রাজধানীতে আসিয়া সোলতান অপূর্ব্ব আকারে স্থল ও জল যুদ্ধের উপযোগী বিপুল রণ-সজ্জা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণাধীনে সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা উঠিল, কনষ্টান্টিনোপলের অস্ত্রাগার বর্দ্ধিত হইল, সহস্র সহস্র লোক নূতন নৌ বহর নির্ম্মাণে লাগিয়া গেল। রোড্‌স্ আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় মোহাম্মদ দ্বিতীয় বার ব্যর্থকাম হন। কনষ্টান্টিনোপলের সহিত নব-বিজিত সিরিয়া

ও মিসরের সংশ্রব রাখার জন্য উহা অধিকার করা তুর্কদের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। পিতামহের অপমান ঘুচাইবার জন্য ১৫২২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন মহামহিমান্বিত সোলায়মান ৩০০ জাহাজে এক লক্ষ দশ হাজার সৈন্য লইয়া কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করিলেন। ভিলিয়ার্স নামক এক জন প্রবীণ, সাহসী ফরাসী নাইট তখন সেণ্ট্ জনের নাইটদের গ্র্যাণ্ড্ মাষ্টার। তাঁহার অধীনে ৫০০০ নিয়মিত সৈন্য ছিল; তন্মধ্যে ৬০০ জন নাইট। তিনি বন্দরের বাসিন্দা ও আশ্রিত কৃষকগণকে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া সৈনিক ও নাবিকে পরিণত করিলেন। ক্রীতদাসেরাও দুর্গ-প্রাকারে কাজ করিতে বাধ্য হইল। ২৮শে জুলাই সোলায়মান দ্বীপে অবতরণ করিলেন; ১লা আগষ্ট অবরোধ আরম্ভ হইল। সেপ্টেম্বরের প্রথমে তুর্কেরা প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু রক্ষী সৈন্যেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। ১২ই অক্টোবর, ২৩শে অক্টোবর ও ৩০শে নভেম্বর আবার সজোরে নগরে প্রবেশের চেষ্টা চলিল। তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া তাহারা এভাবে বৃথা প্রাণপাত না করিয়া কামান-বারুদের উপর নির্ভর করাই স্থির করিল। কি কৌশলে নিয়মিতভাবে দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়, তুর্কিরাই সে বিষয়ে জগতের শিক্ষা-গুরু; * তাহারা এই অভিযানেই সর্ব্বপ্রথম গোলার ব্যবহার করে। তাহাদের গোলন্দাজ বাহিনী তখনও পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক্রমে সোলায়মান বহিঃ প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। পাঁচ মাস বাধা দানের পর নাইটেরা সফলতা লাভে নিরাশ হইয়া তাঁহার প্রস্তাবিত শর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন (২৫শে ডিসেম্বর)।

* "...the first regular approaches against a fortress were introduced by this people."—Col. Chesney, Turkey, 367.

সদাশয় দিগ্বিজয়ী পরাজিত নাইটদের ব্যর্থ সাহসের প্রতি যে সম্মান দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার গৌরব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। * তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্র ও ধন-সম্পদ সহ বণিকদের জাহাজে নগর ত্যাগের জন্য বার দিনের অবকাশ পাইলেন ; প্রয়োজন হইলে সোলতান নিজের জাহাজ দিয়াও তাঁহাদিগকে পৌছাইয়া দিতে স্বীকার করিলেন। অধিবাসীরা স্ব স্ব ধর্ম্মমত বজায় রাখিবার পূর্ণ অধিকার পাইল। তাহাদের গির্জ্জা তাহাদেরই দখলে রহিল। তদুপরি সোলতান তাহাদের পাঁচ বৎসরের খাজানা মাফ করিয়া দিতে ও বালক-কর গ্রহণ না করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নাইটদের সাহসে তুর্কেরা এতই চমৎকৃত হইল যে, তাঁহাদের কুল-মর্য্যাদা-চিহ্নাঙ্কিত ঢালগুলি পর্য্যন্ত স্থানচ্যুত করিল না। তাঁহাদের গৃহের উপরে সেগুলি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজত্বের প্রথম বৎসরে বেলগ্রেদ ও দ্বিতীয় বৎসরে রোড্‌স্‌ সোলায়মানের হাতে আসিল। এক বিজয়ে হাঙ্গেরীর পথ উন্মুক্ত হইল, অপর বিজয়ে তুর্ক নৌ-বহর পূর্ব্ব ভূ-মধ্য সাগরের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিল। পরবর্ত্তী দুই বৎসর সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে ও মিসরের শাসনকর্ত্তা আহ্‌মদ পাশার বিদ্রোহ দমনে ব্যয়িত হইল। বার্ষিক অভিযান বন্ধ থাকায় যুদ্ধপ্রিয় জেনিসেরিরা বিদ্রোহী হইয়া বসিল। তাহাদিগকে ব্যস্ত রাখার জন্য সোলায়মানকে আবার যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইল। কোন উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম না হইলেও হাঙ্গেরীর সহিত তখনও তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। পঞ্চম চার্ল্‌সের ফ্রান্স আক্রমণ বন্ধ রাখিবার জন্য প্রথম ফ্রান্সিস তাঁহাকে জোরেশোরে এই যুদ্ধ চালাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ

* "...such honour is reflected with double lustre upon the generous victor."—Creasy, 163.

করিলেন। ওদিকে তুর্কদের বিরুদ্ধে একটী দৃঢ় রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠনের জন্য পারস্য হইতে চার্ল্‌স ও হাঙ্গেরী-রাজের দরবারে এক জন দূত আসিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষাধিক সৈন্য ও তিন শত কামান লইয়া দিগ্বিজয়ী সোলায়মান কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করিলেন। সেলিম ও দ্বিতীয় মোহাম্মদের ন্যায় তিনি এই অতি-প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে সংখ্যা, সজ্জায়, ওজনে ও গোলন্দাজদের কৌশলে তুর্ক গোলন্দাজ বাহিনী অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। * রাজা লুই সংখ্যাল্প সৈন্য লইয়া অবিবেচকের ন্যায় মোহাক্‌সে সোলায়মানের সম্মুখীন হইলেন। অবশ্য তাঁহার সৈন্যেরা যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইল। এক দল একেবারে স্বয়ং সোলতানের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। এক জন এমন কি তাঁহার দেহে আঘাত করিয়া বসিল। সৌভাগ্যবশতঃ সুদৃঢ় লৌহ-বর্ম্মে লাগিয়া উহা প্রতিহত হইয়া আসিল। কিন্তু উন্নত শিক্ষা, সৈন্য-সংখ্যা ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে এই বীরত্ব কোনই কাজে আসিল না। দুই ঘণ্টার মধ্যেই হাঙ্গেরীর ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। আট জন বিশপ ও অধিকাংশ ম্যাগিয়ার অভিজাত দেহরক্ষা করিলেন। ২৪০০০ সাধারণ সৈন্য তুর্কদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। রাজা লুই মস্তকে আহত হইয়া পলায়নের চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু পলাতকদের ধাক্কায় তাঁহার অশ্ব একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর মধ্যে পড়িয়া গেল। হতভাগ্য রাজা বর্ম্ম-ভারে গভীর জলে ডুবিয়া গেলেন। সৈন্যেরা

* "…throughout his reign, the artillery of the Ottomans was far superior in number, in weight of metal, in equipment, and in the skill of the gunners, to that possessed by any other nation."—Creasy, 165.

তাঁহার মৃতদেহ খুঁজিয়া আনিলে সদাশয় সোলতান তাঁহার অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

মোহাক্‌স্‌ হাঙ্গেরীর পানিপথ। যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় লাভ করিয়া সোলায়মান দানিয়ুব-তীর অবলম্বন করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। বুদা ও পেস্ত অনায়াসে তাঁহার দখলে আসিল। আকিঞ্জিরা সমগ্র দেশ লুণ্ঠন করিল; এক লক্ষ খৃষ্টান তাহাদের হস্তে বন্দী হইল। তাহারা ম্যাথিয়াস কর্ভিনাসের বিখ্যাত লাইব্রেরী কনষ্টান্টিনোপলে চালান দিল। বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া সেপ্টেম্বর মাসে সোলতান রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এক শতাব্দী পর্য্যন্ত হাঙ্গেরী দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় ইউরোপে তুর্কদের অগ্রগতি রুদ্ধ রাখিয়াছিল। মোহাক্‌সের যুদ্ধের ফলে দেড় শত বৎসরের জন্য উহা তাহাদের অধীন হইয়া গেল।

সোলায়মানের পরবর্ত্তী অভিযান অষ্ট্রিয়া আক্রমণ ও ভিয়েনা অবরোধ। তুরস্ক ও জার্ম্মানীর ইতিহাসে ইহা এক অতি বিখ্যাত ঘটনা। মৃত রাজা লুইর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। কয়েক জন হতাবশিষ্ট অভিজাত ট্রান্সিলভানিয়ার শাসনকর্ত্তা জন জেপোলিয়ার মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার রাজা (Archduke) ফার্ডিনাণ্ডের কাঁধে ভূত চাপিল। তিনি তাঁহার ভ্রাতা পঞ্চম চার্ল্‌সের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আত্মীয়তা ও এক পুরাতন সন্ধির জোরে হাঙ্গেরীর সিংহাসন দাবী করিলেন। তাঁহার দূতেরা এমন কি তুর্ক সরকারে বেলগ্রেদ ও অন্যান্য প্রধান স্থান প্রত্যর্পণের দাবী উত্থাপন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এদিকে গৃহ-যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া জেপোলিয়া সোলতানের শরণ লইলেন। সোলায়মান তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এবার ফার্ডিনাণ্ডের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তিনি সন্ধি-শর্ত্ত নির্দ্ধারণ বা

অন্ততঃ সাময়িকভাবে যুদ্ধ-বিরতির প্রার্থনা জানাইয়া বৃথাই কনষ্টাণ্টি-নোপলে দূত পাঠাইলেন। সোলায়মান তাঁহাকে খবর দিলেন, "আমি শীঘ্রই আপনাকে অপহৃত রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য আসিতেছি। মোহাক্‌স বা পেস্তে আপনার সাক্ষাৎ পাইবার, না পাইলে একেবারে ভিয়েনার প্রাচীর-নিম্নে আপনাকে যুদ্ধ দানের আশা রাখি।"

সাহেব-ই-কিরাণ বৃথা ভয় দেখাইবার পাত্র ছিলেন না। আড়াই লক্ষ সৈন্য ও ৩০০ কামান লইয়া তিনি ১৫২৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে কনষ্টাণ্টিনোপল ত্যাগ করিলেন। অবিশ্রান্ত বারিপাতে পথ-ঘাট খারাব হইয়া যাওয়ায় সৈন্যেরা মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল। ৩রা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে তাহারা বুদায় পৌছিতে পারিল না। ফার্ডিনাণ্ডের সৈন্যেরা গত বৎসর ইহা অধিকার করিয়া লয়। ছয় দিন অবরোধের পর হাঙ্গেরীর রাজধানী আবার সোলায়মানের হাতে আসিল। বিপক্ষ সেনাপতি সামরিক সম্মানের সহিত মুক্তি পাইলেন। সোলতানের কৃপায় জেপোলিয়া যথারীতি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কৃতজ্ঞ ভূপতি এক দল সৈন্য লইয়া প্রভুর অনুগমন করিলেন।

আল্টেন বার্গে রা-আব নদী উত্তীর্ণ হইয়া সোলায়মান তাঁহার ত্রিশ হাজার অনিয়মিত অশ্বারোহী ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা এম্‌স নদী পর্য্যন্ত সমগ্র অষ্ট্রিয়া লুণ্ঠন করিয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ ত্রাশের সঞ্চার করিল। পেস্ত্‌ বিনা যুদ্ধে সোলায়মানের দখলে আসিল। গ্র্যানের আর্চ্চ-বিশপ নগর ছাড়িয়া সোলতানের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কেবল ব্রাকে আসিয়া তাঁহার গতিরুদ্ধ হইল। প্রবল আক্রমণে উহাও তাঁহার অধিকারে আসিল।

এদিকে চার্লস ও ফার্ডিনাণ্ড সৈন্য সংগ্রহে মন দিলেন। প্রত্যেক দশম ব্যক্তি তাঁহাদের পতাকা-নিম্নে সমবেত হইল; নিকটবর্ত্তী রাজ্য-

গুলি হইতেও কিছু সৈন্য সাহায্য আসিল। রাইন নদী-তীরে না পৌছিয়া সোলায়মান তাঁহার অশ্ব-বল্গা সংযত করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন শুনিয়া জার্ম্মানেরা বার হাজার পদাতিক ও চারি হাজার অশ্বারোহী পাঠাইল। পুরাতন প্রাচীরের সঙ্গে নগরের অভ্যন্তর ভাগে পরিখা সহ বিশ ফুট উচ্চ এক সম্পূর্ণ নূতন প্রাচীর উঠিল। নদী-তীর সুরক্ষিত, নিকটবর্ত্তী গৃহ ও উপনগরগুলি বিধ্বস্ত এবং নিষ্কর্ম্মা লোক, রমণী, বালক-বালিকা ও পুরোহিতের দল নগর হইতে বিতাড়িত হইল। সামের (Salm) কাউণ্ট সত্তরটী কামান সজ্জিত করিয়া তুর্কদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফার্ডিনাণ্ড্ ভয়ে রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অবশেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর তুর্ক বাহিনী ভিয়েনার সম্মুখে উপস্থিত হইল। উপনগরের ধ্বংস-স্তূপের উপর তাহাদের ত্রিশ হাজার তাঁবু পড়িল। রক্ষী সৈন্যদের যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করিয়া তুর্ক ইঞ্জিনিয়ারেরা কয়েক স্থানে নগর-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ১০, ১১, ১২ ও ১৪ই অক্টোবর নগরে প্রবেশের জন্য প্রবল আক্রমণ চলিল। কিন্তু রক্ষী সৈন্যেরা প্রত্যেক দিনই তুর্কদিগকে ভগ্ন স্থান হইতে হাঁকাইয়া দিল। ভীষণ বৃষ্টিপাতের দরুণ তাহারা অধিকাংশ ভারী কামান পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহাই তাহাদের কাল হইল। কড়া আব্-হাওয়া, নিকৃষ্ট খাদ্য ও দৈনিক অকৃতকার্য্যতায় তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। এমন কি কশাঘাত করিয়াও তাহাদিগকে যুদ্ধে নেওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অগত্যা ১৪ই অক্টোবর রাত্রে সোলায়মানকে অবরোধ উঠাইবার আদেশ দিতে হইল। ভিয়েনা মধ্য-ইউরোপে তুর্ক আক্রমণের শেষ সীমা হইয়া রহিল।

তিন বৎসর পরে মহামতি সোলতান এক বৃহত্তর বাহিনী লইয়া অষ্ট্রিয়ায় আসিলেন। চার্ল্‌স তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কাজেই মোস্‌লেম ও খৃষ্টান জগতের দুই জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূপতির মধ্যে সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু চার্ল্‌স ভিয়েনার নিকটে বসিয়া রহিলেন; সোলায়মান এই অবসরে প্রবল বাধা প্রাপ্তির পর গান্‌স নামক ক্ষুদ্র শহর দখলে আনিলেন। অতঃপর তিনি ষ্টাইরিয়া প্রদেশ উৎসন্ন করিয়া দিলেন। ইহাতেও চার্ল্‌স স্থানত্যাগ করিলেন না; সোলায়মানও আবার ভিয়েনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কাজেই কোন যুদ্ধ বাধিল না। পর বৎসর (১৫৩৩) উভয় পক্ষে এক সন্ধি হইল। ফার্ডিনাণ্ড ও জেপোলিয়া হাঙ্গেরী ভাগ করিয়া লইলেন; সোলতান তাঁহার সুবিধা বজায় রাখিলেন।

পারস্যের শত্রুতার ফলে ইহার পর তুর্কদিগকে পূর্ব্ব সীমান্ত লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইল। ফলে কয়েক বৎসরের জন্য ইউরোপ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই দুইটী প্রধান মোসলমান রাষ্ট্রের সংগ্রাম যে খৃষ্টান জগতের সাময়িক স্বস্তির কারণ, সে যুগের কূট রাজনীতিবিদেরা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৩৫, ১৫৪৮, ১৫৫৩ ও ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সোলায়মান পারস্যের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন। পার্ব্বত্য পথ ও মরুভূমির মধ্য দিয়া গমন কালে তুর্কেরা যথেষ্ট কষ্ট পায়; কর্ম্মঠ ও সাহসী পারসিকেরাও তাহাদিগকে অনেক যাতনা দেয়। কিন্তু এই সকল অভিযানের ফলে আর্ম্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়ার অনেক স্থান এবং ভান, এরিভান, মোসেল ও বাগদাদ ওস্‌মানিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে জন জেপোলিয়ার মৃত্যু হইলে ফার্ডিনাণ্ড সমগ্র হাঙ্গেরী দাবী করিয়া বসিলেন। কিন্তু জনের বিধবা পত্নী তাঁহার শিশু-

পুত্রের পক্ষে সোলতানের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কাজেই তুর্ক সৈন্যে দেশ ভরিয়া গেল। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে সোলায়মান স্বয়ং হাঙ্গেরীতে আসিলেন। জেপোলিয়ার শিশু-পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহাকে সিংহাসন দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইতোমধ্যে বুদা ও অন্যান্য প্রধান নগরে তুর্ক সৈন্য স্থাপিত হইল; সমগ্র দেশ সঞ্জকে বিভক্ত করিয়া সোলতান সেখানে তুর্ক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। গ্রান, ষ্টুলউইসেনবার্গ প্রভৃতি বহু সুদৃঢ় নগরী তাঁহার হস্তগত হইল। নিরুপায় হইয়া চার্লস ও ফার্ডিনাণ্ড সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে পাঁচ বৎসরের জন্য উভয় পক্ষে এক যুদ্ধ-বিরতি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। সোলায়মান প্রায় সমগ্র হাঙ্গেরী ও ট্রান্সিলভানিয়া স্বাধিকারে রাখিলেন। ফার্ডিনাণ্ড তাঁহাকে অধিরাজ বলিয়া মানিয়া লইলেন। তাঁহার বার্ষিক কর ত্রিশ হাজার ডুকাট নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই সন্ধি তুরস্কের পক্ষে বড় গৌরবের। ফার্ডিনাণ্ড ব্যতীত পোপ, সম্রাট, ফ্রান্সের রাজা ও ভেনিসের ডিউকও ইহাতে নাম স্বাক্ষর করেন। কাজেই ইহা দ্বারা খৃষ্টান জগত সোলায়মানের সাহেব-ই-কিরান দাবী স্বীকার করিয়া লয়। অষ্ট্রিয়া বহু পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট দীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ড নিজকে সোলতানের প্রধান মন্ত্রী 'ইব্রাহীমের ভ্রাতা' বলিয়া অভিহিত করিতে সম্মত হন। ফ্রান্সিস্ বহু বার দীনহীনভাবে সোলতানের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন। তিনি যখন (১৫২৫) মাদ্রিদে বন্দী, তখন হইতেই তাঁহাদের মধ্যে পত্র বিনিময় আরম্ভ হয়। ফন হেমারের তুরস্কের ইতিহাসের ফরাসী অনুবাদক মিঃ হেলার্ট ন্যায়তঃ বলেন, সোলতানের উত্তরে যে ন্যায়পরায়ণতা ও পরমত-সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সে যুগে নিতান্ত দুর্লভ; কাজেই

সেগুলি অত্যন্ত সম্মানার্হ। সোলায়মান তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বহু বার হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিয়া ফ্রান্সিস্‌কে প্রার্থিত সাহায্য প্রদান করেন। ইহার ফলে চার্ল্‌সকে এদিকে মনোযোগ দিতে হইত বলিয়া তিনি আর ফ্রান্স আক্রমণ করিতে পারেন নাই। ইংল্যাণ্ডের এই সময় কোন বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু স্পেনের চাপে পড়িয়া সোলায়মানের পৌত্রের রাজত্বে উহাকেও সসম্মানে সোলতানের সাহায্য ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হয়।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"—সুখ-দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। আঠার বৎসর পরে ভিয়েনার ন্যায় মাণ্টায় আবার সোলায়মানের বিজয়-গতি বাধাপ্রাপ্ত হইল। সেণ্ট্ জনের নাইটেরা রোড্‌স্ হইতে বিতাড়িত হইয়া (১৫২২) কয়েক বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে মাণ্টায় বসতি স্থাপন করিলেন। দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা শীঘ্রই উহা সুরক্ষিত করিয়া ফেলিলেন। স্পেন ও ইস্‌লামের অন্যান্য শত্রুর সহিত যোগ দিয়া তাঁহারা বিধিবদ্ধভাবে মোসলমান জাহাজ ও তুর্ক উপকূল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। বহু মোসলমান তাঁহাদের হস্তে বন্দী হইয়া খৃষ্টান জাহাজে দাঁড় টানিতে বাধ্য হইল। শেষে তাঁহারা এমন কি সোলতানের হেরেমের কতিপয় মহিলার এক খানা বৃহৎ জাহাজ ধরিয়া লইয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। বিশেষতঃ দ্বীপটী তাঁহার হাতে আসিলে উহাকে কেন্দ্র করিয়া সিসিলী ও দক্ষিণ ইতালী আক্রমণের সুবিধা হইত। তজ্জন্য তিনি বোম্বেটেদের এই বাসাটীও ভাঙ্গিয়া দিতে মনস্থ করিলেন।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ১৮১ খানা জাহাজে ত্রিশ হাজার সৈন্য কনষ্টাণ্টিনোপল ত্যাগ করিল। পঞ্চম উজীর মোস্তফা পাশা সেরাস্কিয়ার

বা প্রধান সেনাপতি ও বিখ্যাত নৌ-সেনাধ্যক্ষ পিয়ালি তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। প্রসিদ্ধ নৌ-বীর দ্রাগুত ত্রিপোলী হইতে আরও সৈন্য ও জাহাজ লইয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করার জন্য সোলতানের আদেশ পাইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে যুদ্ধারম্ভ না করার জন্য উজীরের উপর স্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু মোস্তফা ও পিয়ালির মধ্যে সদ্ভাব ছিল না; আবার তাঁহারা দুই জনেই দ্রাগুতের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। ফলে এই বিরাট অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল।

১৮শে মে তুর্ক নৌ-বহর মাল্টায় উপস্থিত হইল। দ্রাগুতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া মোস্তফা পর দিনই সেণ্ট্ এল্‌মো দুর্গ আক্রমণ করিলেন। পিয়ালি বৃথাই সেণ্ট্ মাইকেল দুর্গ আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। নাইটেরা ইতোমধ্যে এই দুর্গ ও সেণ্ট্ এঞ্জেলো দুর্গের দৃঢ়তা সাধন করিয়া দ্বীপটীকে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের ৭০০ নাইট ও ৮৫০০ সৈন্য ছিল। এতদ্ব্যতীত স্পেন হইতে ৬০০ সৈন্য আসিল। সিসিলীর রাজ-প্রতিনিধি আরও সৈন্য পাঠাইতে আদিষ্ট হইলেন। পোপ দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা সাহায্য পাঠাইলেন। অচিরে তুর্কদেরও শক্তি বৃদ্ধি হইল। পাঁচ দিন পরে কাপ্তান ওসিয়ালি বা উলুজ আলী আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ছয় খানা জাহাজ লইয়া আসিলেন। ২রা জুন দ্রাগুত স্বয়ং বিশ খানা জাহাজ সহ মাল্টায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দ্বীপে পদার্পণ করিয়াই মোস্তফার আহ্‌মকি বুঝিতে পারিলেন। কঠিন পর্ব্বত-গাত্রে তুর্কেরা খাত কাটিতে পারিতেছিল না। তদুপরি খৃষ্টানেরা অপর দুইটী দুর্গ হইতে তুর্ক বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিয়া প্রত্যহ বহু লোকের প্রাণ নাশ করিতেছিল। কিন্তু তখন আর ভ্রম সংশোধনের উপায় ছিল না। কাজেই আক্রমণ চলিতে লাগিল। ১৬ই জুন দ্রাগুত মারাত্মকরূপে

আহত হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিয়া মোস্তফা যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। সাত দিন পরে দুর্গ তাঁহার অধিকারে আসিল। খৃষ্টানদের ৩০০ নাইট ও ১৩০০ সাধারণ সৈন্য নিহত হইল। কিন্তু তুর্কদের আট হাজার সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল; সর্ব্বোপরি দ্রাগুতের ন্যায় প্রবীণ সেনাপতির মৃত্যুতে তাহাদের অপূরণেয় ক্ষতি হইল।

৫ই জুলাই তুর্কেরা সেণ্ট্ মাইকেল অবরোধ করিল। ইতোমধ্যে বিখ্যাত নৌ-বীর বার্ব্বারোসার পুত্র ও দ্রাগুতের জামাতা, আল্‌জিয়ার্সের বেগলার বে হাসান আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু দশ বার আক্রমণ চালাইয়াও তাহারা দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। কেবল এক বার তাহারা ভিতরে প্রবেশের উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দুই শত নূতন সৈন্য দেখিয়া তাহারা তাহাদিগকে সিসিলীয় বাহিনীর অগ্রগামী সৈন্য মনে করিয়া আতঙ্কে পলাইয়া গেল। অবশেষে ৫ই সেপ্টেম্বর সিসিলী হইতে ন্যূনপক্ষে আট হাজার সৈন্য আসিল। ইহাতে নিরাশ হইয়া মোস্তফা অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া গেলেন। এই নূতন সাহায্য না আসিলে তাঁহার জয়লাভ নিশ্চিত ছিল। এই সময় রক্ষী সৈন্যের সংখ্যা এত হ্রাস প্রাপ্ত হয় যে, গ্র্যাণ্ড্-মাষ্টার লা ভ্যালেটের ছয় শতের বেশী যুদ্ধক্ষম লোক ছিল না। এই যুদ্ধে তাঁহার ৫০০০ সৈন্য নিহত হয়; পক্ষান্তরে ২৫০০০ তুর্ক মৃত্যু বরণ করে।

অষ্ট্রিয়ার সহিত আবার বিবাদ না বাধিলে সোলায়মান পর বৎসর মাণ্টা আক্রমণ না করিয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু পারস্য যেমন খৃষ্টান জগত রক্ষা করে, অষ্ট্রিয়াও তেমনি নাইটদিগকে রক্ষা করিল। ইতোমধ্যে ফার্ডিনাণ্ডের উত্তরাধিকারী সম্রাট ২য় ম্যাক্সিমিলিয়ান ও সিগিস্‌মাণ্ড্ জেপোলিয়ার মধ্যে শত্রুতার ফলে তুর্কদের সহিত যুদ্ধ বাধিল। ম্যাক্সি-

মিলিয়ান টোকে ও সেরেঙ্ক্জ অধিকার করায় তুর্ক সেনাপতি মোস্তফা সকোলি ক্রোয়াসিয়া আক্রমণ করিলেন। সোলায়মান তখন ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধ; তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশনের ক্ষমতা ছিল না; তথাপি তিনি যুদ্ধে গমন করিতে চাহিলেন। বাহকেরা তাঁহাকে শিবিকায় করিয়া সৈন্যদলের পুরোভাগে লইয়া চলিল। ২৭শে জুন তিনি হাঙ্গেরীর অন্তর্গত সেম্‌লিনে পৌছিলে সিগিস্‌মাণ্ড যথাবিধি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই সময় বোস্‌নিয়া হইতে এক দল সৈন্য তাঁহার সাহায্যে আসিতেছিল। সিজেথ দুর্গাধ্যক্ষ জ্রিনির হস্তে তাহারা আক্রান্ত ও নিহত হওয়ায় সোলায়মান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। ৫ই আগষ্ট দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। পাঁচ দিন পরে নগর তুর্কদের হাতে আসিল। জ্রিনি ৩২০০ সৈন্য লইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তুর্কেরা উহা অবরোধ করিল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত্রে বার্দ্ধক্য হেতু মহামতি সোলতান দেহত্যাগ করিলেন। উজীর আজম সকোলি তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখিয়া প্রাণপণে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। দুর্গে তখন মাত্র ৬০০ সৈন্য ছিল। আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া তাহারা বাহিরে আসিয়া প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। বাহির হওয়ার সময় তাহারা সাড়ে সাঁইত্রিশ মণ বারুদে মন্থর আগুন লাগাইয়া গিয়াছিল। তুর্কেরা দুর্গে প্রবেশ করার পর তাহা ভীষণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিন হাজার সৈন্য এই আগুনে উড়িয়া গেল। লিওনিডাসের ন্যায় দেশ-প্রেমিক ও আলেকজাণ্ডার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী বীরের মৃত্যু-স্মৃতি বক্ষে লইয়া দুর্গটী ধ্বংসাবস্থায় পড়িয়া রহিল।

সাগর-পতি

সোলায়মানের আমলে লোকে তুর্ক শক্তিকে যে ভীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত, তাহা কেবল তাঁহার স্থল-যুদ্ধে জয়লাভের ফল নহে ; এই গৌরবের অনেকটা ন্যায়তঃ তুর্ক নৌ-বাহিনীর প্রাপ্য। এই যুগের বড় বড় নৌ-সেনাপতি—বিশেষতঃ খায়রুদ্দীন বার্ব্বারোসার অপূর্ব্ব অবদানে সমগ্র ভূ-মধ্য সাগরের উপকূল, এমন কি সুদূর লোহিত সাগর ও ভারত মহা-সাগরেও সোলতান সোলায়মানের ক্ষমতা ও সুনাম বিস্তৃত হয়। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা নৌ-বহরের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও অর্থব্যয় করেন ; কিন্তু সোলায়মান তাঁহাদের সকলকেই ছাড়াইয়া যান। তাঁহার নৌ-সেনাপতিদের সাহস ও কৌশলে এই সময় তুর্কশক্তি স্থলের ন্যায় জলেও প্রায় তুল্য দুর্দ্ধর্ষ হইয়া দাঁড়ায়।

পিতা ও পিতামহের আমলেই ভেনিসের গর্ব্ব খর্ব্ব হয় ; বাকী ছিল রোড্‌সের জল-দস্যুরা। সেলিম তাঁহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এক বিরাট নৌ-বহর প্রস্তুত করিয়া গেলেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে মহামতি সোলায়মান তৎ-সাহায্যে তাহাদিগকে রোড্‌স হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ইহার পতনের ফলে খৃষ্টান জগতের বহিঃ সেনানিবাস বিনষ্ট ও পূর্ব্ব ভূ-মধ্য সাগরে তুর্ক প্রভুত্বের শেষ কণ্টক বিদূরিত হইল। প্রাচীন সামুদ্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনে ঈজিয়ান, আইওনিয়ান ও আদ্রিয়াতিক সাগরে তুর্কদের একাধি-পত্যের বিরোধিতা করিতে পারে, এমন কোন শক্তি রহিল না। এখন হইতে সোলতানের মর্জি ব্যতীত সেখানে খৃষ্টান জাহাজের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হইয়া গেল।

পূর্ব্ব ভূ-মধ্য সাগরে যখন সোলতানের জয় জয়কার, তখন বার্ব্বারোসা

(রক্ত-শ্মশ্রু) ভ্রাতৃদ্বয়ের দিগ্বিজয়ের ফলে পশ্চিম ভূ-মধ্য সাগরেও তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মোহাম্মদ লেস্‌বস্ জয় করিয়া য়্যাকূব নামক এক জন সিপাহীকে সেখানে রাখিয়া যান। বিশ্ব-বিখ্যাত উরুজ বার্ব্বারোসা ও খায়রুদ্দীন বার্ব্বারোসা তাঁহারই পুত্র। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টানেরাই ছিল ভূ-মধ্য সাগরের প্রধান জলদস্যু। গ্রীস, মাল্টা, জেনোয়া, সিসিলী ও সার্দিনিয়ার লোকেরা জল-দস্যুতা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনীয় মোসলমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে অনেক হৃত-সর্ব্বস্ব মুর আফ্রিকায় নির্ব্বাসিত হয়; কতকটা অর্থাভাবে ও কতকটা প্রতিহিংসার বশে ইহাদের এক দল জল-দস্যুতা আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাদের সফলতার কথা শুনিয়া ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে উরুজ বার্ব্বারী উপকূলে গমন করিয়া তিউনিসে আড্ডা স্থাপন করেন। পর বৎসর মাত্র এক খানা ক্ষুদ্র জাহাজের সাহায্যে তিনি পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের দুই খানা পণ্যবাহী জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া জগদ্বিখ্যাত হন। অতঃপর তিনি রাজ-নীতিতে জড়াইয়া পড়েন। নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে জিজিলের লোকেরা তাঁহাকে রাজা নির্ব্বাচিত করে।

আল্‌জিয়ার্স্ তখন স্পেনের ফার্ডিনাণ্ডের অধীন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে মুরেরা কর দান বন্ধ করিয়া দিল; তাহাদের সাহায্যে গিয়া উরুজ আল্‌জিয়ার্স্ দখল করিয়া লইলেন। কার্ডিনাল জিমেনেস তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিরাট নৌ-বাহিনী পাঠাইলেন। কিন্তু তাহারা উরুজের হস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হইল; এক ভীষণ ঝটিকায় পড়িয়া খৃষ্টান নৌ-বহর একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। পর বৎসর তিনিস ও পরে তেল-মেসান উরুজের হাতে আসিল। ফলে তিনি বর্ত্তমান আল্‌জিয়ার্সের

সোলতান হইলেন। কেবল ওরাণ, বুজেয়া ও পেনোন দুর্গ মাত্র স্পেনীয়দের দখলে রহিল। কিন্তু উরুজ বেশী দিন রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। এক বৎসর পরে সম্রাট পঞ্চম চার্ল্স তাঁহার বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। উরুজের তখন মাত্র ১৫০০ সৈন্য ছিল। কাজেই অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াও তিনি সানুচর নিহত হইলেন।

এই বিজয় লাভের পর খৃষ্টানেরা আহ্মকের ন্যায় দেশে চলিয়া গেল। তিন শতাব্দীর মধ্যে তাহারা এমন সুযোগ আর ফিরিয়া পায় নাই। দুঃসাহসিকতায় উরুজের তুলনা ছিল না। নূতন সোলতান খায়রুদ্দীন ভ্রাতার ন্যায় তুল্য সাহসী, অথচ কূট রাজনীতিতে পাকা ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহার প্রথম কার্য্যই বিচক্ষণতার প্রমাণ। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, চার্ল্সের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে কোন শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির সাহায্য লাভ একান্ত প্রয়োজন। তজ্জন্য তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে দূত পাঠাইয়া সোলতানের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সেলিম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আল্জিয়ার্সের বেগলার বেগ বা গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করিয়া সনন্দ পাঠাইলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সাহায্যার্থ দুই হাজার জেনিসেরি সৈন্যও প্রেরিত হইল।

চার্ল্স তাঁহার বিরুদ্ধে চল্লিশ খানা যুদ্ধ-জাহাজ পাঠাইলেন। খায়রুদ্দীন এগুলি বিতাড়িত করিয়া (১৫১৯) কনষ্টাণ্টাইন ও মধ্য-বার্ব্বারীর অন্যান্য বন্দর ও দুর্গ দখলে আনিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সুযোগ্য সহচর দ্রাগুত, সিনান, সালেহ্ ও আয়দিনের সাহায্যে পশ্চিম ভূ-মধ্য সাগর ও আট্লাণ্টিক সাগরগামী খৃষ্টান জাহাজ এবং স্পেনীয় উপকূল ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে সালেহ্ ও আয়দিন মেজর্কা লুণ্ঠন করিলেন। স্পেনীয়েরা পেনোন

হইতেও বিতাড়িত হইল। স্পেন হইতে নয় খানা সাহায্যকারী জাহাজ আসিলে খায়রুদ্দীন সেগুলিকে ২৭০০ সৈন্য সহ বন্দরে টানিয়া লইয়া গেলেন। কয়েক বার স্পেনে গিয়া তিনি সত্তর হাজার উপদ্রুত মুরের উদ্ধার সাধন করিলেন।

ইতোমধ্যে সোলতান ও তাঁহার আফ্রিকার প্রতিনিধির এক নূতন শত্রুর অভ্যুদয় ঘটিল। সে যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত খৃষ্টান জলদস্যু এণ্ড্রিয়া ডোরিয়া চার্লসের নৌ-সেনাপতির পদ গ্রহণ করায় ভূ-মধ্য সাগরে মোসলেম প্রাধান্য বিপন্ন হইয়া পড়িল। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি শেরশেল আক্রমণ করিলে খায়রুদ্দীন তাঁহাকে হাঁকাইয়া দিলেন। কিন্তু পর বৎসর সোলতান হাঙ্গেরী গমন করিলে ডোরিয়া কোরোণ দুর্গ এবং পাত্রাস ও করিন্থ উপসাগরস্থ তুর্ক প্রহরী-নিবাসগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। তুর্কদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তিনি বার্ব্বারোসার কিছুই করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে খায়রুদ্দীনের ডাক আসিল।

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বার্ব্বারোসা আল্‌জিয়ার্স ত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে তিনি এল্‌বা লুণ্ঠন করিয়া ডোরিয়ার দুই খানা ও জেনোয়ার কয়েক খানা জাহাজ ধরিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার দুঃসাহসের কাহিনী তখন সমগ্র ইউরোপের প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে বিঘোষিত হইতেছিল। কনষ্টাণ্টিনোপলে গেলে তিনি সর্ব্বোচ্চ সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইলেন। সোলতান সেদিনই তাঁহাকে তুর্ক নৌ-বহর পুনর্গঠনের ভার দিলেন। খায়রুদ্দীন পাশা মুহূর্ত্তে কারিগরদের ভুল ধরিয়া ফেলিলেন। তুর্কেরা নিজেরা নাবিকগিরি না করিয়া অনভিজ্ঞ মেষপালকদিগকে জাহাজ চালনায় নিযুক্ত করিত। খায়রুদ্দীন শীঘ্রই এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিলেন।

তাঁহার প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে এক শীত ঋতুতেই ৬১ খানা নূতন জাহাজ প্রস্তুত হইল। তাঁহার নিজেরও ২৩ খানা জাহাজ ছিল। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি ৮৪ খানা জাহাজ লইয়া মেসিনা উপসাগরে ঢুকিয়া পড়িলেন। প্রথম দিনে রেজিও লুন্ঠিত হইল; পর দিন তিনি সেণ্ট্ লুসিডা দুর্গ অধিকার করিলেন। সিত্রারোতে আঠার খানা খৃষ্টান জাহাজ তাঁহার হাতে ধরা পড়িল। অতঃপর তিনি স্পারলোঙ্গা ও ফোণ্ডি লুণ্ঠন করিলেন।

খায়রুদ্দীনের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল তিউনিস। উহা তখন বনী হাফস্ বংশের অধীন। ইতালীর উপকূল লুণ্ঠন করিয়া খায়রুদ্দীন ভূ-মধ্য সাগর উত্তীর্ণ হইলেন। রাজা হাসানকে পরাজিত করিয়া এই প্রবীণ নৌ-বীর তিউনিসে সোলতানের পতাকা উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি পাঁচ মাসের বেশী উহা অধিকারে রাখিতে পারিলেন না। তিউনিস তাঁহার হাতে থাকিলে সিসিলীর নিরাপদতা সম্বন্ধে ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। তজ্জন্য চার্ল্স্ ডোরিয়ার অধীনে ছয় শত জাহাজে এক বিরাট বাহিনী লইয়া বার্সিলোনা ত্যাগ করিলেন। খায়রুদ্দীন প্রভূত সাহস ও কৌশলের সহিত নগর রক্ষার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার বার্ব্বার সৈন্যেরা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করায় তিউনিসের পতন হইল। চার্ল্সের সৈন্যেরা তিন দিন পর্য্যন্ত সেখানে অবিশ্রান্ত ব্যভিচার ও হত্যাকাণ্ড চালাইল। জনৈক বিখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক বলেন, "স্পেন, জার্ম্মানী ও ইতালীর যোদ্ধারা যখন তিউনিসের অসহায়, নিরপরাধ অধিবাসীদের জীবন ও সতিত্ব নষ্ট করিতেছিল, উজীর আজম ইব্রাহীম প্রায় সেই সময় এসিয়ার দুর্দ্দান্ত সৈন্যের পুরোভাগে বিজয়ী-বেশে তাব্রিজ ও বাগ্দাদে প্রবেশ করিতেছিলেন; অথচ একটী গৃহও তাহাদের হস্তে লুণ্ঠিত হয় নাই,

একটী জন-প্রাণীও কোন অত্যাচার ভোগ করে নাই।" * নিষ্ঠুরতার জন্য তুর্কদিগকে দায়ী করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের পক্ষে এই মন্তব্য ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

তিউনিস হইতে বিতাড়িত হইলেও খায়রুদ্দীন আল্‌জিয়ার্সে সর্ব্বেসর্ব্বা রহিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি সতর খানা জাহাজ লইয়া মাইনর্কা আক্রমণ করিলেন। মাহোন বন্দর লুণ্ঠিত, এক খানা পর্ত্তুগীজ জাহাজ ধৃত ও ছয় হাজার লোক তাঁহার হস্তে বন্দীকৃত হইল। খৃষ্টান জগতের হর্ষ দারুণ বিষাদে পরিণত হইয়া গেল। সোলায়মান খায়রুদ্দীনকে কাপিতান পাশা বা নৌ-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। তিনি শীঘ্রই তাঁহার যোগ্যতার নূতন পরিচয় দিলেন। ত্রিশ বৎসর শান্তিতে থাকিয়া ভেনিসের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পাইল। ভেনিসীয় নৌ-সেনাপতিরা তুর্ক জাহাজ লুণ্ঠনের লোভ সংবরণ করিতে না পারায় যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল। যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বেই ডোরিয়া বার খানা তুর্ক জাহাজ ধৃত করিয়া বিজয়-গর্ব্বে মেসিনায় চলিয়া গেলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খায়রুদ্দীন ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ১৩৭ খানা জাহাজ লইয়া সমুদ্রে বাহির হইলেন। এক মাস পর্য্যন্ত তিনি মহামারীর ন্যায় ইতালীর উপকূল বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। কর্ফু অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টার পর আসিল গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ লুণ্ঠনের পালা। একে একে পেক্সস, নেক্সস, প্যারস, টেনস

* "When German and Spanish and Italian men-at-arms were outraging and slaughtering helpless, innocent people in Tunis, the Grand Vizier Ibrahim at the head of wild Asiatic troops, was entering Bagdad and Tebriz as a conqueror and not a house, nor a human being was molested."—Lane-poole, Barbary Corsairs, 90.

প্রভৃতি ভেনিসের অধিকারভুক্ত পঁচিশটী দ্বীপ তাঁহার দখলে আসিলে বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য ও ক্রীতদাস লইয়া তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরবর্ত্তী (১৫৩৮) গ্রীষ্মকালে দেড় শত জাহাজ লইয়া বার্ব্বারোসা আবার সমুদ্রে ভাসিয়া পড়িলেন। ক্যাণ্ডিয়ার আশী খানা গ্রাম তাঁহার হস্তে বিধ্বস্ত হইল। তিনি যখন নবাধিকৃত ভেনিসীয় দ্বীপাবলী হইতে অর্থ ও লোক সংগ্রহে ব্যস্ত, তখন পোপ, সম্রাট ও ভেনিস তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিরাট নৌ-বহর সম্মিলিত করিলেন। সংবাদ পাইয়া বার্ব্বারোসা প্রোভেসার দিকে ছুটিলেন। মিত্র নৌ-বহর তখন কর্ফুতে প্রস্থান করায় তিনি বিনা বাধায় প্রশস্ত আর্ত্তা উপসাগরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর মিত্র বাহিনী উপসাগরের মুখের অদূরে উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রায় ২০০ জাহাজ, ৩৬০০০ সৈন্য ও ২৫০০ কামান ছিল। পক্ষান্তরে বার্ব্বারোসার জাহাজের সংখ্যা মাত্র ১২২। কিন্তু অগ্রে উপসাগরে প্রবেশ করায় তাঁহার সুবিধা হইল। ডোরিয়া দেখিলেন, তাঁহার বৃহৎ জাহাজ লইয়া অর্গল অতিক্রম করিয়া ভিতরে গিয়া যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। কাজেই তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর ভোরে তুর্কেরা যে দৃশ্য দেখিল, উহাকে তাহারা প্রথমে স্বপ্ন বলিয়াই মনে করিল। কিছুক্ষণ চোখ রগ্‌ড়াইয়া তাহারা যখন বুঝিতে পারিল, সত্যই তাহারা জাগ্রত, তখন তাহারা শত্রু জাহাজের পিছনে ছুটিল। ত্রিশ মাইল গিয়া পর দিন প্রত্যুষে বার্ব্বারোসা সান্তা-মৌরায় শত্রুদের সাক্ষাৎ পাইলেন। তুর্কেরা এত শীঘ্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে, ডোরিয়া তাহা ভাবিতেই পারেন নাই। তিন ঘণ্টা ইতস্ততঃ

করিয়া শেষে তিনি যুদ্ধের আদেশ দিলেন। তাঁহার সাত খানা জাহাজ শত্রু হস্তে ধৃত হইলে তিনি অবশিষ্ট জাহাজ লইয়া নৈশ অন্ধকারে পলাইয়া গেলেন। এইরূপে সংখ্যাল্প হইয়াও বার্ব্বারোসা সাহস ও কৌশলের জোরে পূর্ণ জয়লাভ করিয়া তুর্ক নৌ-বহর যে অজেয়, জগতের সম্মুখে তাহা আবার প্রমাণিত করিয়া দিলেন। এই গৌরবময় বিজয় লাভের ফলে ভূ-মধ্য সাগরের সর্ব্বাংশে সোলায়মানের নির্ব্বিরোধ প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতির বেতন বার্ষিক লক্ষ মুদ্রা (aspres) বাড়াইয়া দিলেন।

ইহার পর বার্ব্বারোসা আরও আট বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার খ্যাতি আরও বর্দ্ধিত করিয়া গেলেন। স্পেনীয়দের হাত হইতে তিনি কোরোণ কাড়িয়া লইলেন। নেপোলি ডি রোমানিয়াও তাঁহার দখলে আসিল। মিত্র নৌ-বহর অক্টোবরে ক্যাসল নোভো অধিকার করে। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে তুর্ক সৈন্যেরা তাহা পুনরধিকারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হয়। জুলাই মাসে খায়রুদ্দীন ছোট-বড় ২০০ জাহাজ লইয়া সমুদ্র যাত্রা করিলেন। ক্যাট্টারো উপসাগরে শত্রু নৌ-বহর তাঁহার নিকট আবার পরাজিত হইল। ভীষণ অনল-বৃষ্টির পর ১০ই আগষ্ট দুর্গাধ্যক্ষ আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইলেন। খায়রুদ্দীন তাঁহার সহিত শূরের ন্যায় সম্মান-জনক ব্যবহার করায় তিনি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে আফ্রিকায় বার্ব্বারোসার সহকর্ম্মীরা নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না। দ্রাগুত গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ ও আদ্রিয়াত্তিকের উপকূল উৎসন্ন করিয়া দিলেন। বহু ভেনিসীয় জাহাজ তাঁহার হাতে ধরা পড়িল। শেষে তিনি ত্রিশ খানা জাহাজ লইয়া কর্সিকা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সার্দিনিয়ার উপকূলে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করার সময় ডোরিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র

জিয়ানেটিনোর হাতে ধরা পড়িলেন (১৫৪০)। হাসান, সালেহ্, সিনান ও অন্যান্য বোম্বেটে-সর্দ্দারের লুণ্ঠনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্পেন, ইতালী ও দ্বীপাবলীর লোকে বার্ব্বারোসার ন্যায় এত ভদ্র বোম্বেটিয়ার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল। এই উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া চার্ল্‌স ৫০০ জাহাজে ১২০০০ নাবিক এবং স্পেন, সিসিলী, জার্ম্মানী ও ইতালী হইতে ২৪০০০ উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে 'বোম্বেটিয়াদের বাসা' ভাঙ্গিতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু আল্‌জিয়ার্সে পৌঁছিলে ভীষণ ঝড়ে পড়িয়া তাঁহার দেড় শত জাহাজ ডুবিয়া গেল। ৮০০০ সৈন্য ব্যতীত ৩০০ উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী সমুদ্রে নিমগ্ন বা মুরদের হাতে নিহত হইল। 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিল।' প্রায় বিনা চেষ্টায় আফ্রিকায় সোলতানের প্রভুত্ব রক্ষা পাইল।

১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফ্রান্সিস্ চার্ল্‌সের বিরুদ্ধে তুরস্কের সহিত এক সন্ধি করিলেন। শর্ত্তানুসারে বার্ব্বারোসা দেড় শত জাহাজ লইয়া ফ্রান্সে চলিলেন। পথিমধ্যে তিনি রেজিও দগ্ধ করিয়া শাসনকর্ত্তার কন্যাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। জুলাই মাসে লিয়নস্ উপসাগরে প্রবেশ করিলে ফরাসী নৌ-সেনাপতি এঞ্জিয়োনের ডিউক তাঁহাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মোসলমানের সহিত মিত্রতা করায় সমগ্র খৃষ্টান-জগত ফ্রান্সিস্‌কে ধিক্কার দিতে লাগিল। কাজেই তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ক্রোধে বার্ব্বারোসা দাড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য ফ্রান্সিস্ নাইস্ আক্রমণের অনুমতি দিলেন। নগর শীঘ্রই তাঁহার হাতে আসিল, কিন্তু দুর্গ আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। ফ্রান্সের নিকট হইতে তিনি আশানুরূপ সাহায্য পাইলেন না। ত্রুটীপূর্ণ ব্যবস্থার জন্য তিনি ফরাসী কর্ম্মচারিগণকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। তাঁহাদিগকে

বিনীতভাবে তাহা কান পাতিয়া শুনিতে হইল। শেষে ডিউকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও ক্ষমা প্রার্থনায় তাঁহার রাগ পড়িল। এদিকে চার্ল্‌স মুক্তি-সেনা লইয়া নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তিনি অবরোধ উঠাইয়া তুলুনে চলিয়া গেলেন। তাঁহার খরচ যোগাইতে যোগাইতে ফ্রান্সের কোষাগার দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হইল। শেষে ফ্রান্সিস্‌ তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু বার্ব্বারোসা বস্ফোরাসে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সমস্ত সৈন্য ও নাবিকের বেতন এবং রসদপত্র আদায় করিয়া তবে ফ্রান্স ত্যাগ করিলেন। ফ্রান্সিস্‌ তাঁহার হাতে ৪০০ মোসলমান বন্দী ছাড়িয়া দিতেও বাধ্য হইলেন। ইতঃপূর্ব্বেই সালেহ্‌ রইস ও অন্যান্য সর্দ্দারের হাতে স্পেনের উপকূল লুণ্ঠিত হয়। বার্ব্বারোসা নিজে ইতালীর উপকূল লুণ্ঠন করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে ফিরিয়া আসিলেন।

দুই বৎসর পরে ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সাহসী, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী প্রচণ্ড যোদ্ধা সে যুগের সর্ব্বপ্রধান সামুদ্রিক কাপ্তান।* দীর্ঘকাল পরেও তুর্ক নাবিকেরা বেশিকতাশে তাঁহার কবরের নিকট দোয়া না করিয়া ও তাঁহার সম্মানার্থ কামান না দাগাইয়া কনষ্টাণ্টিনোপল ত্যাগ করিত না।

বার্ব্বারোসা মরিলেন; কিন্তু তিনি অনেক সুযোগ্য শিষ্য ও সহচর রাখিয়া গেলেন। তিনি ভেনিস ধ্বংস করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলে ডোরিয়া তিন হাজার পাউণ্ড মুক্তি-পণ লইয়া ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে দ্রাগুতকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। দ্রাগুত শীঘ্রই মাল্টার নাইটদের এক খানা

* "Valorous, yet prudent, furious in attack, foreseeing in preparation," he ranks as the first sea-captain o his time."—Barbary Corsairs, 111.

জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া ৭০০০০ ডুকাট আদায় করিলেন। জার্বা ছিল তাঁহার আড্ডা। ইহাই পুরা-কাহিনীর land of lotus-eaters বা কুঁড়ের দেশ। এখান হইতে বাহির হইয়া প্রতি গ্রীষ্মকালে তিনি নেপল্‌স্ ও সিসিলীর উপকূল লুণ্ঠন করিতেন। তাঁহার ভয়ে স্পেন ও ইতালীর মধ্যে কোন খৃষ্টান জাহাজ যাতায়াত করিতে পারিত না। ভূ-মধ্য সাগরের তটবর্ত্তী দেশের লোকেরা তাঁহাকে প্রায় বার্ব্বারোসার ন্যায়ই ভয় করিত। একে একে তিনি স্পেনীয়দিগকে সুসা, ফাক্স ও মেনোস্তির হইতে হাঁকাইয়া দিলেন। খৃষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ বীরেরা ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে মাহ্‌দিয়া দখলের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে উহা বিনারক্তপাতে দ্রাগুতের হাতে আসিল। কিন্তু দুই মাস দশ দিন অবরোধের পর সে বৎসরই ডোরিয়া উহা পুনরধিকার করিয়া লইলেন।

সোলায়মান দ্রাগুতের সাহায্যে ২০ খানা জাহাজ পাঠাইলেন। অবিলম্বে উহা খৃষ্টান উপকূল লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। ডোরিয়া দ্রাগুতের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জার্বার খাড়িতে তাঁহার সন্ধান পাইলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত বোম্বেটে তাঁহাকে বোকা বানাইয়া ছাড়িলেন। তিনি একটী মৃন্ময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ডোরিয়ার উপর কামান দাগিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দুই হাজার মজুরে এক রাত্রির মধ্যেই একটী খাল কাটিয়া ফেলিল। তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র নৌ-বহর লইয়া দক্ষিণের সমুদ্রে সরিয়া পড়িলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া শূন্য খাড়ি দেখিয়া ডোরিয়া চোখ্ রগ্‌ড়াইতে লাগিলেন।

পর বৎসর দ্রাগুত বার্ব্বারোসার ন্যায় তুর্ক নৌ-বাহিনীতে যোগদান করিলেন। সিনান পাশা তখন উহার প্রধান সেনাপতি। মেসিনা উপসাগরের তীর লুণ্ঠন করিয়া তাঁহারা মাল্টায় অবতরণ করিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ শত্রুদের অবস্থান পরিদর্শনের সময় গুপ্ত আক্রমণে পরাজিত

হইয়া ও সেণ্ট্ এঞ্জেলো ছুর্গের দৃঢ়তা দর্শনে ভয় পাইয়া সিনান পাশা দেশের অভ্যন্তর-ভাগ লুণ্ঠন ও নিকটবর্ত্তী গোজা দ্বীপ অধিকার করিয়া আফ্রিকায় চলিয়া গেলেন। ভীষণ অবরোধের পর ১৫ই আগষ্ট ত্রিপোলি তাঁহার হাতে আসিল। মাল্টার নাইটেরা ছিলেন ইহার রক্ষী। সিনান চারি শত সৈন্যের অধিকাংশকে বন্দী করিয়া স্তাম্বুলে লইয়া গেলেন।

খৃষ্টানদের ছুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ হইল না। তুর্ক নৌ-বহর প্রতি বৎসর সিনান পাশা ও তাঁহার মৃত্যুর পর পিয়ালি পাশার অধীনে ইতালীয় সমুদ্রে হানা দিয়া এপুলিয়া ও কেলাব্রিয়ার উপকূল লুণ্ঠন করিতে লাগিল। পিয়ালি পাশা ওরাণ অধিকার করিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। সমুদ্রে তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া দক্ষিণ ইউ-রোপের রাজারা স্থল-যুদ্ধে ত্রিপোলি পুনরধিকারের চেষ্টা পাইলেন। পোপ, স্পেন, জেনোয়া, ভেনিস, মাল্টা, সিসিলী ও নেপল্‌স হইতে এজন্য ছুই শত রণ-তরী সংগৃহীত হইল। ডন আলভারো ডি স্যাণ্ডি মিত্র-বাহিনীর সেনাপতি হইলেন। ডোরিয়া নৌ-বহর চালাইবার ভার লইলেন। ভাগ্য প্রথম হইতেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। পাঁচ বার তাঁহারা সমুদ্র-যাত্রা করিয়া প্রতিকূল বায়ুতে ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁহারা আফ্রিকা যাত্রা করি-লেন। জ্বর ও আমাশয়ে ছুই হাজার সৈন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। অবরোধ অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা জার্বায় আসিয়া ছুই মাসের পরিশ্রমে একটী ছুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

এমন সময় সংবাদ আসিল, তুর্ক নৌ-বহর গোজায় উপস্থিত। ইহাতেই খৃষ্টান বীরদের মনে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। সকলেই তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু সমস্ত জাহাজ খাড়ি পার না হইতেই

দ্রাগুত, ওসিয়ালি ও পিয়ালি পাশা খৃষ্টানদের ঘাড়ে পড়িলেন (১৪ই মে)। তাহাদের বিশ খানা দাঁড়-টানা ও সাতাশ খানা সৈন্যবাহী জাহাজ বিনষ্ট হইল, সাত খানা দাঁড়-টানা জাহাজ তুর্কদের হাতে ধরা পড়িল; আঠার হাজার সৈন্য মৃত্যুবরণ করিল। এই অপমানে ডোরিয়ার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ২৫শে নভেম্বর তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ডন আল্ভারো ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে বন্দী করিয়া ২৭শে সেপ্টেম্বর পিয়ালি পাশা কনষ্টাণ্টিনোপলে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য এক বিজয়-মিছিল বাহির হইল। সোলতান স্বয়ং নদীর ধারে প্রাসাদের ছাদের পার্শ্বে আসিয়া বিজয়ী কাপিতান পাশার প্রতি সম্মান দেখাইলেন।

সোলায়মানের নৌ-বহর কেবল ভূ-মধ্য সাগরেই তাঁহার জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করে নাই। তাঁহার নব-গঠিত সুয়েজ নৌ-বহর লোহিত সাগরে হানা দিয়া সুদৃঢ় আদন অধিকার করে। প্রাচ্যের বাণিজ্য ও প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য ইহার গুরুত্ব এখন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আদনে তুর্কদের দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারেরা উহাদের নক্শার বৈজ্ঞানিক কৌশলের উচ্চ প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাহাদের সুনির্ম্মিত বিরাট হাওজগুলির সংস্কার করিয়া ইংরেজেরা এখনও ব্যবহার করিয়া থাকে। পিরি রইস, সিদি আলী এবং অশীতিবর্ষ বয়স্ক বীর সোলায়মান পাশা ও মুরাদের সহিত পর্ত্তুগীজ ও দেশীয় রাজাদের অনেক ঘোর যুদ্ধ হয়; তাঁহাদের বীরত্বে আরব, পারস্য ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের অনেক নগর ও জেলা সোলায়মানের দখলে আসে; কিন্তু ঝড়ে সিদি আলীর নৌ-বহর বিনষ্ট হওয়ায় তিনি আর গুজরাটের পর্ত্তুগীজদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া স্থলপথে কনষ্টান্টিনোপলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সোলায়মান কানুনী

মহামতি সোলায়মানের আমলে তুরস্ক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্রীট ও সাইপ্রাস ব্যতীত অপর কোন স্থান স্থায়িভাবে উহার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; পরবর্ত্তী কোন সোলতানই উহাকে এত শক্তিশালী, অর্থশালী ও সমৃদ্ধিশালী করিতে পারেন নাই। তাঁহার আমলে রোম, সাইরাকিউজ ও পার্সেপোলিস ব্যতীত বাইবেলোক্ত ও প্রাচীন যুগের সমস্ত বিখ্যাত নগর তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কার্থেজ, মেম্ফিস, টায়ার, পামীরা, নাইনেভ ও বাবিলন ওস্‌মানিয়া সোলতানকে কর যোগাইত; ব্রুসা, নাইস্, স্মার্ণা, দেমাস্ক, এথেন্স, ফিলিপি, আদ্রিয়ানোপল, আলেকজান্দ্রিয়া, জেরুসালেম প্রভৃতি প্রাচীন এবং মক্কা, মদীনা, বাগ্দাদ, বসোরা, কায়রো, আল্‌জিয়ার্স, বেলগ্রেদ্ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত নগরাবলীর উপর তাঁহার হুকুম চলিত; নীল, জর্ডন, ওরোণ্টেস, তাইগ্রীস, ইউফ্রেতিজ, তানায়স, হেব্রাস, দানিয়ুব, ইলিসাস ও বুরিস্থেনিস ওস্‌মানিয়া সাম্রাজ্যে জল বিতরণ করিত। কৃষ্ণ সাগর, মর্ম্মরা সাগর, লোহিত সাগর ও ভূ-মধ্য সাগর তুর্ক হ্রদে পরিণত হয়; ইদা, এথস্, সিনাই, হেমাস, আটলাস, ককেসাস, আরারট, ওলিম্পাস, কার্পেথিয়াস, পেলিওন, মাউণ্ট কার্ম্মেল, মাউণ্ট তারাস ও এক্রোকেরৌনিয়া গিরি-শৃঙ্গে তুর্ক পতাকা উড্ডীয়মান হইত; জগতের বহু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সমৃদ্ধ জনপদ লইয়া চল্লিশ সহস্র বর্গ মাইলেরও অধিক স্থান ব্যাপিয়া বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল।

সোলায়মান সমগ্র সাম্রাজ্যকে একুশটী প্রদেশে ভাগ করেন। এগুলি আবার আড়াই শত সঞ্জকে বিভক্ত হয়। (১) রুমেলিয়া বা

দানিয়ুবের দক্ষিণস্থ রাজ্য ; প্রাচীন গ্রীস, থে্র‌স, মেসিডোনিয়া, এপিরাস, ইলিরিয়া, ডেলমেটিয়া ও মোসিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। (২) গ্রীক, আর্কিপেলেগু ; কাপিতান পাশা ইহা শাসন করিতেন। (৩) আল্‌জিয়ার্স, (৪) ত্রিপোলি, (৫) ওফেন বা পশ্চিম হাঙ্গেরীর বিজিত জনপদ, (৬) তেমেস্বর বা বান্নাত, ট্রান্সিলভানিয়া ও পূর্ব্ব হাঙ্গেরী, (৭) আনা-তোলিয়া বা এসিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিমাংশ ; প্রাচীন মিসিয়া, লিডিয়া, ক্যারিয়া, লিসিয়া, পিসিডিয়া, বিথিনিয়া ও প্যাফলাগোনিয়া এবং ফ্রিজিয়া ও গ্যালাটিয়ার অধিকাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮) কারামনিয়া প্রদেশ সিলিসিয়া ও লিকাওনিয়া, ক্যাপাডোসিয়ার অধিকাংশ এবং ফ্রিজিয়া ও গ্যালাটিয়ার অবশিষ্ট অংশ লইয়া গঠিত হয়। (৯) রুম, সিবাস বা আমাসিয়া ; ক্যাপাডোসিয়ার অবশিষ্ট অংশ ও প্রায় সমগ্র প্রাচীন পণ্টাস এই প্রদেশের অধীন ছিল। (১০) সোলকদর মালাটিয়া, স্থামোসেতা ও আল্‌বোস্তান নগর, নিকটবর্ত্তী জেলাগুলি এবং মাউণ্ট তারাসের পূর্ব্বদিকস্থ গিরিসঙ্কটসমূহ লইয়া গঠিত হয়। (১১) ত্রেবিজন্দ (১২) দিয়ার বকর (আর্ম্মেনিয়ার অধিকাংশ), (১৩) ভান (কুর্দ্দিস্তানের অধিকাংশ), (১৪) আলেপ্পো (সিরিয়া), (১৫) দেমাস্ক (পালেস্তাইন), (১৬) মিসর (১৭) মক্কা-মদীনা ও হেজাজ, (১৮) য়েমন ও আদন ; পারস্য উপসাগর ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের অনেক স্থানও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১৯) বাগ্দাদ, (২০) মোসেল ও (২১) বসোরা।

এই একুশটী প্রদেশ ব্যতীত ওয়ালেচিয়া, মোলডেভিয়া, রাগুসা, অষ্ট্রিয়া ও ক্রিম তাতারী সোলতানের করদ রাজ্য ছিল। প্রথম দুইটী প্রদেশ হইতে তিনি অনেক টাকা কর পাইতেন ; ক্রিম তাতারী তাঁহাকে বহু-সংখ্যক উৎকৃষ্ট সৈন্য সরবরাহ করিত।

গ্রীক (৪০ লক্ষ), স্লাভ (৬৫ লক্ষ), রুমানিস্ (৪০ লক্ষ), আর্ম্মেনিয়ান (২০।৩০ লক্ষ), স্কিপেটার বা আলবেনিয়ান (১৫ লক্ষ), য়িহুদী, কপ্ট, জার্ম্মান, ম্যাগিয়ার, সিগানেস, ম্যারোনাইট, চ্যালডিয়ান, আরব, তাতার, কুর্দ্দ, বার্ব্বার, দ্রুজ, তুর্কম্যান, মাম্‌লূক, পারসিক, ওস্‌মানিয়া তুর্ক প্রভৃতি অন্ততঃ একুশটী বিভিন্ন জাতির সাড়ে চার বা পাঁচ কোটী লোক তুরস্ক সাম্রাজ্যে বাস করিত। ইহাদের মধ্যে শেষ নয়টী জাতি মোসলমান; য়িহুদী ও সিগানেস ব্যতীত অপর সকলেই নানা মতের খৃষ্টান; তন্মধ্যে গ্রীক চার্চ্চের লোক-সংখ্যাই অধিক।

সোলায়মানের আমলে নিয়মিত সৈন্য-সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ আটচল্লিশ হাজার ও জেনিসেরিদের সংখ্যা বিশ হাজারে পরিণত হয়। জেনিসেরিদের প্রতিই সোলতানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ ছিল। প্রবীণ, বয়োবৃদ্ধ ও আহত সৈন্যগণকে লইয়া তিনি একটী বিশেষ দল গঠন করেন। নিজে জেনিসেরিদের প্রথম দলে নাম লিখাইয়া সোলতান তাহাদের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দেন। বেতনের দিন তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সেনাপতির নিকট হইতে সৈনিকের ন্যায় বেতন গ্রহণ করিতেন। সেনানিবাস পরিদর্শন কালে সর্দ্দারের হাত হইতে এক পেয়ালা শরবৎ গ্রহণ করিয়া তিনি আর একদল জেনিসেরিকে সম্মানিত করেন। এই ঘটনা হইতে প্রত্যেক সোলতানের সিংহাসনারোহণ কালে জেনিসেরিদের আগার হাতে শরবৎ পান করা নির্দ্দিষ্ট রীতি হইয়া দাঁড়ায়।

এই সময় পাশ্চাত্য খৃষ্টান জগত সেনাবিভাগের উন্নতি সাধন করিলেও তুর্ক সেনারা তখনও শিক্ষা, সংযম ও সাজসজ্জায়, সংখ্যায় ও কামান দাগিবার নিপুণতায় এবং দুর্গাদি নির্ম্মাণের কৌশল ও সামরিক

ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সমস্ত শাখায় তদপেক্ষা অনেক অধিক উন্নত ছিল। সোলায়মান তাঁহার সৈন্যদের শারীরিক ও নৈতিক মঙ্গলের জন্য যে যত্ন গ্রহণ করিতেন, তাহার সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের 'অসহায় সৈন্যদের শোচনীয় দুর্ভাগ্যের' কোন তুলনাই চলে না। কনষ্টান্টিনোপলস্থ অষ্ট্রিয়া-দূত বাস্‌বেকুইয়াস কয়েকটী অভিযানে তুর্ক বাহিনীর অনুগমন করেন। তিনি ওস্‌মানিয়া শিবিরের সুশৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা এবং সৈন্যদের গাম্ভীর্য্য, মিতাচার ও জুয়া খেলায় অনাসক্তির সহিত সে যুগের খৃষ্টান শিবিরের ভিতর-বাহিরের চেঁচামেচি, মাতলামি, কলহ, স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিষ্টকর রেতস্খলনের পার্থক্য দেখাইয়া গিয়াছেন। সৈন্যদের সুখ-সুবিধার জন্য সোলায়মান অনেক মঙ্গলকর নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন ; তন্মধ্যে সাক্কা বা ভিস্তিদল গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; ইহারা ক্লান্ত ও আহত সৈন্য-গণকে জল সরবরাহ করিবার জন্য প্রত্যেক অভিযান ও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের অনুগমন করিত। বস্তুতঃ সোলায়মানের যুদ্ধযাত্রার বিবরণে ওস্‌মানিয়া বাহিনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুবন্দোবস্তের যে বিবরণ পাওয়া যায়, এমন কি বর্ত্তমান কালের সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ রসদ-সংগ্রাহক সেনাপতির পক্ষেও তদপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রস্তাব করা কঠিন। *

সোলতান তাঁহার খাস্ মহাল হইতে পঞ্চাশ লক্ষ ডুকাট কর পাইতেন ; ওশর, জিজ্‌য়া এবং আবগারী ও অন্যান্য নিয়মিত শুল্ক হইতেও বিশ, ত্রিশ

* "It were difficult, even for the most experienced commissary-general of modern times to suggest improvements on the arrangement and preparation for the good condition and comfort of the Ottoman soldiers."—Creasy, 202.

লক্ষ ডুকাট আমদানী হইত। রাগুসা, হাঙ্গেরী, ট্রান্সিলভানিয়া, মোল-ডেভিয়া ও ওয়ালেচিয়া তাঁহাকে অনেক টাকা রাজস্ব যোগাইত। দণ্ডিত কর্ম্মচারীদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি হইতেও মোটা টাকা আয় হইত। বিপুল অর্থ হাতে পাওয়ায় সমসাময়িক ভূপতিদের উপর প্রাধান্য লাভে সোলায়-মানের চূড়ান্ত সুবিধা হয়। এই টাকা ন্যায়-সঙ্গতভাবে সংগৃহীত এবং যুগপৎ বিজ্ঞতা ও বদান্যতার সহিত ব্যয়িত হইত। প্রজাদের কর-ভার লঘু ছিল। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে মাত্র দুই বার—বেলগ্রেদ ও রোডস্ অবরোধ এবং মোহাক্সের যুদ্ধের বৎসর তিনি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের নিকট হইতে সামান্য পরিমাণ চাঁদা আদায় করেন; তাঁহার দিগ্বিজয়ের ফলে প্রজাদের এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষতির পূরণ হইয়া পরিণামে তাহারা অনেক লাভবান হয়।

সোলায়মান ওস্মানিয়া বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কানূনী। তাঁহার উৎকৃষ্ট আইন প্রণয়নের ফলে শাসন-বিভাগের প্রত্যেক শাখারই উন্নতি হয়। তিনি অত্যন্ত যত্নের সহিত তুর্ক জায়গীর-প্রথার শৃঙ্খলা বিধান করেন। দর-পত্তন (sub-infeudation) ইউরোপীয় জায়গীর-প্রথার অভিশাপ। উহা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য সোলায়মান এই কুরীতি একদম উঠাইয়া দেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আয় না থাকিলে তিমারের অস্তিত্ব লোপ পাইত। তবে কয়েকটা তিমার একত্র করিয়া একটা জিয়ামত গঠিত হইতে পারিত। কেবল জায়গীরদার একাধিক পুত্র রাখিয়া যুদ্ধে নিহত হইলেই জিয়ামতকে ভাগ করা চলিত; নতুবা কোন অবস্থায়ই উহাকে ভাগ করিয়া তিমারে পরিণত করা বৈধ হইত না। অবশ্য কয়েক জনে মিলিয়া এজ্মালিতে জায়গীর ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু সোলতানের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন উহাও ভাগ করা চলিত না। কেহই

জায়গীর হস্তান্তর করিতে পারিত না; পুরুষ ওয়ারিস না থাকিলে তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত। পূর্ব্বে উজীর ও প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা নিজেদের এলাকার বাজেয়াপ্ত জায়গীর বন্দোবস্ত দিতে পারিতেন। সোলায়মান তাঁহাদের জিয়ামত বিলি করার অধিকার রহিত করিয়া দিলেন। এখন হইতে তাঁহাদের কেবল তিমার বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষমতা রহিল। কিন্তু নূতন জায়গীরদারকে কোন অবস্থায়ই দাতার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত না; তাঁহাদের মধ্যে মালিক-রায়তের কোনই সম্বন্ধ থাকিত না। সিপাহী কেবল সোলতানকেই মালিক বলিয়া মানিতেন; তুর্ক জায়গীর-প্রথায় কোন মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট লোকের স্থান ছিল না। সোলায়মান যাহা দূর করিয়া যান, পশ্চিম ইউরোপের জায়গীর-প্রথায় উহার প্রত্যেকটী কুনীতিই বিদ্যমান ছিল। তাহার ফলে মধ্যযুগের খৃষ্টান জগতে কিরূপ অশান্তির সৃষ্টি হয়, ইতিহাস-পাঠকমাত্রই তাহা অবগত আছেন। এই কুফল দমনের পক্ষে বিখ্যাত তুর্ক ভূপতির আইনাবলী যে কত প্রশংসনীয়রূপে উপযোগী, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সোলায়মানের আমলে তুরস্ক সাম্রাজ্যে ৩১৯২টী জিয়ামত ও ৫০১৬০টী তিমার ছিল। আয় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের অধিক না হইলে জায়গীরদার স্বয়ং প্রয়োজনানুযায়ী বিনা বেতনে প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিতেন। আয় ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের যতগুণ অধিক হইত, তাঁহাকে যুদ্ধকালে ততটী অবৈতনিক সৈন্য যোগাইতে হইত। সোলায়মান তাঁহার সাম্রাজ্যের জায়গীর হইতে দেড় লক্ষ অশ্বারোহী পাইতেন। এতদ্ব্যতীত দলে দলে আকিঞ্জি, আজব ও ক্রিমিয়ার খাঁদের প্রেরিত অশ্বারোহীরা আসিয়া তাঁহার দল পুষ্ট করিত।

সামরিক শক্তির যন্ত্র হিসাবে উহার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য

তুর্ক জায়গীর-প্রথার সংস্কার সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল রায়ত সিপাহীদের ভূমি কর্ষণ করিত, তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য মহামতি সোলতান যে চেষ্টা করেন, তাহাই রাজা হিসাবে তাঁহার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের দৃঢ়তম প্রমাণ। তাঁহার 'কানূন-ই-রায়া' বা রায়তী আইনে তিনি প্রজাদের দেয় খাজানা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। নিয়মিত কর দিলে তিনি জমিতে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিয়া লন। তাহাতে সিপাহীর কখনও কোন প্রকৃত স্বত্ব ছিল না; তিনি প্রজাকে বলপূর্ব্বক উচ্ছেদ করিতে পারিতেন না; বরং প্রজা ইচ্ছা করিলে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিত; তাহাতে সিপাহীর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। গ্রামে তাঁহার খাস-খামার বা ঘর-বাড়ী থাকিত না; প্রজাদের বিচারের ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। যে সকল ইংরেজ আধুনিক কপী-হোল্ডার (এক প্রকার প্রজা) ও মধ্য-যুগের ভূ-দাসের অবস্থার পার্থক্য তলাইয়া দেখিয়াছেন, সুবিজ্ঞ সোলায়মানের উন্নত আইন যে প্রজাদের পক্ষে কত বড় বর ছিল, তাঁহারা তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। বিখ্যাত তুর্ক ব্যবস্থাদাতা ছিলেন অত্যন্ত অকপট ভক্ত মোসলমান, অথচ তাঁহার অধিকাংশ প্রজাই ছিল খৃষ্টান; এই পার্থক্যের কথা স্মরণ করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমসাময়িক কোন রাজাই ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ তুর্ক সোলতানের ন্যায় প্রশংসা লাভের উপযুক্ত নহেন। সমগ্র খৃষ্টান জগতে তখন ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যে যে অবিচার ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত, তাহা বাস্তবিকই শোকাবহ। *

* "And when the difference of creed between the lawgiver and the Rayas is remembered, and we also bear in mind the fact that Sulayman...was a very sincere and

তুর্ক সীমান্তের নিকটবর্ত্তী দেশের অধিবাসীরা নিজেদের গৃহাদি ছাড়িয়া সোলতানের রাজ্যে পলাইয়া যাওয়ার জন্য অধীর থাকিত। সোলায়মানের সমসাময়িক জনৈক খৃষ্টান লেখক (লিয়ন ক্ল্যাভিয়াস) বলেন, "তুরস্কে প্রজাদিগকে ওশর ব্যতীত অপর কোন বিরক্তিজনক কর দিতে হইত না; তজ্জন্য দলে দলে হাঙ্গেরীয় গ্রামবাসীকে তাহাদের কুটীরে আগুন লাগাইয়া স্ত্রী-পুত্রাদি, গো-মহিষ ও ব্যবসায়ের যন্ত্রপাতি লইয়া পলাইয়া যাইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" স্মাণ্ডিজ্ লিখিয়াছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমেও মোরিয়ার লোকেরা ভেনিসীয় শাসন হইতে তুর্ক শাসনে ফিরিয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। ক্রিমিয়া রুষিয়ার অধীন হইলে তথাকার অধিবাসীরা এই প্রভু-পরিবর্ত্তনে কত যে দুঃখিত হয়, ডাক্তার ক্লার্কের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়দের শাসনে খৃষ্টান জগতের ভূ-দাসদের অবস্থার তুলনায় তুর্ক প্রভুদের অধীনে খৃষ্টান প্রজাদের অবস্থা যে কত উন্নত ছিল, এই সকল বাস্তব ঘটনা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।† অথচ এই

---

devout Mahomedan, we can not help feeling that the great Turkish Sultan of the sixteenth century deserves a degree of admiration, which we can accord to none of his crowned contemporaries, in that age of melancholy injustice and persecution between Roman Catholic and Protestant throughout the Christian world".—Creasy, 205-6.

†"The difference between the lot of the Rayas under their Turkish masters and that of the serfs of Christendom under their fellow-Christians and fellow-countrymen...was practically shown by the anxiety which the inhabitants of the countries near the Turkish frontier showed to escape from their homes, and live under the Turkish yoke..." —Ibid, 206.

তুর্ক শাসনকেই অত্যাচারী বলিয়া চিত্রিত করিতে কত লোকই না আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যান ! স্বার্থ এমনি বালাই ।

আইন ও শাসন বিভাগের প্রধান শাখা ব্যতীত মহামতি সোলতান শান্তিরক্ষা আইন, ফৌজদারী আইন এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধীয় আইনেরও সংস্কার সাধন করেন । পূর্ব্বে যে সকল অপরাধে প্রাণদণ্ড ও অঙ্গহানি হইত, তিনি তাহাদের সংখ্যা কমাইয়া দেন ; তজ্জন্য তিনি আধুনিক বিধিবিৎদের প্রশংসা পাইবার অধিকারী । দ্রব্যাদির মূল্য ও বেতন নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়ের নিয়ম সম্বন্ধেও তিনি আইন-প্রণয়ন করেন । তাঁহার আমলে কেহ অপরের বদ্‌নাম করিলে তজ্জন্য তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইত । মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, দলীলপত্রাদি জাল করিলে ও জালমুদ্রা চালাইলে তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটা যাইত ; কেহ শত-করা বার্ষিক এগার টাকার অধিক সুদ গ্রহণ করিতে পারিত না ; রমজানের রোজা বাদ দিলে বা এক সঙ্গে তিন বেলা নামাজ না পড়িলে তাহার জরিমানা হইত ; ভারবাহী পশুর প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য সকলের উপরই আদেশ ছিল ।

বৈদেশিক বণিকেরা সোলায়মান কানূনীর রাজ্যে যেরূপ উদার ও সদাশয় ব্যবহার পাইতেন, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা লাভের অধিকারী । সোলতান তাঁহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন । তাঁহারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে ও স্ব স্ব আইনানুযায়ী চলিতে পারিতেন ; তাঁহাদেরই স্বজাতীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের বিচার করিতেন । তাঁহাদিগকে পণ্য-দ্রব্যের জন্য নামমাত্র মাশুল দিতে হইত ; তুরস্কে কখনও রক্ষণ ও প্রতিরোধক শুল্কের বালাই ছিল না । ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের এক খানা বিখ্যাত সরকারী দলীলে ইহার

বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা প্রকৃত উচ্চ আতিথেয়তা, দুর্ব্বলের দান নহে। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিসের সহিত সোলায়মানের যে সন্ধি হয়,, তাহাতেও অনুরূপ শর্ত্তের উল্লেখ আছে। তখন তুর্কেরাই ছিল ইউরোপের সম্পূর্ণ প্রবল শক্তি। সবল, দুর্ব্বল সর্ব্বাবস্থায়ই তাহারা বৈদেশিকদিগকে সমান সুবিধা দিত। তুরস্কে পদার্পণ করা মাত্রই তাঁহাদের নাম হইত মুসাফির (পর্য্যটক); সর্ব্বত্রই তাঁহারা অতিথির ন্যায় মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। একমাত্র ওস্‌মানিয়া সাম্রাজ্য ভিন্ন আর কোথাও বৈদেশিকেরা এরূপ উন্নত উদার ব্যবহারের প্রত্যাশা করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ যে অবাধ বাণিজ্য বর্ত্তমান ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা আকুল কামনার ধন, সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ওস্‌মানিয়া সোলতানেরা প্রজ্ঞা ও বদান্যতা বলে তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়া যান।*

তুরস্কে ওলেমার প্রভাব ও জাতীয় শিক্ষার সু-ব্যবস্থার কথা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সোলায়মানের বদান্যতায় অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শিক্ষা-প্রথার অনেক উন্নতি সাধন করেন। আলেম-সমাজ তাঁহার নিকট চির-ঋণী; বিদ্যার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য তিনি তাঁহাদের ভূ-সম্পত্তি মৌরসী মোকর্‌রী স্বত্বে লাখেরাজ করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত কোন অবস্থায়ই উহা বাজেয়াপ্ত হইতে পারিত না। অদ্যাপি আর কোথাও বিদ্যার এত অনুপম সমাদর দেখা যায় না। এই অপূর্ব্ব

*"Thus, three hundred years ago, the Sultans, by an act of munificience and of reason, anticipated the most ardent desires of civilized Europe, and proclaimed unlimited freedom of commerce."—Creasy, 208 (edition of 1878), quoted from Mr. Urquhart's "Turkey and her resources."

আইনের বলে তুরস্কে কেবল বিদ্বান ও আইনজ্ঞেরাই পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিসান ক্রমে অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেন। কাজেই তাঁহাদিগকেই তুরস্কের একমাত্র অভিজাত বলা যাইতে পারে। পশ্চিম ইউরোপের যে সকল রাজা অতি-আকাঙ্ক্ষিত 'অগস্তাস' উপাধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, সোলায়মান তাঁহাদেরই ন্যায় বিদ্বানের সদাশয় ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টি মুরুব্বী ছিলেন। তাঁহার নিজের লেখা তুর্ক সাহিত্যে সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার কবিতা ভাবের উচ্চতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর নির্ভুলতার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার রোজ-নামা গবেষণাকারীর পক্ষে অমূল্য সম্পদ; ইহাতে তিনি প্রতি দিনের প্রধান ঘটনাগুলি লিখিয়া রাখিতেন। এগুলিতে তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, শ্রমশীলতা এবং বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও সামরিক বিভাগের প্রতি নিয়মিতভাবে তাঁহার অক্লান্ত ব্যক্তিগত মনোযোগ প্রভৃতি যে সকল গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি সফলকাম গ্রন্থকারের কৃতিত্ব অপেক্ষাও রাজার পক্ষে অনেক অধিক মূল্যবান।

'তুরস্কের অগস্তাস' সোলায়মানের আমলে যে সকল কবি, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং আইন ও বিজ্ঞান লেখকের অভ্যুদয় হয়, তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে। দুই এক জনের অবদান সম্বন্ধে একটু আভাসমাত্র দেওয়া যাইতে পারে। যে অবস্থায় বার্ব্বারোসার প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়, তাহাতে তাঁহার পক্ষে 'তুরস্কের র‍্যালে' না হওয়ারই কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি তাঁহার সঞ্চিত অর্থ প্রধানতঃ একটী কলেজ প্রতিষ্ঠায়ই ব্যয় করেন। সোলায়মানের আমলে সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যে কত ব্যাপক আদর ছিল, ইহা তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। পিরি রইস্ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে ঈজিয়ান ও ভূ-মধ্য

সাগরের বন্দর, উৎকৃষ্ট অবতরণ-স্থান এবং স্রোত ও উহাদের পরিমাপ সম্বন্ধে দুই খানা ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করেন। সিদি আলী একাধারে নাবিক, কবি, ভৌগোলিক ও গণিতবিদ। গুজরাট হইতে স্থল-পথে কনষ্টাণ্টিনোপল ভ্রমণের বিবরণ লইয়া তিনি এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। অঙ্কশাস্ত্র ও নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধেও তিনি কয়েক খানা পুস্তক লেখেন। সেকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরবী ও পারসী প্রামাণিক লেখকদের গ্রন্থাবলী অবলম্বনে লিখিত তাঁহার 'মোহিত' পুস্তকের এক খানা মাত্র এখন নেপল্‌সে বর্ত্তমান আছে। ভূ-মধ্য সাগর সম্বন্ধে পিরি রইসের বই খানা বার্লিন ও ড্রেস্‌ডেনের রাজকীয় লাইব্রেরী এবং ভ্যাটিকান ও বোলোগ্‌নায় পাওয়া যায়।

সোলায়মানের আমলে কাফ্‌ফা, কুনিয়া, বাগ্দাদ, দেমাস্ক ও অন্যান্য নগরে যে সকল মনোরম জাঁকাল অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, তাহাই তাঁহার সুরুচি ও আড়ম্বরের অভ্রান্ত সাক্ষ্য। নিজের খাস্ তহ্‌বিলের অর্থে তিনি অনেক মস্‌জেদ নির্ম্মাণ বা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার বহু-সংখ্যক পূর্ত্ত-কার্য্যে প্রজামণ্ডলীর মহোপকার সাধিত হয়; তন্মধ্যে শেকমেদজির সেতু, কনষ্টাণ্টিনোপলের বিরাট পয়ঃপ্রণালী ও মক্কায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত পয়ঃ-প্রণালীগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় কীর্ত্তি। কনষ্টাণ্টিনোপলে তিনি যে সকল মহাড়ম্বর সৌধ নির্ম্মাণ করেন, তাহা জাষ্টিনিয়ানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু স্থাপত্য ও ব্যবস্থাপন্ ভিন্ন আর কোন বিষয়ে তাঁহাদের তুলনা করিলে সোলায়মানের অপমান করা হয়। মোহাক্‌স্-বিজেতার সাহস ও সদাশয়তার সহিত সেই অযোগ্য রোমান সম্রাটের ভীরুতা ও হীনতার সামঞ্জস্য বিধান একেবারেই অসম্ভব।*

---

* "It would be dishonouring to Solayman to carry the parallel between him and Justinian further…nor can there

জগতে কেহই নির্দ্দোষ নহে ; সোলায়মানের চরিত্র ও দোষমুক্ত ছিল না। একাধিক নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের জন্য তাঁহার নাম কলঙ্কিত। ইব্রাহীম নামক এক নাবিকের পুত্রকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তিনি ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে উজীর আজম নিযুক্ত করেন ; তাঁহাদের মধ্যে এতই গভীর ভালবাসা ছিল যে, সোলতান নূতন উজীরের সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দেন ; কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহাকে গলা টিপিয়া মারার ব্যবস্থা করেন। * এজন্য তাঁহাকে আমরণ অনুতাপ করিতে হয়। তথাপি তিনি যেভাবে জ্ঞাতি-হত্যায় লিপ্ত হন, তাহার তুলনায় ইহা অকিঞ্চিৎকর। রোড্‌স্ অধিকার করিলে দুর্ভাগ্য শাহ্‌জাদা জম্‌শেদের পুত্র তাঁহার হস্তে পতিত হন ; তাঁহার আদেশে তাঁহাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এমন কি তিনি পুত্র-হত্যায়ও কুণ্ঠিত হন নাই। রোক্সালানা নামক এক রুশীয় ক্রীতদাসীর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সোলতান তাঁহাকে বিবাহ করেন। তুর্কেরা তাঁহাকে খুর্‌র্ম বা আনন্দময়ী বলিয়া থাকে। শীঘ্রই তিনি স্বামীকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলেন। রুস্তম পাশার সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ হয় ; তাঁহার প্রভাবে সোলতান প্রথমে তাঁহাকে দিয়ার বকরের বেগলার বেগ, পরে দ্বিতীয় উজীর ও শেষে উজীর আজম নিযুক্ত করেন। অ-সামরিক বিভাগের উচ্চতম পদগুলি অযোগ্য ও হীন-চরিত্র লোকদের

be any balancing of the courage and magnanimity of the victor of Mohacz, with the cowardice and meanness of the unworthy master of Balisarius and personal ring-leader of the factions of the Circus."—Creasy, 209.

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য মোস্‌লেম-কীর্ত্তি, ৩য় খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিকট বিক্রয় করার কু-নিয়ম প্রচলনের জন্য তিনিই দায়ী ; সোলায়মানও সদাশয়তার সীমা ছাড়াইয়া তাঁহাকে বিপুল সম্পত্তি উপহার দেন।' এমন কি প্রচলিত আইনের বর্-খেলাফ করিয়া এই ধন-সম্পত্তি জামাতার পরিবারে কায়েমী করিয়া দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই!

পত্নী ও জামাতা কাহারও ন্যায়ান্যায় জ্ঞান ছিল না ; তাঁহাদের প্ররোচনায় পড়িয়া তিনি যে ঘৃণিত হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হন, তাহা তাঁহার চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক। পিতা অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠ শাহ্জাদা মোস্তফার যোগ্যতা অধিক ছিল। খুর্‌রম দেখিলেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার নিজ পুত্র সেলিমের রাজ্য লাভের কোনই আশা নাই। কাজেই তিনি জামাতার সহযোগিতায় মোস্তফার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ সোলতানের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন। শাহ্জাদা যেরূপ জন-প্রিয়, তাহাতে ভীম সেলিমের ন্যায় পিতাকে পদচ্যুত করা তাঁহার পক্ষে কিছুতেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নহে, ক্রমে সোলতানের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেল। শেষে মোস্তফা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া শাশুড়ী-জামাতা তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন। কাজেই দুর্ভাগ্য শাহ্জাদাকে রাজ-রোষে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইল (১৫৫৩)। এই শোচনীয় সংবাদে ব্যথিত হইয়া সৈন্যেরা রুস্তমের পদচ্যুতি দাবী করিয়া বসিল। সোলতান তাঁহাকে অপসৃত করিয়া হাঙ্গেরী-যুদ্ধের বিখ্যাত বীর আহ্‌মদ পাশাকে শূন্য পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে বাজে অভিযোগে তাঁহারও প্রাণদণ্ড হইল ; আরও কয়েক জন উচ্চ-পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীও এভাবে নিহত হন।

আহ্‌মদের প্রাণদণ্ডের পর রুস্তম আবার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে খুর্‌রমের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র সেলিম ও বায়েজিদের

মধ্যে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। সেলিম ভ্রষ্ট ও মদ্যপ বলিয়া লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিত; পক্ষান্তরে শাসন ও সামরিক বিভাগে বায়েজিদের যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল। কিন্তু সোলতান তাঁহাকে অবৈধ সন্তান বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার শিক্ষক লালা মোস্তফা পাশা গোপনে সেলিমের পক্ষভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় পড়িয়া শাহ্‌জাদা বিদ্রোহী হইলেন; কিন্তু কুনিয়ার যুদ্ধে (১৫৫৯) পরাজিত হইয়া চারি পুত্র সহ পারস্যে পলাইয়া গেলেন। শাহ্ তহ্‌মাস্প্ প্রথমে তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিলেও শেষে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাদিগকে সেলিম-প্রেরিত ঘাতকের হস্তে অর্পণ করিলেন। নিজের প্রতিভায় তুর্ক সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত করিয়া দিয়া সোলায়মান নিজের অবিবেচনায় নিজেই আবার উহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া গেলেন।

এরিয়ান যে নীতিতে আলেকজাণ্ডারের চরিত্র অঙ্কণ করেন, তাহারই অনুকরণে ফন হেমার ন্যায়তঃ বলেন, মহামতি সোলায়মানের চরিত্র সমালোচনার সময় আমাদিগকে কেবল তাঁহার নিন্দনীয় কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না; বরং তিনি যে সকল উজ্জ্বল ও মহৎ গুণে বিভূষিত ছিলেন, তাহাও স্মরণ করিতে হইবে। মানুষ হিসাবে তিনি অকপট, সদয়-চিত্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা-মুক্ত ছিলেন; তাঁহার রাজোচিত সাহস, সামরিক প্রতিভা, উন্নত ও দুঃসাহসিক প্রকৃতি, মুক্ত-হস্তে শিল্প-সাহিত্যে উৎসাহ দান, শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ, সম্পূর্ণ পরমত-সহিষ্ণুতার সহিত কঠোরভাবে ধর্ম্ম-কর্ত্তব্য প্রতিপালন, বিরাট দিগ্বিজয় এবং প্রজাবর্গের সুশাসনের জন্য বিজ্ঞোচিত ব্যাপক আইন প্রণয়নের কথা মনে করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, শ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া দাবী করার তাঁহার অকাট্য অধিকার আছে।

সোলায়মানের ষষ্টি

১৫৬৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। মহামতি, মহামহিমান্বিত, সাহেব-ই-কিরাণ, দিগ্বিজয়ী সোলতান সোলায়মান কানূনীর মৃতদেহ গন্ধ-দ্রব্য চর্চ্চিত হইয়া তাম্বু-মধ্যে পড়িয়া রহিল। এক দিকে শাহ্‌জাদা সেলিমের নিকট এই দুঃসংবাদ জানাইবার জন্য দ্রুতপদে দূত ছুটিল, অন্য দিকে তুর্কেরা দুর্গ অধিকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। উজীর আজম সকোলি প্রভুর মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখার এমন সুব্যবস্থা করিলেন যে, কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ব্যতীত আর কেহ তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না। সৈন্যেরা শুনিল, সোলতান বাত-রোগে অচল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। সকোলি সুকৌশলে তাঁহার নাম জাল করিয়া ফরমান জারি করিতে লাগিলেন। সাত সপ্তাহ পর্য্যন্ত দেড় লক্ষ সৈন্য মৃত ভূপতির নামে নূতন নূতন যুদ্ধ ও নূতন নূতন স্থান জয় করিল। সিজেথের পর গুলা তাহাদের হস্তগত হইল। বাহকেরা আবৃত শিবিকায় সোলতানের মৃতদেহ এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতে লাগিল। প্রহরীরা জীবিতের ন্যায় তাঁহার প্রতি সমস্ত সম্মান দেখাইয়া চলিল। অবশেষে বাবোসা অধিকারের পর ২৪শে অক্টোবর বেলগ্রেদের নিকট গিয়া সকোলি যখন জানিতে পারিলেন, সেলিম নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন, তখন তিনি আর প্রকৃত সংবাদ গোপন রাখিলেন না। সৈন্যেরা গভীর শোকধ্বনি ও অশ্রুপাতের মধ্যে প্রিয় প্রভুর দেহাবশেষ বেলগ্রেদে লইয়া গেল; শেষে তাঁহাকে তাঁহার রাজত্বের স্থাপত্য-গৌরব সোলায়মানিয়া মস্‌জেদে সমাহিত করা হইল।

অত্যন্ত প্রবল রাজার পর দুর্ব্বল রাজার আবির্ভাব ইতিহাসের প্রায়

চিরন্তন ব্যাপার। মহামহিমান্বিত সোলায়মানের পর আর কোন পরাক্রান্ত রাজা তুরস্কের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন নাই। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় সেলিমকে তুর্ক লেখকেরা নিজেরাই 'মাতাল' উপাধি দিয়াছেন। সোলায়মান তাঁহার দুশ্চরিত্রতা লক্ষ্য করিয়া শেষ জীবনে অত্যন্ত বিরক্ত হন; কিন্তু হায়, তখন তাঁহার আর কোন পুত্র ছিল না। নূতন ভূপতি নিজে সৈন্য চালনা না করিয়া বিলাস-ব্যসনে কাল কাটাইতে লাগিলেন; তুরস্কের ইতিহাসে এ দৃশ্য সর্ব্বপ্রথম। কিন্তু এক জন মাত্র অপদার্থের হাতে পড়িয়াই সোলায়মান কানূনী ও তাঁহার সুযোগ্য কর্ম্মচারীদের সুগঠিত সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিবে, ইহা অস্বাভাবিক। মহামতি সোলতানের প্রবীণ কর্ম্মচারীদের অনেকে তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁহারা—বিশেষতঃ প্রধান মন্ত্রী সকোলি মোহাম্মদ ভূতপূর্ব্ব প্রভুর গৌরবময় নীতির অনুসরণ করিতে চেষ্টার কোনই ত্রুটী করিলেন না। যষ্টির ন্যায় তাঁহারা কিছুকাল ভগ্ন-প্রবণ সাম্রাজ্যকে ঠেস দিয়া রাখিলেন। সালেহ্ রইস্ ফেজ ও বুজেয়া জয় করিলেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে আল্জিয়ার্সের নূতন বেগলার বেগ ওসিয়ালি তিউনিস দখলে আনিলেন; কেবল গলেটা দুর্গ স্পেনীয়দের হাতে রহিল। যুদ্ধ ও বাণিজ্যের অপরিমিত সুবিধা হইবে ভাবিয়া উজীর আজম ডন ও ভল্গার মধ্যে খাল কাটিয়া পারস্য সীমান্তের সহিত জলপথে কনষ্টান্টিনোপলের সংযোগ সাধন করিতে চাহিলেন। আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি ও উত্তরাধিকারী সেলুকাস নিকেটরও একবার এ সঙ্কল্প করেন। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অস্ত্রাখান দখলের প্রয়োজন ছিল। ৩০০০ জেনিসেরি ও ২০০০০ হাজার অশ্বারোহী উহা অবরোধ করিতে ছুটিয়া চলিল। ৫০০০ জেনিসেরি ও ৩০০০ পথ-পরিষ্কারক সৈন্য পশ্চিম প্রান্তে আজফের

নিকট খাল খনন করিতে যাত্রা করিল। কিন্তু রক্ষী সৈন্যেরা অবরোধকারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিল। প্রিন্স্ সেরেবিনোফের অধীনে ১৫০০০ রুশ সৈন্য আকস্মিক আক্রমণে আজফের নিকটস্থ মজুর ও জেনিসেরিদিগকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য করিল। এক দল তাতার তুর্কদের সাহায্যার্থ আসিতেছিল। তাহারাও শত্রুদের হস্তে পরাজিত হইল। ইহাতে হতাশ হইয়া তুর্কেরা দেশে ফিরিয়া চলিল। পথিমধ্যে তাহারা এক ঝড়ে পড়িল। ৭০০০ সৈন্য মাত্র কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল।

এদিকে ব্যর্থকাম হইলেও অন্য দিকে তুর্কদের জয়লাভ ঘটিল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে সিনান পাশা আরব জয় কবিলেন। সেলিম খাঁর নামে মক্কায় খোৎবা পঠিত হইল। সমুদ্রে ভাগ্য তুর্কদের প্রতি আবও প্রসন্নতা দেখাইল। মাল্টার পরাজয়ে তাহাদের মর্য্যাদা হ্রাস পাইলেও ভূ-মধ্য সাগরে তাহাদের প্রভুত্বের কোন ক্ষতি হয় নাই। তাহাদের বিশাল নৌ-বহর তখনও অক্ষত ছিল; অনেক বীর-পুরুষ মারা পড়িলেও তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিবার মত লোকের অভাব ছিল না। দ্রাগুতের অভাব ওসিয়ালির দ্বারা অনেকটা পূর্ণ হইল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সিসিলীর দক্ষিণ উপকূলে আলিকাতার অদূরে তিনি মাল্টার নাইটদের চারি খানা জাহাজ বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন; তাঁহাদের তখন মাত্র পাঁচ খানা জাহাজ ছিল! ষাট জন নাইট নিহত বা বন্দীকৃত হইল, তিন খানা জাহাজ ধরা পড়িল; সেণ্ট্ ক্লিমেণ্ট্ বাকী খানা লইয়া ধন-ভাণ্ডার সহ পলাইয়া গেলেন। এই অপরাধে নাইটেরা তাঁহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া তাঁহার শব ছালায় ভরিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।

পর বৎসর তুর্কেরা একটী বিরাটতর জয়লাভ করিল। একালের ন্যায় মধ্যযুগেও সাইপ্রাসের যথেষ্ট সামরিক গুরুত্ব ছিল। এখান হইতে সহজে জাহাজের গতিবিধি নিরূপণ করা চলিত। ইহা পূর্ব্বে মোসলমানদের অধিকারে ছিল; এখন ভেনিসের অধীন হইলেও অসংখ্য খৃষ্টান জল-দস্যু এখানে আড্ডা গাড়িয়া সিরিয়া উপকূল লুণ্ঠন করিত। তজ্জন্য সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। লালা মোস্তফা এক বিরাট বাহিনী লইয়া রাজধানী নিকোসিয়া অবরোধ করিলেন। ৪৮ দিন পরে ৯ই সেপ্টেম্বর নগর তাঁহার হাতে আসিল।

তুর্কদিগকে বাধাদানের চেষ্টার কোনই ত্রুটী হইল না। স্পেনের ফিলিপ এক বিরাট নৌ-বহর পাঠাইলেন। পোপ পঞ্চম পিয়াস ও ইতালীর রাজারা ভেনিসকে সৈন্য সাহায্য দিলেন; ভেনিসের নিজেরও প্রকাণ্ড নৌ-বহর ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ২০৬ খানা জাহাজ এবং ৪৮০০০ সৈন্য ও নাবিক সাইপ্রাসের সাহায্যার্থ সমবেত হইল। কিন্তু খৃষ্টানেরা তখন তুর্কদিগকে এত ভয় করিত যে, ওসিয়ালি ইতালীর নিকটবর্ত্তী জনপদ ত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই বিরাট নৌ-বহর সমুদ্র যাত্রা করিতে সাহসী হইল না। * অতঃপর বিভিন্ন দলপতির মধ্যে বিবাদ বাধিল। এই সময় পিয়ালি পাশা মোস্তফার সাহায্যের জন্য তাঁহার জাহাজ প্রায় খালি করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাজেই এখন আক্রমণ করিতে পারিলে জয়লাভ নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তাঁহাদের

* "So dire was the dread then inspired by the Turks that this vast armmament dared not move till it was known that Ochiali had left the neighbourhood of Italy."
—Barbary Corsairs, 163.

ঝগড়া ও আলোচনা কিছুতেই শেষ হইল না। অবশেষে তাঁহারা প্রতিকূল বায়ু-ভরে সিসিলীতে ফিরিয়া গেলেন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট ফামাগুস্তা আত্ম-সমর্পণ করিলে সাইপ্রাস জয় সম্পূর্ণ হইল। এই যুদ্ধে তুর্কদের অর্দ্ধ লক্ষ সৈন্য মারা পড়িল। ক্রোধান্ধ হইয়া লালা মোস্তফা সাহসী ভেনিসীয় সেনাপতি ব্র্যাগাডিনোকে চর্ম্ম তুলিয়া হত্যা করিলেন।

মোস্তফা ব্র্যাগাডিনোর বিরুদ্ধে তুর্ক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের ও হজ্ব্-যাত্রী হত্যার অভিযোগ আনয়ন করেন; তাহা সত্য হইলেও এই অমানুষিক হত্যা সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ফন হেমার বলেন, সে যুগে এরূপ নিষ্ঠুরতা নিত্য-প্রচলিত ছিল। ইহার এক বৎসরেরও অনধিক কাল পূর্ব্বে সেণ্ট্ বার্থলোমিউর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়; আরও এক বৎসর অতীত হওয়ার পূর্ব্বে রুশেরা ফিন্ল্যাণ্ডের উইটেনষ্টিন দুর্গ অধিকারের পর রক্ষী সৈন্যগণকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলে এবং কেল্লাদারকে একটী বর্ষায় গাঁথিয়া আগুনে জীবন্ত কাবাব করে। সন্ধি-শর্ত্তের অবমাননা করিয়া ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়েরা নার্দেনে যে ভীষণ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করে, ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ডন জনের অধীনে তাহারা যেভাবে গহ্বরের মুখে অগ্নি জ্বালিয়া আল্‌পাক্সারাসের মুর বিদ্রোহীদিগকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে এবং রাজা ইব্‌নে আবুকে গুপ্ত ঘাতকের মারফতে হত্যা করাইয়া বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার মস্তক গ্রানাডার কসাই-খানায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া যে হীন মানসিকতার পরিচয় দেয়, এস্থানে তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি ফ্রান্স ও স্পেনে এরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তবে ভ্রাতৃ-ঘাতক ও মাতাল যুবকের অধীনে তুরস্কে আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

সাইপ্রাস জয়ের ফলে সমুদ্রে তুর্ক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ওসিয়ালি ও আলী পাশার অধীনে তুর্ক ও বার্ব্বারী নৌ-বহর ক্রীট ও অন্যান্য দ্বীপ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। আদ্রিয়াতিকের তীরে অবতরণ করিয়া তাঁহারা যদৃচ্ছা গ্রাম-নগর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে খৃষ্টান নৌ-বহর তাঁহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে শ্রবণ করিয়া তাঁহারা লিপান্তো উপসাগরে গিয়া নোঙ্গর ফেলিলেন। তাঁহাদের ২৫০০০ সৈন্য ও ৩০০ জাহাজ ছিল; তন্মধ্যে ৬০ খানাই ক্ষুদ্র জাহাজ; এগুলি লুণ্ঠনোপযোগী হইলেও যুদ্ধোপযোগী ছিল না। তাড়াতাড়ি আসায় জাহাজ চালাইবার জন্য পর্য্যাপ্ত লোক সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। মোয়াজ্জিন-জাদা ছিলেন ইহার প্রধান সেনাপতি। উলুজ আলী বৃথাই তাঁহাকে ভালরূপে প্রস্তুত না হইয়া প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত না হইতে অনুরোধ করিলেন। সাহসী সেনাপতি এই বিজ্ঞোচিত উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। শীঘ্রই নৌ-বহর হারাইয়া তাঁহাকে এই অবিবেচকতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

তুর্কদের গর্ব্ব খর্ব্বের জন্য যে বিপুল আয়োজন হয়, তাহাতে ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। স্পেন হইতে ৭০, মাল্টা হইতে ৬ ও স্যাভয় হইতে ৩ খানা দাঁড়-টানা জাহাজ আসিল; পোপ ১২ খানা ও ভেনিস ১১৪ খানা জাহাজ পাঠাইলেন। তন্মধ্যে ছয় খানা অতি বিরাট; এত বৃহৎ ও ভারী জাহাজ ভূ-মধ্য সাগরে আর দেখা যায় নাই। খৃষ্টানদের জাহাজের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৮৫ হইল। মিত্র-শক্তি অত্যন্ত যত্নের সহিত নাবিক নির্ব্বাচন ও রণ-সম্ভার সংগ্রহ করিলেন। যাহাতে কলহ না বাধে, তজ্জন্য পোপ পঞ্চম চার্ল্সের অবৈধ সন্তান অষ্ট্রিয়ার ডন জনকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। বর্ব্বরতার সহিত আল্-পাক্সারাসের বিদ্রোহ দমন করিয়া

তিনি ইতঃপূর্ব্বেই খ্যাতিলাভ করেন। সে যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত সেনাপতিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

২৯০০০ সৈন্য লইয়া ১৫৭১ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর ডন জন তুর্ক নৌ-বহর আক্রমণ করিলেন। ভীম বিক্রমে দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর আলী পাশা নিহত হইলেন। প্রধান সেনাপতির মৃত্যুতে যুদ্ধের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইল। তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্র-ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে দক্ষিণ পার্শ্বও পরাজিত হইল। বাম পার্শ্বে ওসিয়ালি মাণ্টা ও ভেনিসের পনর খানা জাহাজ ধৃত করিলেন। মেসিনার কেল্লাদার তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। কিন্তু শত্রুরা বিপুল সংখ্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি ৪০ খানা উৎকৃষ্ট জাহাজ একত্র করিয়া মেসিনার দিকে চলিয়া গেলেন।

লিপান্তোর শোচনীয় সংগ্রামে তুর্ক নৌ বহর প্রায় সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ৯৪ খানা জাহাজ দগ্ধ বা জলমগ্ন হইল; ১৬৬ খানা শত্রু হস্তে ধরা পড়িল; ত্রিশ হাজার তুর্ক প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। খৃষ্টানদের মাত্র ১৫ খানা জাহাজ বিনষ্ট ও ৮০০০ সৈন্য নিহত হইল; তন্মধ্যে ৬০ জন মাণ্টার নাইট ও ১৭ জন ভেনিসীয় সেনাপতি। কিন্তু তাহারা ১৫০০০ খৃষ্টান বন্দীকে তুর্ক জাহাজ হইতে মুক্তিদান করিল।

এই ভীষণ পরাজয়ের ফলে সমুদ্রে তুর্ক প্রাধান্য বিনষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কিছুই হইল না। তুর্কেরা ইহার পরেও পূর্ব্বের ন্যায় ভূ-মধ্য সাগরে সর্ব্বেসর্ব্বা রহিল। মিত্রগণ তিন সপ্তাহ কাল লুণ্ঠিত দ্রব্য বণ্টনে ব্যয় করিলেন; ইহা নিয়া প্রায় মারামারি বাধার উপক্রম হইল। ভাগ-পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া গেলে তাঁহারা বিজয়ের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া নিজ নিজ নৌ-বহর লইয়া স্বরাজ্যে চলিয়া

গেলেন। ইতোমধ্যে অক্লান্ত উলুজ আলী আর্কিপেলেগুর বিভিন্ন স্থান হইতে তুর্ক জাহাজ সংগ্রহ করিয়া ৮৭ খানা রণতরী লইয়া কনষ্টান্টিনোপলে ফিরিয়া আসিলেন। সোলতান তাঁহার উৎসাহের জন্য তাঁহাকে কাপিতান পাশা নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার নামও পরিবর্ত্তিত হইল। এখন হইতে তিনি খিলিজ (তরবারি) আলী নামে পরিচিত হইলেন।

উৎফুল্ল খৃষ্টানেরা যখন গির্জ্জা নির্ম্মাণে নিরত হইল, খিলিজ আলী ও পিয়ালি পাশা তখন অসাধারণ উদ্যম ও একাগ্রতার সহিত ক্ষতিপূরণে লাগিয়া গেলেন। মাতাল সোলতান পর্য্যন্ত জাতীয় তেজে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। নূতন ডক বা কারখানা নির্ম্মাণের জন্য তিনি সেরাইলের তাঁহার বাগান বাড়ীর একাংশ ছাড়িয়া দিলেন; নিজের খাস্ তহবিল হইতেও মুক্তহস্তে অর্থদান করিলেন; এমন কি তিনি নিজেই কারখানায় কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র গৌরবের কাজ। এই অপূর্ব্ব উদ্যমের ফলে জুন মাসের পূর্ব্বেই আড়াই শত জাহাজের এক বিরাট নৌ-বহর সজ্জিত হইয়া গেল; ইহার মধ্যে আট খানা মাহোন বা বৃহত্তম জাহাজ। এই নূতন নৌ-বহর লইয়া খিলিজ আলী সমুদ্রের প্রভুত্ব অটুট রাখিবার জন্য বস্ফোরাস ত্যাগ করিলেন। মিত্র-শক্তি স্বাভাবিক বিলম্বের পর একটী বৃহত্তর নৌ-বহর সংগ্রহ করিলেন; দুই পক্ষে দুইটী যুদ্ধও হইল; কিন্তু জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। খৃষ্টানেরা তুর্কদিগকে গ্রীসের পশ্চিম উপকূল হইতে বিতাড়িত করিতে পারিল না। পার্ম্মার ডিউকের মোদন অবরোধ করাও ঘটিয়া উঠিল না। সকলেই বুঝিল, মিত্রশক্তি একটী যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেও সংগ্রামে তুর্কেরা তখনও তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভেনিস মিত্রগণকে ত্যাগ করিয়া ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে পৃথক সন্ধির প্রার্থনা করিল। ইহার ফলে সাইপ্রাসে

কেবল সোলতানের প্রভুত্বই স্বীকৃত হইল না, তিনি ভেনিসের নিকট হইতে উহা অধিকারের খরচ পর্য্যন্ত পাইলেন! মনে হইল যেন তুর্কেরা লিপান্তোর যুদ্ধ জয় করিয়াছে।

এই সন্ধির পর ডন জন স্পেনীয় নৌ-বহরের সাহায্যে তিউনিস পুনরধিকার করিলেন। গলেটা স্পেনীয়দের হাতে থাকায় তাঁহার খুবই সুবিধা হইল; তিনি একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে একদল শক্তিশালী সৈন্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু আঠার মাস পরে তাঁহার পূর্ব্ব-শত্রু খিলিজ আলী ২৯০ খানা জাহাজ লইয়া সেখানে হাজির হইলেন। নগর সহজেই তাঁহার হাতে আসিল। অতঃপর গলেটা অবরুদ্ধ হইল। আহ্মদ পাশা আল্জিয়ার্স বাহিনী লইয়া তাঁহার সাহায্যে আসিলেন। রক্ষী সৈন্যের সংখ্যা ভীষণভাবে হ্রাস পাইলে দুর্গাধ্যক্ষ আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে স্পেনীয়েরা আফ্রিকাস্থ তাহাদের শেষ আড্ডা হইতেও বিতাড়িত হইল (১৫৭৪)। লিপান্তোর শোচনীয় স্মৃতি তুর্কদের মন হইতে মুছিয়া গেল।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)